উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৩২৭.০৫ (-১৭৩.৭৭)
নিফটি : ২৫,২২৭.৩৫ (-৫৮.০০)

ট্রাম্পের প্রশংসায় নেতানিয়াহু
গাজা যুদ্ধে ইতি টানার জন্য সোমবার ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তেল আভিভ বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান তিনি। ৭

তৃণমূল-যোগ দেখছেন শুভেন্দু
দুর্গাপুরের ঘটনায় তৃণমূল কর্মীদের যুক্ত থাকার অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। নির্যাতিতাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	১৯°	২১°	২১°	১৮°

রাজীব কুমার মামলায় প্রশ্নের মুখে সিবিআই ৭

২৭ আশ্বিন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 14 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 144

নিমতলার আতঙ্ক বালাসন

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলে, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। ষষ্ঠ পর্ব।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : নদীর চরের মধ্যে অসংখ্য পাকা ও টিনের বাড়ি। তবে কোনওটি বৈধভাবে তৈরি নয়। চরের জমি দখল করে তৈরি।

গত ৪ অক্টোবর ভোররাতে মহানন্দা যেভাবে পোড়াঝাড়কে ভাসিয়েছিল ঠিক একইভাবে বালাসনের জল মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে বাসিন্দারা তাঁদের সমস্ত সামগ্রী ঘরেই ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। নয়তো সলিলসমাধি নিশ্চিত ছিল।

মাটিগাড়ার নিমতলায় নদীর চরে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর।

চরের প্রতিটি বাড়িতে হুহু করে জল ঢুকে পড়ার পর থেকেই বাসিন্দারা আতঙ্কে। টাকা দিয়ে নদীর চরে বাড়ি বানিয়ে যে তাঁরা ভুল করেছিলেন তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করছেন। পাশাপাশি, আবারও যাতে বিপদে না পড়তে হয় সেজন্য এখানে দ্রুত এখানে নদীবাঁধ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন।

বালাসনের চরে অগুনতি ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। কাওয়াখালির নিমতলা এলাকা যদি ধরা যায়, সেখানে নদীর চরে শয়ে-শয়ে ঘরবাড়ি রয়েছে। গাইসাল শ্মশান সংলগ্ন এলাকা থেকে মা তারা নদীঘাট সহ আশপাশের এলাকায় টিনের পাশাপাশি পাকা ঘর গড়ে উঠেছে। এখানে ঘরবাড়ি তৈরির নিয়ম নেই। তা সত্ত্বেও এখানে তা তৈরি হওয়ায় বিরোধীরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা বাইরে থেকে আসা মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁদের এখানে বসিয়েছেন। সেই টাকার ভাগ তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের কাছেও গিয়েছে। বাঁধের অবস্থা এমনিতে খারাপ। বালাসনের বাঁধ মেরামত করার কথা বিধানসভায় তুলেছিলাম। কিন্তু সরকার কিছুই করেনি।'

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

দু'পারেই অনুপ্রবেশে অভিযুক্ত সোনালিরা

আশিস ঘোষ

মাথাগুনতিতেও বাদ। বাদই তো থাকার কথা। ও যে জন্মায়নি। জন্মের আগেই চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে তাকে। মায়ের পেটে থাকতেই তাকে পেরোতে হয়েছে অসম্মানের পথ। এদেশ থেকে ওদেশে। মাঝের কাঁটাতার পেরিয়ে। বলা ভালো, এদেশের জেল থেকে ওদেশের জেলে। সঙ্গী এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তা। জন্মানোর পর ও কোন দেশের হবে, তা নিয়ে তার অবশ্য কোনও মাথাব্যথা নেই। থাকবে কেন, ও তো আসেইনি এখনও।

ওর মা সোনালি বিবি। বয়স ২৬। বাবা দানেশ শেখ। সাকিন বীরভূমের পাইকর গ্রামের দর্জিপাড়া। তাঁরা ছিলেন দিল্লির রোহিণীর ২৬ নম্বর সেক্টরে। কোনওমতে মাথা গুঁজে থাকার মতো ঝুপড়িতে। কাগজ কুড়ানোর কাজ করে, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে, লোকের বাড়িতে কাজ করে কোনও গতিকে দিন গুজরান করতেন। টাকা পাঠাতেন বাড়িতে।

সোনালির পরিবারে আট বছরের ছেলে সাবির। গ্রামে সোনালির একটা মেয়ে রয়েছে। গ্রামতুতো পড়শি সুইটি বিবি ও তাঁর দুই নাবালক সন্তান কুরবান আর ইমানের সঙ্গে আটক হয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের হাতে। রোহিণী পুলিশের কেএন কাটজু থানায়। পুলিশের এক কথা, ওরা বাংলাদেশি। হাজারবার সব কাগজপত্র দেখিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সোজা পুরে দেওয়া হয়েছে জেলে। ওঁরা যে বাংলায় কথা বলেন। অতএব নিশ্চিত ওঁরা বাংলাদেশি। কোনও ওজর-আপত্তি শোনা হবে না। চার পুরুষের এদেশি হলেও না।

এটা গত জুন মাসের ১৭ তারিখের ঘটনা। এখবর গ্রামে পৌঁছাতে দিল্লি ছুটে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। তাঁদের হাতে ছিল ১৯৫৫ সালের দলিল। এদিক থেকে ওদিক ছোটাছুটি করে থানা, অফিস গিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সোনালিদের। অনেক হয়রানির পর জানা গিয়েছিল, সোনালিদের বেমালুম অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জুনের ২৬ তারিখে।

সেখানে আরও এক দুর্গতি শুরু। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে ধরে চালান করে দেয় চাঁপাই নবাবগঞ্জের পুলিশের হাতে। এরপর সুইটিদের ঠাঁই হয় সেখানকার জেলে।

এরপর দশের পাতায়

উদ্বিগ্ন পিএইচই

দুর্যোগের মারে জল অমিল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : দুর্যোগের পর প্রায় ৯ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে চলছে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবনিকেশের পালা। সেই অঙ্ক কষতে গিয়েই মাথায় হাত জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের। জায়গায় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিস্রুত জলের পাইপলাইন। মাদারিহাট-বীরপাড়া সহ একাধিক ব্লকে পাইপলাইন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এবছর শেষ হয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

গত শনিবার রাতে ও রবিবার সকালের অতিভারী বৃষ্টির জেরে জেলার কোথাও জলের পাইপলাইনে ধস নেমেছে। কোথাও পাইপলাইন একেবারে নদীর জলে ভেসে গিয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এক সপ্তাহ পরেও পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে সমস্যা কাটছে না ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের। জেলার মাদারিহাট, শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কুমারগ্রাম ব্লকের কিছু এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আপাতত এলাকায় জলের ট্যাংক, পাউচ দেওয়া হচ্ছে।

নতুনপাড়ার বাসিন্দা সুনীল দাসের কথায়, 'বন্যায় বাড়িঘর সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনকি পানীয় জলের কলটাও দেখি উধাও। এখন অবশ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানীয় জল দিচ্ছে। তবে কতদিন এভাবে জল পাব, জানি না।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল বলেন, 'বন্যা ও হড়পায় আমাদের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জায়গায় বড় ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অনেকটা সময় লাগতে পারে। তবে আমরা জল পরিষেবা স্বাভাবিক করতে রাতদিন এক করে কাজ করছি।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে খবর, বন্যা ও হড়পায় বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, সিধাবাড়ির মতো গ্রামগুলি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে একাধিক জায়গায় পিএইচই'র পাইপ ভেঙে গিয়েছে বা জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

ক্ষতির খতিয়ান

- জেলায় প্রায় ১০০ জায়গায় পাইপলাইনে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে
- পিএইচই দপ্তর এখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ট্যাংকের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দিচ্ছে
- এছাড়াও পাউচ করে জল দেওয়া হচ্ছে

জলস্বপ্ন প্রকল্পে সাধারণ মানুষের বাড়িতে যে জলের পাইপলাইন দিয়ে কল বসানো হয়েছিল সেসবও ভেসে গিয়েছে। অনেকের বাড়ির নলকূলের মধ্যে পলি ঢুকে গিয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের অবস্থাও শোচনীয়। এই ব্লকের বিভিন্ন পাহাড়ি নদীর পাশ দিয়ে, নদীর উপর দিয়ে পাইপলাইন পেতে বিভিন্ন গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ও রবিবার নদীর জলস্রোতে সেসব পাইপলাইন ভেসে গিয়েছে। কোথাও পাইপলাইন ফেটে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

দেশে এক লক্ষের বেশি স্কুলে মাত্র এক শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : স্কুলছুট সমস্যা নিয়ে চর্চা অনেক। তুলনায় শিক্ষকের অভাবের প্রতি নজর কম। অথচ শিক্ষক ঘাটতির চিত্রটা গোটা দেশেই ভয়াবহ। লক্ষাধিক স্কুল মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সম্প্রতি শুধু প্রাথমিক স্কুলের এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। যা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছবি।

শিক্ষার অধিকার আইনে প্রাথমিক স্তরে ৩০ জন পিছু একজন শিক্ষকের অনুপাতের কথা বলা আছে। সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষের ওই তথ্যটি। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ১,০৪,১২৫টি স্কুলে মাত্র একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করে ৩৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৬৯ পড়ুয়া। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি একজন শিক্ষকের স্কুলে গড়ে প্রায় ৩৪ জন শিক্ষার্থী।

এই দুর্বল কাঠামোয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গুণগত উচ্চমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই চিত্র অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ওই রাজ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ১২,৯১২। এর পরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৯,৫০৮) এবং ঝাড়খণ্ড (৯,১৭২)। পিছিয়ে নেই বাংলাও। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের স্কুল আছে ৬,৪৮২টি।

শিক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার স্কুল একীকরণ বা 'র‍্যাশনালাইজেশন' প্রকল্প চালাচ্ছে।' তিনি জানান, এক শিক্ষকের স্কুলে পড়াশোনা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে শূন্য ছাত্র ভর্তির স্কুল থেকে বদলি করে এইসব স্কুলে শিক্ষক পাঠানো হচ্ছে।'

পড়ুয়ার সংখ্যার দিক থেকেও কিছু রাজ্যে ব্যাপক চাপ দেখা যাচ্ছে। এক শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলিতে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটা ৬.২৪ লক্ষ। এর পরেই রয়েছে ঝাড়খণ্ড (৪.৩৬ লক্ষ)। তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এরাজ্যে ওই ধরনের স্কুলে পড়ে ২.৩৫ লক্ষ পড়ুয়া। পশ্চিমবঙ্গে এক শিক্ষকের স্কুলে গড়ে পড়াশোনা করে ৩৬ জন পড়ুয়া। যা আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশি।

এক শিক্ষক স্কুলের সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় অবশ্য কমেছে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের দাবি।

এরপর দশের পাতায়

টানাটানি সেতু পেরিয়ে বামনডাঙ্গায় যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মডেল ভিলেজে মৃতের পরিবারের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন।

নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মমতা

ত্রাণ বিলিতেও বিতর্ক

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ অক্টোবর : সাতদিনের মাথায় ফের নাগরাকাটায় এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৬ অক্টোবর কালীখোলা সেতুর কাছে বামনডাঙ্গায় মৃতদের পরিবারকে চেক বিলি করে যান তিনি। সোমবার এসে তিনি প্লাবনে মৃত বামনডাঙ্গার নয়জন ও মাথাভাঙ্গায় মৃত দুজনের পরিবারের একজন করে সদস্যকে হোমগার্ড হিসাবে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে যান।

এদিন বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজে মুখ্যমন্ত্রী গেলেও ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ির বিধ্বস্ত এলাকায় তাঁর পা পড়েনি। পরিবর্তে চালসায় দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে ধূপগুড়ির বিধায়কের হাতে দুই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য ত্রাণসামগ্রী ও তা বিলির দায়িত্ব তুলে দিয়ে যান। এমন ঘটনায় হতবাক প্রশাসন থেকে শুরু করে দুর্গতরা।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রথমে আসেন বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজে। সেদিনের ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ভুটানের জলের কারণেই এই বিপর্যয়। মমতা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আসছি। অবশেষে আমাদের চাপে আগামী ১৬ তারিখ বৈঠক ডেকেছে বলে যতদূর জানি। রাজ্যের একজন আধিকারিককে সেখানে পাঠানো হবে।' এই ধরনের বিপর্যয় হলে ক্ষতিপূরণের যাবতীয় দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারই সামলায় সেটাও এদিন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'সবটাই আমাদের করতে হয়। না দিল্লি একটা টাকা দেয়, না অন্য কেউ।' ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর জলে ডলোমাইটের সমস্যার কথাও তিনি তুলে ধরেন। জেলা শাসককে এব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন। তাঁর পরামর্শ, 'ডলোমাইট তুলে নিয়ে তারপর সেটাকে কাজে লাগানো হোক। এখনই তা তুলতে শুরু করতে হবে।' তবে, ১৬ তারিখের বৈঠক কারা ডেকেছে, ডলোমাইট কীভাবে তোলা হবে ও তা কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তার কোনও ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রী দেননি।

বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানে ঢোকার রাস্তা একটাই। গাঠিয়া নদীর ওপর টানাটানি সেতুর ধসে যাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড পুনর্গঠনের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

দুর্গতদের জন্য

- বামনডাঙ্গার ৯ জন ও মাথাভাঙ্গার ২ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজন করে সদস্যকে চাকরির নিয়োগপত্র
- ধূপগুড়ির বিধায়কের হাতে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির ত্রাণ বিলির দায়িত্ব
- ক্রান্তিতে ত্রাণ বিলির দায়িত্ব মালের আইসি ও পুর চেয়ারম্যানকে

এরপর দশের পাতায়

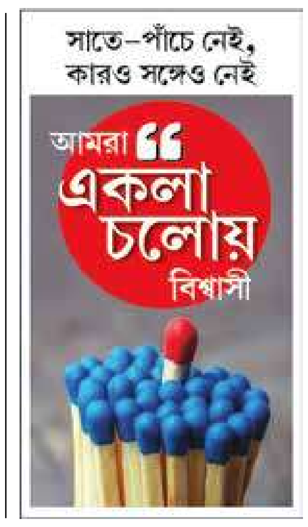

বিশ্ব আর্থারাইটিস দিবসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলন ও রোগী সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে সফলভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরা রোগীরা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে হাঁটু প্রতিস্থাপন

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিকসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি হচ্ছে শিলিগুড়িতেই। ভিনরাজ্য থেকে হাঁটুর সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য এই শহরে আসছেন বহু মানুষ। উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বিশ্ব আর্থারাইটিস দিবসে এমন আশ্বাস দিলেন শহরের বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়। শিলিগুড়ির চার্চ রোডে একটি হোটেলে বিশেষ সম্মেলন ও রোগী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই চিকিৎসকেরই তত্ত্বাবধানে সফলভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরা রোগীরা। চিকিৎসক বলছিলেন, 'সার্জারির কথা ভেবে অনেকেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান। সময়মতো চিকিৎসকের কাছে আসেন না। এতে সমস্যা আরও বাড়ে। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরা যায়।' কথা হচ্ছিল কানপুরের জ্ঞানবতি মিশ্রার সঙ্গে। কয়েকবছর আগে চলাফেরা করতে অসুবিধা হত ভীষণরকম। এখন দিব্যি সুস্থ।

জেলায় মুখ্যমন্ত্রী, তাও অবাধে বালি পাচার

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : দমনপুর থেকে হাসিমারার দূরত্ব কতখানি? সড়কপথে ঘণ্টাখানেক লাগে। এত কাছেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাও পরোয়া নেই পাচারকারীদের। সোমবার সকালে দমনপুরের নর্থ পয়েন্ট এলাকায় নজরে এল বালিপাচারকারীদের রমরমা কারবার। একাধিক ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বালি। একদম দিনেরবেলায়। রাজপথ দিয়েই।

এলাকায় বালি পাচারের রমরমা কারবার নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। বালি পাচার নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরাও। ইতিপূর্বেও নর্থ পয়েন্ট এলাকার পাঁচটি পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় দশ থেকে পনেরোটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি সারাদিন ধরে চলাচল করত বলে অভিযোগ উঠেছিল। তবে শেষপর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। বালি পাচারকারীরা কয়েক মাস চুপচাপ থাকার পর ফের কয়েকদিন ধরে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। বন্যা পরিস্থিতি ও মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ব্যস্ত। আর সেই সময় বালি পাচার নিয়ে শোরগোল উঠেছে।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযান করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এদিনও অভিযোগ পাওয়ার পর জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।'

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, নর্থ পয়েন্ট এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে একাধিক জলাশয় ভরাট করছেন। সংলগ্ন নোনাই ও ডিমা নদী থেকে বালি এনে সেই জলাশয় ভরাটের কাজ চলছে। সকাল ৭টা থেকেই রাস্তায় ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এতে বিশেষ করে সমস্যায় পড়েন অফিসযাত্রী ও স্কুল পড়ুয়ারা। ট্র্যাক্টর চলাচলে অতিষ্ঠ এলাকার লোকজন ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখালেও প্রথমদিকে কোনও লাভ হয়নি। তবে পরে টনক নড়ে পুলিশের। তাদের কড়া পদক্ষেপে মাঝে বেশ কয়েকদিন সেই জলাশয় ভরাটের কারবার বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয়েছে।

নর্থ পয়েন্ট এলাকায় বালি দিয়ে জলাশয় ভরাট করা চলছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'শাসকদলের প্রতিনিধিরা সরাসরি যুক্ত না থাকলে এভাবে বালি পাচার সম্ভব নয়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সফরে পুলিশ ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর জলাশয় ভরাট ও বালি পাচারের ঘটনা ঘটছে।'

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই অভিযোগ মানতে নারাজ। বিধায়ক বলেন, 'বিপর্যস্ত এলাকায় কয়েকদিন ধরে ব্যস্ত রয়েছি। বালি পাচারের বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসন দেখবে।'

এলাকায় খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই জলাশয় ভরাটের কাজ চলে। জলাশয় ভরাটে যাতে কেউ বাধা দিতে না পারে, তার জন্য একাধিক লোকজন নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকায় অচেনা কেউ প্রবেশ করেছে কি না, তা দেখতে সিসিটিভিতেও নজর রাখা হয়। বেগতিক দেখলেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন কয়েকজন। দুষ্কৃতীদের ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি এলাকার কেউ।

নর্থ পয়েন্ট এলাকায় একটি ভাঁটিখানা রয়েছে। ঠিক তার পিছনদিকে এই জলাশয় ভরাটের অভিযোগ। সোমবার দুপুর নাগাদ সেখানে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বালি স্তূপাকারে জমিয়ে রাখা হয়েছে। নর্থ পয়েন্ট ছাড়াও নোনাই শোভাগঞ্জ এলাকা সহ আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের একাধিক জায়গাতে বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছে।

আজ টিভিতে

দুর্গার বিয়ে উপলক্ষ্যে মুখার্জিবাড়িতে হবে মহা ধামাকা।
জগদ্ধাত্রী সঙ্গে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ তুমি আসবে বলে, দুপুর ১২.৪৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.১৫ স্বামীর ঘর, সন্ধে ৭.১৫ জিও পাগলা, রাত ১০.৩০ অশরীরী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.০০ আপন হল পর, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বালিয়ে রে, রাত ১০.০০ অপরাধী

জি সোনার বাংলা : সকাল ৯.৩০ টক্কর, দুপুর ১২.০০ কমলার বনবাস, ২.৩০ অভাগিনী, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, রাত ১১.০০ আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরূপা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ২.০২ বিজয়-দ্য মাস্টার, বিকেল ৫.২৩ এনকাউন্টার শংকর, রাত ৮.০০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ১১.০০ পুলিশ পাওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ স্যান্ড উইচ, দুপুর ২.০১ হিরো নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩৭ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.০৯ বাগি

জি বলিউড : বেলা ১১.০৩ ম্যায় তেরা দুশমন, দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.৩০ হাতকড়ি, রাত ৮.০০ রাম লখন

প্রেমের পাতুরি পর্বে শুভজিৎ মণ্ডল রাঁধবেন **চিকেন পোস্ত পাতুরি এবং ইলিশ ডিমের পাতুরি। রাঁধুনি**
দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

জিও পাগলা সন্ধে ৭.১৫
জলসা মুভিজ

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৩৭ অ্যান্ড পিকচার্স

সংশোধনী

১৩ তারিখ পত্রিকার দুইয়ের পাতায় প্রকাশিত 'বিজেপিতে নাম লেখালেন আখতার' শীর্ষক খবরে ভুলবশত কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার আলিকে চিকিৎসক লেখা হয়েছে।

পুজো বৈঠক

বুনিয়াদপুর, ১৩ অক্টোবর : বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরে কালীপুজো ঘিরে পুজো কমিটিগুলিকে নির্দেশ মেনে চলার বার্তা দিল প্রশাসন। সোমবার শহরের টাঙন সভাকক্ষে এই প্রশাসনিক বৈঠক হয়।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। পারিবারিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় নামী সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলায় জয়। মিথুন : সারাদিন উত্থানপতনের মধ্যে চললেও সন্ধের পর ভালো খবর পেতে চলেছেন। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাবেন। কর্কট : গুরুজনদের পরামর্শে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। বহুদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। আর্থিক শুভ। সিংহ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে নানা বাধাবিপত্তি থাকলেও আর্থিক উপার্জন ভালোই হবে। কন্যা : সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি লক্ষ্য করে মানসিক শান্তি পাবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। ধর্মীয় উপাসনায় মানসিক চাপ কমবে। তুলা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। বৃশ্চিক : পারিবারিক চাপে সাময়িক বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। যৌথ ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। ধনু : আপনার পরিকল্পনার অভাবে ব্যবসায় লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। পরিবারে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। মকর : পথে ঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মিটতে চলেছে। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। মীন : নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে আপনার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২২ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৭ আহিন, সংবৎ ৮ কার্ত্তিক বদি, ২১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৭, অঃ ৫।১১। মঙ্গলবার, অষ্টমী অপরাহ্ণ ৪।৫। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৮। শিবযোগ দিবা ১২।১৪। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।২৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।৪৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে একপাদদোষ। যাগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪৪ গতে ৮।১৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৭ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ৮।১৯ মধ্যে ও ৯।১১ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।১৩ মধ্যে ও ৪।৫৭ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৭ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

RECRUITMENT NOTICE

Applications are invited for recruitment of the various contractual posts under NHM, AYUSH & XV FC for Kalimpong Dist. GTA. For more details please visit/ www.wbhealth.gov.in & www.kalimpong.gov.in

Sd/-
Member Secretary,
DLSC & CMOH,
Kalimpong, GTA

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT no-03/APAS/2025 & 04/APAS/2025 vide Memo No. 1994/KCK-II, and 1995/KCK-II Sl.No.01-63 & Sl no- 1-56 respectively dated 08.10.2025 is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 01.11.2025 & 01.11.2025 upto 15.00 Hrs. & 16.00 Hrs respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Block Development Officer
Kaliachak-II Dev. Block
Mothabari, Malda

NOTICE INVITING TENDER

e-NIT. No. KMG/BDO-ET/11/2025-26, Dt. 11/10/2025,(APAS) Last date and time for bid submission-24/10/2025 at 12.00 hours. For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 57 of 2025-26(SL. 4)

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 57 of 2025-26 Closing date extended upto 29/10/2025 at 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই নম্বরে যোগাযোগ করুন- M : 9832095613. (C/118532)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মৃণাল কান্তি সাহা, পিতা- মৃত বিজয় কুমার সাহা, আমার ঠিকানা- সাং+পোস্ট- পতিরাম, থানা- পতিরাম, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের RIP Account No. 542214000857 এই সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে আমার এই নম্বরে 9547797399 যোগাযোগ করুন। (C/118648)

বিক্রয়

২টি বাড়ি নিলামে বিক্রয় হইবে শিলিগুড়ি, খালপাড়া থানা এলাকায়। (M)- 8327072245. (C/118352)

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-01/2025-26 MEMO NO. 3130/JM DATE: 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_921000_1, Tender ID : 2025_MAD_921000_2, Tender ID : 2025_MAD_921000_3, Tender ID : 2025_MAD_921000_4, Tender ID : 2025_MAD_921000_5, Tender ID : 2025_MAD_921000_6, Tender ID : 2025_MAD_921000_7, Tender ID : 2025_MAD_921000_8, Tender ID : 2025_MAD_921000_9, Tender ID : 2025_MAD_921000_10, Tender ID : 2025_MAD_921000_11, Tender ID : 2025_MAD_921000_12, Tender ID : 2025_MAD_921000_13, Tender ID : 2025_MAD_921000_14, Tender ID : 2025_MAD_921000_15 2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-02/2025-26 MEMO No. 3131/JM DATE : 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_920960_1, Tender ID :2025_MAD_920960_2, Tender ID : 2025_MAD_920960_3, Tender ID : 2025_MAD_920960_4, Tender ID : 2025_MAD_920960_5 3) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-03/2025-26 MEMO No. 3132/JM DATE: 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_921075_1, Tender ID : 2025_MAD_921075_2, Tender ID : 2025_MAD_921075_3 **Last date of bidding (on line) dated:- Oct 28, 2025 at 11.00 Hrs.** Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Najim Sk, পিতা Sk Sayed. গ্রাম- ঝাবরা গাইনপাড়া, পোঃ সুজাপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 9377/14, Dt 29/04/2014) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 20/09/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M ২য় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mst. Nishat Khatun থেকে Nishat Khatun করা হইল। (M/115433)

•

ভোটার কার্ড ID NO. TSX2017960, প্যান কার্ড নং - ACMPC1788M, আধার কার্ড নং - 2602 9605 4766, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-10-25 এ J.M. 3rd Court, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jawhar Chakraborty ; Jahar Chakraborty এবং Jawhar Chakravorty এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ঠিকানা - চিত্রকর পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং - 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। আমি এই হলফনামায় ঘোষণা করছি যে, আমার পুরো এবং শুভনাম Jawhar Chakraborty, S/O. Late Parimal Bikash Chakraborty. (C/118143)

•

আমি মকছেদ আলি মণ্ডল, পিতা মৃত তছিরুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম- উদইল, পোঃ বেলতাড়া, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। ভোটার কার্ডে আমার ও বাবার নাম সঠিক আছে। কিন্তু আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে নাম রয়েছে মকছেদ আলি মণ্ডল, পিতা তছির উদ্দিন মণ্ডল। আবার জমির দলিল ইত্যাদিতে নাম রয়েছে মকছেদুর রহমান মণ্ডল, পিতা- তছিরুদ্দিন মণ্ডল। এমতবস্থায় গত 29.08.2025 এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-এর অ্যাফিডেভিট বলে মকছেদ আলি মণ্ডল ও মকছেদুর রহমান মণ্ডল এবং তছিরুদ্দিন মণ্ডল ও তছির উদ্দিন মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (C/118646)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিন্টু সাহা, পিতা- মৃত বিজয় কুমার সাহা, আমার ঠিকানা- সাং+পোস্ট- পতিরাম, থানা- পতিরাম, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের RIP Account No. 542214000856 এই সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে আমার 6297685781 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/118648)

কর্মখালি

NGO জন্য Survey & Marketing Staff চাই। ন্যূনতম H.S, Bike আবশ্যক। বয়েসের বাধ্যতা নেই, বেতন আকর্ষণীয়। (M) 9126145259. (C/118349)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটের ও রেশন কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ১১.৯.২৫ তারিখে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Nibod Roy S/O Late Tarini Roy এবং Nipat Roy, Nibodh Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118637)

•

নিজ জন্ম শংসাপত্রে (নং 326 তাং 06.01.2006) পিতার নাম Dwijendra Barman থাকায় দিনহাটা 1st Cl.JM কোর্টে 14.8.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Dwijen Barman হইল। ধনঞ্জয় বর্মন, আটিয়ালডাঙ্গা, কালমাটি। (S/M)

•

নিজ জন্ম শংসাপত্রে (নং 3750 তাং 17.01.2007) মা'র নাম Sunti Barman থাকায় দিনহাটা 1st. Cl.JM কোর্টে (ইং 14.8.2025) অ্যাফিডেভিট বলে Sunati Barman হইল। শুভ্রদ্বীপ বর্মন, আটিয়ালডাঙ্গা, কালমাটি। (S/M)

•

আমি Md Najim Sk, পিতা Sk Sayed, গ্রাম- ঝাবরা গাইনপাড়া, পোঃ সুজাপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 9378/14, Dt 29/04/2014) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 20/09/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Noshin Khatun থেকে Noshin Khatun করা হইল। (M/115433)

•

আমি বিশ্বনাথ দাস, পিতা মৃত পঙ্কজ কুমার দাস, পো, থানা, নাগরাকাটা, জেলা জলপাইগুড়ি। আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট এ পিতার নাম আছে পঙ্কজ দাস SL No - 208 old voter card No - WB/02/016/546536. New voter card No - NFH 2043867. Pan Card এবং অন্যান্য নথিপত্রে পিতার নাম আছে পঙ্কজ কুমার দাস Pan Card No - ADYPD8412C. তাই 18.09.2025 তারিখে মাল EM কোর্টে হলফনামা করে জানাই - পঙ্কস দাস এবং পঙ্কজ কুমার দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (A/M)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Chakdaha | Bethuadahari I Sainthia | Mallarpur | Beldanga | Raghunathganj | Dhulian | Kaliachak | Sujapur | Gazole | Balurghat | Kaliyaganj | Raiganj | Raiganj (Grand) | Islampur | Siliguri | Malbazar | Jalpaiguri | Dhupguri | Falakata | Alipurduar | Mathabhanga

স্কুল সংস্কারে বরাদ্দ কম

ফালাকাটা সদর সার্কেলের ১০টি স্কুলের জন্য ৯ লক্ষ টাকা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : কোনও স্কুলের টিনের চাল ফুটো হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। তা থেকে জল পড়ে ক্লাসরুম ভেসে যাওয়ার দশা। কোনও স্কুলে আবার শিক্ষকের চেয়ারই ভাঙা। পড়ুয়াদের বসার বেঞ্চও ভেঙেছে। দীর্ঘদিন থেকে ফালাকাটা সদর সার্কেলে থাকা কিছু স্কুলের এমনই বেহাল অবস্থা। এই স্কুলগুলি সংস্কারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। নবান্ন থেকে সেইমতো অর্থবরাদ্দ হয়েছে। তবে বরাদ্দকৃত ওই 'সামান্য' অর্থে স্কুলের যথাযথ সংস্কার হবে কি না, তা নিয়েই সন্দেহ দানা বেঁধেছে। খোদ শিক্ষকরাই স্কুল সংস্কার নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন।

ফালাকাটার এসআই রাজা ভৌমিক জানিয়েছেন, আমাদের সার্কেলের প্রথম পর্বের ১০টি স্কুলের জন্য মোট ৯ লক্ষ টাকার উপরে বরাদ্দ হয়েছে। আমরা আরও ২৫টি স্কুল সংস্কারের জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া করে পাঠিয়েছি। আশা করছি, চলতি শিক্ষাবর্ষে সব স্কুল সংস্কার করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন যেখানে

- ফালাকাটা সদর সার্কেলের স্কুলগুলি দীর্ঘদিন থেকে বেহাল
- সংস্কারের জন্য স্কুলগুলি এস্টিমেট পাঠিয়েছিল
- সেই এস্টিমেটের অর্ধেকেরও কম বরাদ্দ এসেছে
- স্কুল প্রতি সংস্কারের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ হয়েছে ৯২ হাজার টাকা

ফুটো টিনের চাল। এভাবেই চলে ফালাকাটার স্কুল।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, সুভাষপল্লি প্রাথমিক স্কুল, সারদানন্দপল্লি প্রাথমিক, বালাসুন্দর নম্বর-২ স্কুল, অরবিন্দপাড়া নিউ প্রাথমিক স্কুল, উত্তর পারঙ্গেরপার জুনিয়ার বেসিক স্কুল, যোগেন্দ্রপুর জুনিয়ার বেসিক, রমেশচন্দ্র অ্যাডিশনাল প্রাইমারি, দক্ষিণ বালাসুন্দর, ছোট শালকুমার বিএফপি এবং কাদম্বিনী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের জন্য ৯ লক্ষ ৯ হাজার ১৭৬ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই টাকা অবশ্য সরাসরি স্কুলগুলি পাবে না। নবান্ন থেকে ডুয়ার্সকন্যা এবং সেখানে জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে টেন্ডার দিয়ে কাজ করানো হবে।

তবে, স্কুলগুলির তরফে জানা গিয়েছে, তারা প্ল্যান এস্টিমেট করে ডিপিআর জমা করেছিল। কিন্তু যে টাকার এস্টিমেট জমা করেছিল তা তো আসেইনি, বরং বেশকিছু স্কুলে এস্টিমেটের অর্ধেকেরও অনেক কম বরাদ্দ এসেছে। অর্থবরাদ্দ কম আসায় সম্পূর্ণ সংস্কার কী করে হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন শিক্ষকরা।

এই প্রসঙ্গ টেনেই কাদম্বিনী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালের শিক্ষক অমিত গোপ বলেন, 'প্রায় ৪ বছর আগে শিলাবৃষ্টিতে আমাদের স্কুলের ক্ষতি হয়েছিল। ওই সময় থেকে স্কুল একই অবস্থায় আছে। এতদিন সংস্কারের জন্য অর্থই পাইনি। তবে এবার শুনেছি প্রায় ৯২ হাজার টাকার মতো সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এই টাকায় গোটা স্কুল সংস্কার করা সম্ভব হবে না।' সারদানন্দপল্লি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক রাজেশ শুক্লা বলেন, 'আমরা সংস্কারের জন্য যা এস্টিমেট দিয়েছিলাম, তার প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ হয়েছে। আমাদের আশা, সেকেন্ড লটে বাকিটা পাব।'

প্রায় চার বছরে আগে ফালাকাটায় ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। ওই সময় প্রচুর স্কুলের টিনের চাল, বারান্দার চাল এবং মিড-ডে মিলের শেডের ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারের জন্য এতদিন তেমন অর্থ মেলেনি। তাই অল্প বৃষ্টি হলে স্কুলের ক্লাসরুম দিয়ে জল পড়ত। এতে সমস্যায় পড়েছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। ক্ষুব্ধ ছিলেন অভিভাবকরাও। তবে স্কুলগুলি সংস্কারের জন্য সামান্য অর্থবরাদ্দ হওয়ায় খুশি শিক্ষকরা। এবার স্কুল সংস্কারের প্রাথমিক কাজটা হবে বলে আশাবাদী শিক্ষকরা।

অপরিচ্ছন্ন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে জমে রয়েছে জল। সোমবার।

হাসপাতাল দেখে ক্ষোভ

হঠাৎ পরিদর্শনে প্রধান স্বাস্থ্যসচিব

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : একে তো রবিবার ছুটির দিন, তার ওপর ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে লোকজনের আনাগোনা তখন কমই। কর্মীদের মধ্যেও অনেকেরই ছুটি। এরই মধ্যে হঠাৎ হইচই পড়ে গেল। শোনা গেল, জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। তাঁর এই আগমনের কথা আগেভাগে জানা ছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। যাকে বলে সারপ্রাইজ ভিজিট। তবে পরিদর্শনে এসে হাসপাতালের অবস্থা দেখে খুব একটা খুশি হতে পারেননি তিনি।

উত্তরবঙ্গ সফরে রবিবার দুপুরে হাসিমারায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে এসেছেন নারায়ণস্বরূপ। হাসিমারায় রিভিউ মিটিংয়ের পর তিনি চলে আসেন জেলা হাসপাতালে। সেখানে নির্মীয়মাণ ভবন ও হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। যেসব কাজ চলছে, সেসবের অগ্রগতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান, এমনকি রোগী ও পরিজনদের চলাচলের রাস্তাও খুঁটিয়ে দেখেন। পরিদর্শনের মধ্যেই তাঁর নজরে আসে এক অস্বস্তিকর চিত্র- হাসপাতাল চত্বরজুড়ে জমে রয়েছে আবর্জনা। মেডিকেল বর্জ্য ও আবর্জনার স্তূপ। এই দৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়।

হাসপাতাল চত্বরে থাকা একাধিক বড় গাছের বিপজ্জনক শুকনো ও ঝুলন্ত ডালগুলোও নারায়ণস্বরূপের নজরে আসে। দুর্ঘটনা এড়াতে পিডব্লিউডি-কে বলে সেগুলো দ্রুত ছেঁটে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। হাসপাতালের পিছনের দিকে মর্গ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনার স্তূপ রয়েছে। সেটিও তিনি খতিয়ে দেখেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন।

জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'হাসিমারায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের সঙ্গে এই হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেজন্য ইতিমধ্যেই একটি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন তো বর্ষা চলে গিয়েছে। এবার সমস্ত মেডিকেল বর্জ্য সরানোর কাজ দ্রুত শুরু হবে।'

বিভিন্ন কাজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের। দ্রুত কাজ শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

নির্দেশ

হাসপাতালে জমে থাকা আবর্জনা ও মেডিকেল বর্জ্য নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ

একাধিক বড় গাছের বিপজ্জনক শুকনো ও ঝুলন্ত ডালপালা নিয়ে ব্যবস্থার নির্দেশ

একাধিক কাজ সময়ে শেষ করা নিয়ে পরামর্শ

এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল কর্মীসংখ্যার সমস্যার কথা বলেছেন। সুপার বলেন, 'নতুন বিল্ডিংয়ে পরিষেবা চালুর জন্য অতিরিক্ত লোকবল প্রয়োজন। সেই বিষয়ে আমরা জানিয়েছি। কর্মীসংখ্যা বাড়লে কাজের গতি আরও বাড়বে।'

সোমবার হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের এই আকস্মিক সফরের পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছে।

সোমবার সকাল থেকেই জমে থাকা আবর্জনা সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ধরনের নজরদারি ভবিষ্যতেও চলবে।

স্বেচ্ছাশ্রম

মাদারিহাট, ১৩ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবরের ভয়াবহ বৃষ্টিতে টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাট আসার হাউড়ি নদীপথের প্রধান রাস্তাটি ধুয়েমুছে কার্যত সাফ হয়ে গিয়েছিল। এনিয়ে এলাকায় সমস্যা বাড়ছিল। টোটোপাড়ার বাসিন্দারা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির পাশাপাশি প্রশাসনের নানা মহলে বহু দরবার করলেও সমস্যা কার্যত মেটেনি। অবশেষে দুটি মিশনারিজ সংস্থার সদস্যরা সোমবার স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে রাস্তাটি মেরামত করলেন।

টোটোপাড়ার মুক্তিমহল চার্চ ও ব্যাপটিস্ট চার্চের সদস্য ডান লামা, কুমার লামা, রোহিত টোটো, কুমারী গুরুংরা জানান, রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রশাসনের নানা স্তরে আবেদন করা হলেও তাতে কোনও কাজ হয়নি। সমস্যা মেটাতে তাই তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হন। রোহিত বললেন, 'রাস্তাটি এক সপ্তাহেও সংস্কার করা হয়নি। এজন্য আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে প্রায় ৬০০ মিটার রাস্তা সংস্কার করলাম।'

টোটোপাড়ার বাসিন্দা রূপচান টোটো টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজানও টোটোপাড়ার বাসিন্দা। টোটোপাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই রাস্তা মেরামত করতে কিন্তু তাঁদের কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এপ্রসঙ্গে মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এই রাস্তাটি সংস্কারে যে পরিমাণে অর্থ প্রয়োজন সেটি আমাদের তহবিলে নেই।' টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানেরও একই দাবি।

পুলিশি অভিযান

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : বারবার সচেতন করা হয়েছে। অথচ, একশ্রেণির চালক নেশা করে বাইক-গাড়ি চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। ৩১সি জাতীয় সড়কে যত দুর্ঘটনা ঘটছে, তার ৮০ শতাংশই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়েছিলেন বলে তদন্তে জানা গিয়েছে। গত এক সপ্তাহে ৩১সি জাতীয় সড়কে পরপর তিনটি দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একজন। তাই দুর্ঘটনা রুখতে নেশাগ্রস্ত গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানে নামল শামুকতলা থানা। বুধবার থানার অন্তর্গত শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ অভিযানে নেমে পাঁচ বাইকচালককে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাইক চালানোর অভিযোগ ছিল। পাঁচটি বাইকই বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি জানান, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে আমরা নেশাগ্রস্ত গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

ধর্ষণের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাধা তৃণমূলের

বিজেপি বিধায়ককে ঘেরাও

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ শহর। এদিন দফায় দফায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। মারামারিতে বিজেপির ৩ জন কর্মী-সমর্থক জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বলে দাবি। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশও হামলার মুখে পড়েছে। একজন পুলিশকর্মীর কপালে চোট লেগেছে বলে সূত্রের খবর। বিকালে শেষ খবর পাওয়া অবধি অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে শহর থমথমে। মারধরের অভিযোগ অবশ্য মানতে চায়নি তৃণমূল।

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। তুফানগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল। আর সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ শহর এলাকা। লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল-বিজেপি। এব্যাপারে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছিল। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

বিক্ষোভের মুখে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা। সোমবার।

এদিন বিজেপির কর্মসূচি ভন্ডুল করতে সকাল থেকেই বিজেপির কার্যালয় ঘেরাও করে রেখেছিল শাসকদলের লাঠিয়ালবাহিনী। বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা রায় সেই কার্যালয়ে ঢুকতেই 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখর হয় তারা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার্টি অফিসেই ঘেরাও করে রাখা হয় বিধায়ককে। সেই সময় বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের কোকনভেনার নিখিলচন্দ্র গাবুয়া কোনওক্রমে বাইরে বেরোতেই তাঁকে রাস্তাতেই ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির শাসকদলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। এব্যাপারে তুফানগঞ্জ শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম সরকারের বক্তব্য, 'তুফানগঞ্জ শান্তিপ্রিয় জায়গা। বিধায়ক এসে এখানে উত্তেজনা ছড়াতে চাইছেন। এদিনের ঘটনা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।'

সকাল থেকেই ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহকুমা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন তৃণমূল কর্মীরা। মালতী পার্টি অফিসে ঢুকতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। শুরু হয় স্লোগান ও পালটা স্লোগান। নিমেষের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধে যায়। পুলিশের সামনেই দু'পক্ষ একে অপরের দিকে ইট-পাথর ছুড়তে থাকে। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপি বিধায়ক মালতী বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে বানচাল করার চেষ্টা করেছে। আমাকে ঘেরাও করে রাখা হয়। আমাদের কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়েছে। ৩ জন কর্মী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল।'

পাড়বাঁধ তৈরিতে বাধা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৩ অক্টোবর : মুজনাই নদীর পাড়ভাঙন রোধে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্ডাপাড়ায় জিওট্যাগ পদ্ধতিতে ২৩০ মিটার অস্থায়ী পাড়বাঁধ তৈরি করবে সেচ দপ্তর। শনিবার কাজের সূচনা করেন জনপ্রতিনিধিরা। সোমবার কাজ শুরু করতে যান ঠিকাদার। কিন্তু জমি বিতর্কে একটি পরিবার সেই কাজে বাধা দেয় বলে জানান এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূলের খয়েরবাড়ির অঞ্চল সভাপতি জবাইদুল ইসলাম। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাদারিহাট থানার পুলিশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, কোনওভাবে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া যাবে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর পাড় লাগোয়া একটি জমির মালিকানা নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে বিবাদ। শনিবার বিতর্কিত জমিটির মালিকানা দাবি করে এক ব্যক্তি জেলা পরিষদ সদস্য দীপনারায়ণ সিনহাকে পাড়বাঁধ তৈরির কাজে আপত্তির কথা জানান। দীপনারায়ণ তাঁকে বোঝান, জমির ওপর বাঁধ তৈরি করা হবে না। করা হবে নদীর পাড়ের নীচে। এছাড়া পাড়বাঁধ তৈরি না করা হলে জমিটিই নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে। সেদিন উচ্চবাচ্য না করলেও সোমবার ফের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ জবাইদুল। তিনি বলেন, জমি বিতর্কে এর আগে টাকা বরাদ্দ করা হলেও মুন্ডাপাড়ায় পাড়বাঁধ তৈরি করা যায়নি। পাড়বাঁধ তৈরি করা না হলে আদিবাসী মহল্লাটি নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে। যে কোনও মূল্যেই এবার পাড়বাঁধ তৈরি করা হবেই।

এদিন পাড়বাঁধ তৈরির কাজে বাধাদানের ঘটনায় কেঁদে ফেলেন মুন্ডাপাড়ার বধূরা। পুলিশকে তাঁরা জানান, বাড়িগুলি নদীগর্ভে হারিয়ে গেলে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।

চকোলেট বিলি মমতার। সোমবার মালবাজারে।

দুর্গতরা অপেক্ষায়, চকোলেট বিলিতে ব্যস্ত মমতা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ অক্টোবর : জলঢাকা প্লাবনে সর্বস্বান্তরা যখন ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসে আর জলঢাকায় তৈরি হওয়া মঞ্চের পাশে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষায়, তখন তিনি মালবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শিশুদের চকোলেট আর কেক বিলি করছিলেন। জেলায় প্লাবন-পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে আসা মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্যও এলাকায় না আসায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ির মানুষ।

সোমবার নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডুর বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পেলেও প্লাবনের পর ১০ দিন কেটে গেলেও ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের বাসিন্দাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। রামশাই, আমগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার থেকে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত এলাকার মানুষ আশায় ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁদের এলাকাও ঘুরে দেখবেন। আমগুড়ি বেতগাড়া এলাকার গৃহবধূ দীপ্তি রায় বলেন, 'দু'বছরের সন্তানকে নিয়ে ত্রিপলের নীচে আছি কয়েকদিন ধরে। ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এলেই দুঃখের কথা বলব।'

ধূপগুড়ির গধেয়ারকুটি এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন এই খবর ছড়াতেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল মঞ্চ, দুর্গতদের নিয়ে আসা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে জলঢাকা সংলগ্ন জায়গায়। এমনকি ময়নাগুড়ির রামশাই ও আমগুড়ি থেকেও বহু মানুষকে আনা হয়েছিল ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের সামনে। অনেকে আবার নিজের থেকেই হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু নাগরাকাটা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াং রওনা দিয়েছেন, এই খবর ছড়াতেই ধূপগুড়ির ঢুল্লাপাড়া এলাকার দীপালি দাসের আক্ষেপ, 'মুখ্যমন্ত্রী এলে সমস্যার কথা জানাতে পারতাম। এখন কাকে বলব?' একই হতাশার সুর শোনা গেল হোগলাপাতা এলাকার গৌরী সরকারের গলাতেও, 'স্থানীয় আধিকারিকদের ব্যস্ততার জন্য আমাদের সমস্যাগুলো তাঁর কাছে পৌঁছায় না।' ধূপগুড়ির জলঢাকা আর ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে যখন এমন চিত্র তখন কার্যত উৎসবের আবহ মাল শহরে। বামনডাঙ্গা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বের হতেই তোড়জোড় শুরু হয় মালবাজারে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় শহরে প্রবেশ করতেই ক্যালটেক্স মোড়ে স্বাগত জানান মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার পুলিন গোলদার, অজয় লোহার, সরিতা গিরি, মণিকা সাহা সহ অন্যরা। সত্যনারায়ণ মোড়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের দিকে দৌড়ে গেলেও কনভয় থামেনি। মমতার কনভয় গিয়ে ঢোকে বনলক্ষ্মী ট্যুরিস্ট লজে। পরে মালবাজারে শিশুদের চকোলেট বিলি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতে, পরিদর্শনে যাওয়া শুধুমাত্র ড্যামেজ কন্ট্রোল।

বেহাল জাতীয় সড়কের সংযোগকারী দুই রাস্তা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : শামুকতলা থেকে চেপানি চৌপথি পর্যন্ত ছয় কিমি রাস্তা এবং ধার্সি সেতু থেকে চেপানি হল্ট পর্যন্ত দুটি রাস্তার হতশ্রী দশা। রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত। রাস্তার এমন অবস্থার জন্য চেপানি, স্কুলডাঙ্গা, বাকলা, মহাকালগুড়ি সহ আরও কিছু এলাকার মানুষ শামুকতলা বাজারে আসতে চাইছেন না। এই বাজারটি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রতি শুক্রবার এখানে হাট বসে। এই হাটে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন পণ্য আনার জন্য এই রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু রাস্তার এমন দশার জন্য এলাকার ব্যবসায়ীদের লোকসান হচ্ছে। অনেকে আবার শামুকতলা হাটে না এসে সেসব পণ্য অন্য বাজারে বিক্রি করছেন। স্থানীয়রা এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

এই দুটি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে শামুকতলা থেকে চেপানি চৌপথি পর্যন্ত ওই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। বর্ষাকালে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা নিষিদ্ধ। বৃষ্টির জন্য এতদিন রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। বৃষ্টি না কমলে রাস্তার কাজ

পথে দুর্ভোগ

শুরু হবে না। এদিকে, অক্টোবর মাস শুরু হয়ে গেলেও রাস্তা সংস্কার শুরু হয়নি। এই দুটি রাস্তার জন্য নিয়মিত ভোগান্তি পোহাচ্ছেন আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। এমনকি মাঝেমধ্যে ওই রাস্তা দুটিতে দুর্ঘটনাও ঘটে।

তৃণমূলের মহাকালগুড়ি অঞ্চল সভাপতি মনতোষ দেবনাথ বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছি। ইতিমধ্যে রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এবার যাতে দ্রুত কাজ শুরু হয় সেই চেষ্টা করছি।' আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথ জানান, ৩১সি জাতীয় সড়কের সঙ্গে শামুকতলার সংযোগরক্ষাকারী এই দুটি রাস্তা সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পিচের রাস্তা তৈরি হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই রাস্তাটি গত একবছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মানে জীবন হাতে নিয়ে চলাচল করা। একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, শামুকতলা ধার্সি নদীর সেতু থেকে চেপানি হল্ট পর্যন্ত রাস্তাটিও বছর খানেকের বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তাটির ওপর আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক এবং কুমারগ্রাম ব্লকের অন্তত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক লক্ষ মানুষ নির্ভরশীল। এই রাস্তাটিও দ্রুত মেরামত প্রয়োজন।

দুরন্ত শৈশব।। আলিপুরদুয়ার জংশন লাগোয়া এলাকায়। সোমবার। ছবি : প্রসেনজিৎ দেব

সাড়ে ৪ কোটির সড়কে বিপাকে ডাম্পার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৩ অক্টোবর : বীরপাড়াকে বাইপাস করে হরিপুর মালঙ্গিবস্তি হয়ে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের বিরু লাইন থেকে দলমোড় চা বাগান পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটিতে সম্প্রতি পেভার্স ব্লক বসিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। দলমোড় চা বাগানে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডে যুক্ত হয়েছে রাস্তাটি। উদ্দেশ্য, ভুটান থেকে ডলোমাইটবোঝাই করে লঙ্কাপাড়া হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে ডাম্পার চলাচলে সুবিধা করা। রাস্তাটিতে মাত্র ১২ ফুট চওড়া করে পেভার্স ব্লক বসানোয় ডাম্পার চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। দিনভর যানজট লেগে রয়েছে। ভোগান্তিতে পড়ছেন ছোট গাড়ি এমনকি বাইকচালকরাও।

বীরপাড়ায় যানজট কমাতে রাঙ্গালিবাজনা, শিশুবাড়ি, মাদারিহাট এলাকা থেকে ছোট এবং বড় গাড়িগুলি বীরপাড়া বাইপাস ধরে দলমোড়, লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা, তুলসীপাড়া, মাকড়াপাড়া পর্যন্ত চলাচলে সুবিধা করাই ওই রাস্তায় পেভার্স ব্লক বিছানোর উদ্দেশ্য, জানান মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এতে দূরত্ব এবং সময়েরও সাশ্রয়।

পাশাপাশি, বীরপাড়ার উত্তরাংশের চা বলয়, পাগলি ভুটান এবং গোমটু ভুটানের নাগরিকদের সামসী ভুটান এবং ফুন্টশোলিং যাতায়াতে সুবিধা। এদিকে, যানজট কমাতে গত বছরের ২৮ নভেম্বর থেকে দিনে বীরপাড়ায় ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ। ভুটান থেকে ডলোমাইট নিয়ে বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে ডাম্পার ঢোকে সন্ধ্যার পর। কিন্তু বীরপাড়া ছাড়া অন্য গন্তব্যে ট্রাক, ডাম্পারগুলি চলাচল করতে শুরু করেছে হরিপুরের রাস্তাটি দিয়েই। এতেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

প্রয়োজনের তুলনায় কম চওড়া হওয়ায় ওই রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি ভারী গাড়ি স্বচ্ছন্দভাবে চলাচল করতে পারছে না। একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে আরেকটি গাড়ির চালককে কসরত করতে হচ্ছে। গাড়ির চাকা পেভার্স ব্লকের অংশ থেকে মাটিতে নেমে যাচ্ছে। ফেঁসে যাচ্ছে গাড়ি।

হরিপুরে দুটি ডাম্পার পাশাপাশি যেতে গেলেই যানজট হচ্ছে।

জয়প্রকাশ বলছেন, 'বাস্তুকাররা সমীক্ষা করেই পরিকল্পনা করেছেন। যতদূর জানি, কাঁচা রাস্তাটি প্রয়োজনীয় মাপের চওড়া না হওয়ায় পেভার্স ব্লকের অংশটি এর চেয়ে বেশি চওড়া করা সম্ভব হয়নি।'

হরিপুরে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প তৈরির কাজ ২০১৮ সালে শুরু করেছিল রেলমন্ত্রক, যদিও জমিজটে মাঝপথে কাজ আটকে। গত বছরের উপনির্বাচনে বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প সরানো নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর চরমে উঠেছিল। হরিপুরে রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় প্রকল্প তৈরির কাজ করা যায়নি বলে প্রচার করেছিল বিজেপি। এরপর হরিপুরে জমি না দিলেও ওই বাইপাস রোড তৈরিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেয় তৃণমূল।

> আজ না হোক কাল ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি স্থানান্তরিত হবেই। তখন ডলোমাইটবোঝাই সবক'টি গাড়ি ওই রাস্তা দিয়েই চলাচল করবে। কিন্তু হরিপুরের রাস্তাটিতে পেভার্স ব্লক বসানো হলেও মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। কারণ, ওই রাস্তা দিয়ে দুটি বড় গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না।
>
> **মনোজ টিগ্গা**
> বিজেপি সাংসদ

বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'আজ না হোক কাল ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি স্থানান্তরিত হবেই। তখন ডলোমাইটবোঝাই সবক'টি গাড়ি ওই রাস্তা দিয়েই চলাচল করবে। কিন্তু হরিপুরের রাস্তাটিতে পেভার্স ব্লক বসানো হলেও মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। কারণ, ওই রাস্তা দিয়ে দুটি বড় গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না।'

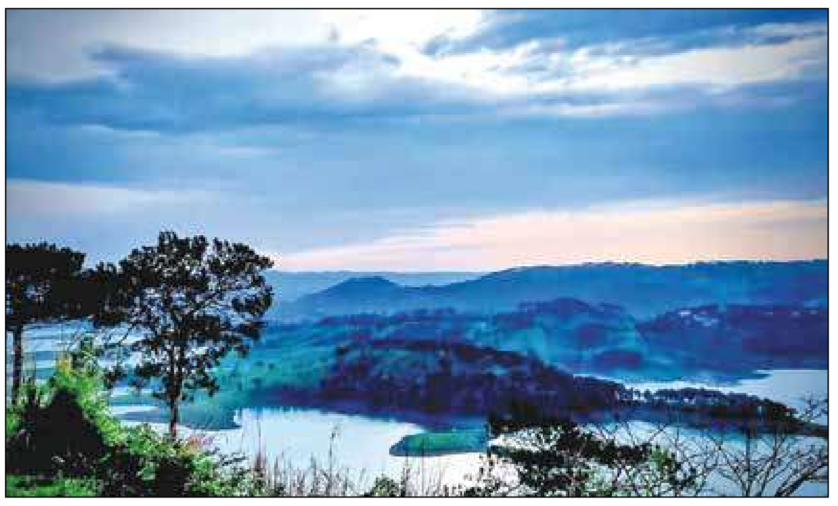

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেলা শেষে।। শিলংয়ের উমিয়াম লেকে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্র দাবি আলিপুরদুয়ারে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৩ অক্টোবর : নেই অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি বা বিকল্প ব্যবস্থা। ফলে প্রতি বছর বন্যায় পাহাড়ি নদী থেকে ভেসে আসা ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় পৃথক কোনও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র নেই। নদিয়া জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের গবেষকরাই আলিপুরদুয়ারের জমি পরিদর্শন করেন। তাই কৃষিবলয়কে সুরক্ষিত রাখতে ফালাকাটায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরির দাবি তুলেছেন জেলার কৃষকরা। তাঁদের দাবি, বিজ্ঞানকেন্দ্র থাকলে বিকল্প উপায়ে চাষাবাদ ও ডলোমাইটের হাত থেকে ফসল রক্ষার উপায় খুঁজে পাওয়া যেত।

ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন অবশ্য মনে করেন, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরির ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদাসীন। তাঁর কথায়, 'কৃষিপ্রধান আলিপুরদুয়ার জেলায় কৃষকদের জন্য অবশ্যই গবেষণামূলক পরিকাঠামো থাকা দরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নেই। কৃষি উন্নয়নের ভাবনারও অভাব।' তিনি বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরবেন বলেও জানান।

শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষিপণ্য গোটা রাজ্যে সুনাম অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের যুগোপযোগী চাহিদা ও বহুমূল্যের ফসল বাঁচাতে অত্যাধুনিক ও তাৎক্ষণিক পদ্ধতি না থাকায় বন্যা পরিস্থিতিতে আতঙ্কে ভুগছেন কৃষকরা। সেই কারণেই ফালাকাটায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরির দাবি জোরালো হচ্ছে।

কৃষকদের দাবি

- পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলে একাধিক নদীতে ডলোমাইটের গুঁড়ো ভেসে আসে
- কালচিনি, আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা, মাদারিহাট ও বীরপাড়া ব্লকে চাষে ক্ষতি হয়
- নদিয়া জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জমি পরিদর্শন করেন
- আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য পৃথক কৃষি বিজ্ঞানী বা গবেষক নিয়োগের দাবি

প্রতি বছর পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে তোর্ষা, হলং, কলি, পাগলি রেতি, ধুমচিখোলা ও বীরবিটি নদী দিয়ে প্রচুর পরিমাণ ডলোমাইটের গুঁড়ো ভেসে আসায় নিম্ন ভুটান সংলগ্ন এলাকায় ফসলের ক্ষতি হয়। তোর্ষা ও হলং নদী কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার-১, কলি নদী ফালাকাটা এবং পাগলি রেতি, ধুমচিখোলা ও বীরবিটি নদী মাদারিহাট ও বীরপাড়া ব্লক দিয়ে বয়ে যাওয়ায় ওই অঞ্চলগুলোয় ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

আলিপুরদুয়ারে কোনও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র না থাকায় নদিয়া জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জমি পরিদর্শন করেন। তাঁরা এলাকায় বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে বাইরের জেলা থেকে কৃষি গবেষকদের এনে পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেও কৃষকদের মন ভরছে না। বংশীধরপুরের মহিলা কৃষক মাধবী রায় বলেন, 'আমাদের এখানে বিজ্ঞানীরা এসেছেন। নানা কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা চলে গেলে সেই তথ্য কিংবা সহযোগিতা আমরা কোথায় পাব? আমরা চাই, আমাদের জেলার জন্য গবেষক থাকুক।'

সারা ভারত কৃষকসভার আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক আতিউল হক বলেন, 'জেলায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরির জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।' ফালাকাটার কুঞ্জনগরের কৃষক বিনয় মুর্মুও ফালাকাটায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

টুকরো খবর

দুর্ঘটনা

কালচিনি, ১৩ অক্টোবর : বাইক দুর্ঘটনায় দুই তরুণ জখম হয়েছেন। রবিবার রাতে কালচিনির গোরে লাইন এলাকায় একটি বাইকের সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়। জখম তরুণদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাতির হানা

বারবিশা, ১৩ অক্টোবর : রবিবার রাতে ভক্সা রেঞ্জের বারবিশা বিটের জঙ্গল থেকে বেশ কয়েকটি হাতি খাবারের খোঁজে কুমারগ্রাম ব্লকের রাধানগর এলাকায় হানা দেয়। কয়েকজন কৃষকের গৃহস্থালির নানা সামগ্রী নষ্ট করার পাশাপাশি কয়েক বিঘা জমির ধান এবং কলা বাগান তছনছ করে দেয় হাতির পাল।

বিক্ষোভ

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে ফালাকাটা থানা ঘেরাও করল বিজেপি। সোমবার দলের মহিলা মোর্চা প্রতিবাদ মিছিল করে ফালাকাটা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন সহ মহিলা মোর্চার নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠান

সোনাপুর, ১৩ অক্টোবর : সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের খয়েরবাড়ি এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিমুলতলা লক্ষ্মীহাটি পুজো কমিটির এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও আমন্ত্রিত শিল্পীরাও অংশ নেন।

বৈঠক

পলাশবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পলাশবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের একটি সাংগঠনিক বৈঠক হয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাঁদরামি

সোমবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বিরোধী শিক্ষা সংগঠনগুলির রোষের মুখে শাসকদল

'অবৈধ' ডিপিএসসিতে প্রশ্ন

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা ডিপিএসসি'র বৈধতা নিয়ে এবার সরাসরি প্রশ্ন উঠল। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন করে আইন মেনে ডিপিএসসি গঠন করা হয়নি। এমনকি প্রথম থেকেই সদস্য ঠিক করা, জনপ্রতিনিধিদের কমিটিতে রাখার মতো কাজগুলি হয়নি। এছাড়া গেজেট বা বিজ্ঞপ্তি কিছুই প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ। তা সত্ত্বেও শাসকদলের অনুগতদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। শিক্ষক কিংবা কর্মী নিয়োগ থেকে ছুটি মঞ্জুর করা এমনকি স্কুলগুলিতে নতুন মাধ্যমে পড়াশোনা চালু করা সব বিষয়েই রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছে বলে স্পষ্ট দাবি শিক্ষক সংগঠনগুলির। খোদ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরে এই ধরনের একটি মামলায় রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জানান, ডিপিএসসি'র মেয়াদ শেষের পরে নতুন সদস্য নিয়োগ ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি ছাড়া ডিপিএসসি কার্যকর থাকে না। একে হাতিয়ার করে পরে হুগলির ডিপিএসসিকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়। একইভাবে এবার প্রশ্ন তুলছেন আলিপুরদুয়ারের শাসক বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি।

আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি ভবন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অভিযোগের পাহাড়

- তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন করে ডিপিএসসি গঠন হয়নি বলে দাবি
- সদস্য ঠিক করা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি কোনওকিছুই প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ
- শাসকদলের অনুগতদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে

যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তাই আমি কোনও মন্তব্য করব না।' এনিয়ে নিখলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, '২০১৫ সালের পর থেকে আলিপুরদুয়ারে কোনও বৈধ ডিপিএসসি গঠিত হয়নি। মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ে ডিপিএসসি যা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়ে তা শিক্ষা দপ্তরকে সুনিশ্চিত করতে হবে।'

শিক্ষক সংগঠনগুলি আরও জানাচ্ছে, শাসকদলের অনুগতদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে ডিপিএসসি'র সমস্ত ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছে। এমনকি ডিপিএসসি'র ক্ষমতাকে হাতিয়ার করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরোধী সংগঠন ভাঙা থেকে শুরু করে শাসকদলের সংগঠন বৃদ্ধি সব অবাধে চলছে বলে অভিযোগ। এদিকে, শিক্ষকদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য, শাস্তিমূলকভাবে ইচ্ছেমতো বদলি করারও অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া সংগঠনগুলি আরও জানায়, ২০২১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন পরিতোষ বর্মন। তার চার বছর পূর্ণ হয়েছে। অথচ নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের হেলদোল নেই।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে ডিপিএসসি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০ থেকে ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি জেলার ডিপিএসসি গঠিত হয়। চেয়ারম্যান নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। সদস্য হিসেবে থাকেন জেলা স্কুল পরিদর্শক, জেলা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার, জেলা সমাজ শিক্ষা অফিসার। এছাড়া থাকেন প্রতিটি মহকুমা থেকে একজন করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক, জেলার পুরসভাগুলি থেকে তিনজন কাউন্সিলার এবং রাজ্যের মন্ত্রী নন জেলার এমন সর্বাধিক ছয়জন বিধায়ক। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক বদলি, বেতন সংক্রান্ত সুপারিশ, স্কুলের পরিকাঠামো, রাজ্যের শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ডিপিএসসি'র কাজের মধ্যে পড়ে। এইসব নিয়ম কোনওটাই আলিপুরদুয়ারে ডিপিএসসি মানছে না বলে শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি। এদিকে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর জেলা যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহ বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী ডিপিএসসিতে কাজ পরিচালনা করতে নির্বাচিত বোর্ড থাকে। আলিপুরদুয়ারে এমন কিছু না থাকায় ডিপিএসসি'র বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

কালীপুজোর মেলায় জুয়ার আসর বসলে কড়া ব্যবস্থা

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : কালীপুজোয় জুয়ার আসর রুখতে বদ্ধপরিকর শামুকতলা থানা। দীপাবলির রাত ও পুজোয় যেন কোনওভাবে জুয়ার আসর বসতে না পারে সেজন্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এখন থেকেই চলছে নজরদারি। পুজোয় সেই টহলদারি আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে পুজো কমিটিগুলিকেও বার্তা দেওয়া শুরু করেছে পুলিশ।

জুয়ার বোর্ড বসাতে পারে, এমন সন্দেহভাজনদের থানায় ডেকে কড়া বার্তা দিচ্ছে পুলিশ। কালীপুজোয় কোথাও জুয়ার বোর্ড বসলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেলা বা মেলার আশপাশে কোথাও জুয়ার আসর বসলে পুলিশকে জানাবে কমিটিগুলি। অনুমতি দেওয়ার সময় এমন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হচ্ছে।

শামুকতলা থানা

কারণ, একসময় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় মেলাগুলোতে প্রতি বছর জুয়ার আসর বসত। ডুয়ার্সের শামুকতলা থানা এলাকার বিভিন্ন চা বাগান এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর মেলা মানেই জুয়ার আসর ছিল বাঁধা। নানা কায়দায় এই আসর বসত মেলায়। সেই জুয়ায় সর্বস্বান্ত হতেন চা শ্রমিকরা। সেই চেনা ছবি যাতে কোনওভাবেই দেখা না যায় তাই কঠোরভাবে মোকাবিলায় নেমেছে পুলিশ। গত দুই-তিন বছরে সে ছবি দেখা যায়নি। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। এবারও জুয়ার আসর মুক্ত পুজোর আহ্বান করেন শামুকতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি বিশ্বজিৎ দে। মেলায় এই আসর বসলে কমিটিগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেজন্য পুজো প্যান্ডেলগুলিতে গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে। ধওলাঝোরা, কোহিনুর, কার্তিক, রায়ডাক চা বাগান, লোকনাথপুর, শামুকতলার বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে গিয়ে জুয়াবিরোধী প্রচার চালাবে পুলিশ। ওসি জানান, জুয়ামুক্ত পুজো করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কমিটি এবং এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এবারও সেই লক্ষ্য পূরণ করব।

একসময়ে ডিস খেলা, রিং খেলা, তাস খেলা, কড়ি খেলার মাধ্যমেও দুর্গা ও কালীপুজোর সময় ডুয়ার্সে কোটি কোটি টাকার জুয়ার আসর বসত। তাস এবং কড়ি খেলার মাধ্যমে জুয়া খেলা হত। শামুকতলা থানার চূনিয়া, ফাঁসখাওয়া, রায়ডাক, তুরতুরি, জয়ন্তী সহ বিভিন্ন চা বাগানে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ ছিল। সমাজকর্মী উদয়শংকর দেবনাথ বলেন, শামুকতলা থানার পুলিশ তৎপর থাকায় গত কয়েক বছর জুয়ামুক্ত পুজো আমরা দেখতে পেয়েছি। এবারও পুলিশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

মোবাইল না পেয়ে 'চরম সিদ্ধান্ত' ছাত্রীর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : মোবাইল দেখা নিয়ে মায়ের বকুনি খেয়ে চরম সিদ্ধান্ত! গলায় ফাঁস দিয়ে 'আত্মঘাতী' হল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। মৃতের নাম পিংকি দেবনাথ। সে সুকান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা করত। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শামুকতলা থানার চেপানি চড়াই মহল এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল দেখা নিয়ে দু-তিনদিন আগে মা বকতেই এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বছর তেরোর ওই কিশোরী।

এদিন সকালে দুই মেয়েকে বাড়িতে রেখে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলেন কিশোরীর মা রিঙ্কু দেবনাথ। বাড়ি এসে তিনি দেখেন শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে পিংকি। তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়। ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে।

আসক্তি

- মোবাইল দেখা নিয়ে মায়ের বকুনি খেয়ে চরম সিদ্ধান্ত
- গলায় ফাঁস দিয়ে 'আত্মঘাতী' হল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী
- কম বয়সে মোবাইল ব্যবহারের খারাপ দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে এমন ঘটনায়
- বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কাউন্সেলাররা
- কম বয়সে মোবাইল ফোন ব্যবহার কমানোর দাবি উঠেছে

১৩ বছর বয়স ট্রান্সজিশন স্টেজ। এই ঘটনা একদিনে তৈরি হয় না। মেয়েটির অতীত ঘাঁটলে দেখা যাবে, ছোট অনেক জেদ সে করেছিল এবং সফল হয়েছিল। তাই হঠাৎ করে বারণ মেনে নেওয়াটা কঠিন হয়েছে তার কাছে।
- শর্মিষ্ঠা পাল, কাউন্সেলার

কিশোরীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনা ছেড়ে মাঝেমধ্যেই মোবাইল ফোনে ডুবে থাকত পিংকি। নাচের রিল বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করত। তাই তার মা বকেন। তারপর থেকে অভিমান চেপে রেখেছিল কিশোরী। পরিবারের সদস্যদের কিছুই বুঝতে দেয়নি।

পিংকির বাবা মনোরঞ্জন দেবনাথ বলেন, 'আমার মোবাইলটিই নিত মেয়ে। তবে কাজে যাওয়ার সময় মোবাইল সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ফিরে আসার পর সেটি নিত। মোবাইলে নাচের রিল বানাত। এই নিয়ে মাঝেমধ্যেই সামান্য বকতাম। দু-তিনদিন আগে ওর মা বকেছিল। তারপর আর কিছু বলা হয়নি। কিন্তু মনের ভিতর রাগ পুষে রেখে মেয়ে এমন কাণ্ড ঘটাবে বুঝতে পারিনি।'

এদিকে, এই মৃত্যু শিশুদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি এবং তা না পেলে ভয়াবহ পরিণামের ছবিটি স্পষ্ট করে দিয়েছে বলে মনে করছেন কাউন্সেলাররা ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। কাউন্সেলার শর্মিষ্ঠা পালের কথায়, '১৩ বছর বয়স ট্রান্সজিশন স্টেজ। এই ঘটনা একদিনে তৈরি হয় না। মেয়েটির অতীত ঘাঁটলে দেখা যাবে, ছোট অনেক জেদ সে করেছিল এবং সফল হয়েছিল। তাই হঠাৎ করে বারণ মেনে নেওয়াটা কঠিন হয়েছে তার কাছে।'

সুকান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ দে জানান, ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা বেশি আবেগপ্রবণ হওয়াতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। কমবয়সিদের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমানো বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কেন্দ্রকে তোপ

বীরপাড়া, ১৩ অক্টোবর : গত ৪ অক্টোবরের দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বেশ কয়েকটি চা বাগান। বিধ্বস্ত ধুমচিপাড়া চা বাগানের বিভিন্ন এলাকা। দলমোড় চা বাগানের নিউ লাইন এবং রামঝোরা চা বাগানের বিভিন্ন এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত। ভাঙনকবলিত এলাকায় পাড়বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। সোমবার ওই এলাকাগুলি ঘুরে কাজের তত্ত্বাবধান করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে রেখেছে। আগে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আগেভাগেই পাড়বাঁধ তৈরি করা হত। অবশ্য এলাকার অনেক জায়গাতেই পাড়বাঁধ তৈরি করছে সেচ দপ্তর।'

এদিন ধুমচিপাড়ার বাসিন্দারা বিধায়ককে জানান, এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর পানীয় জল সরবরাহে একটি প্রকল্প তৈরি করলেও বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে সেটির পরিষেবা চালু হয়নি। সেখান থেকেই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের বাস্তুকারদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন জয়প্রকাশ।

সব ক্ষমতাবানের ঘনিষ্ঠ সাজিদ

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক

বীরপাড়া, ১৩ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক রাজনীতিতে নতুন মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন সাজিদ আলম। তিনি রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নির্বাচিত মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ডে বিরাট প্রভাবের পাশাপাশি তৃণমূলে তাঁর প্রভাব ক্রমবর্ধমান, মানছেন দলের কর্মীরাই। এতদিন তিনি মাদারিহাটের বিধায়ক তথা তৃণমূলের সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জয়প্রকাশ টোপ্পোর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি ব্লক সভাপতি করা হয়েছে লঙ্কাপাড়ার জেলা পরিষদ সদস্য বিশাল গুরুংকে। এরপরই সাজিদ এখন নাকি 'বিশালের লোক'।

অথচ সাজিদ একসময় ছিলেন মাদারিহাটের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক তথা বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগ্গার অত্যন্ত কাছের লোক। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। তখন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিলেন পদম লামা। দলে যোগ দিয়েই পদমের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি পান সাজিদ। পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হতে দলের টিকিটও হাসিল করেন। ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হন। ২০২২ সালে ব্লক সভাপতি করা হয় জয়প্রকাশকে। কিছুদিনের মধ্যেই জয়প্রকাশের ডানহাত হয়ে ওঠেন সাজিদ। ২০২৩ সালে ফের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসেবে টিকিট পান তিনি। অন্যদিকে, একাধিকবারের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রশিদুল আলম ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জেতেন। যেদিন রশিদুলকে সরিয়ে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ করা হয় সাজিদকে। দলের কর্মীদের একাংশই মানছেন, সাজিদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দলে কোণঠাসা হতে থাকেন রশিদুল।

২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে সাজিদকে টিকিট দেওয়া নিয়ে দলেই ক্ষোভ তৈরি হয়। তবে পরে বিক্ষুব্ধরাই কোণঠাসা হন।

সাজিদ আলম। -ফাইল ছবি

টিকিট আদায় করেন সাজিদ। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের চেয়ারও। এদিকে, কিছুদিন ধরেই জয়প্রকাশকে ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরানো নিয়ে জল্পনা চলছিল। তৃণমূলের নীচুতলা সূত্রে খবর, তখন থেকেই বিশালের সঙ্গে সাজিদের ঘনিষ্ঠতা সামনে আসে। বিশাল সভাপতি হতেই সহ সভাপতি হলেন সাজিদ। সাজিদের ব্লক কমিটিতে জায়গা পাওয়া বিশালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পুরস্কার বলে জল্পনা। যদিও সাজিদ বলছেন, 'আমি জয়প্রকাশ বা বিশালের লোক নই। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক। ২৪ ঘণ্টা দল করি।'

শতবর্ষে পাথরের নতুন মূর্তিতে কালীপুজো

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৩ অক্টোবর : আয়োজন শুরু হয়েছিল বৈশাখ মাস থেকে। লক্ষ্য ছিল পুজোর ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজনে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। পাটকাপাড়া বড় কালীবাড়ি মন্দিরে এখন তাই সাজোসাজো রব। প্রায় পাঁচ মাস আগে থেকেই নানা আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো রীতি মেনে বৈশাখ মাসে বাঁশখেলায় ঠাকুর জাগানো হয়েছিল। মহালয়ায় হয় কলস যাত্রা। আগামী দীপাবলিতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর পাটকাপাড়া গ্রামের কালীপুজোর ১০০ বছর। আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তাই একদিকে যেমন পুজোর প্রস্তুতি, চাঁদা তোলা ইত্যাদি শুরু হয়েছে তেমনই বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর কাজও চলছে। এদিকে মন্দিরের সামনে শুরু হয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ।

এদিন এনিয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক পরিমল রায় বলেন, 'প্রাচীন রীতি মেনে এত বছর ধরে মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। এবার পুজোর ১০০ বছর। তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন কালী মন্দির তৈরি হয়েছে। এবার সেখানেই পুজো হবে। মন্দিরের ভিতরের কাজ শেষ হলেও বাইরের কিছু অংশে রং করার কাজ এখনও বাকি রয়েছে।' তবে বাকি কাজ পুজোর আগে করা আর সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। নতুন মন্দিরে নতুন পাথরের কালীমূর্তি বসবে। জয়পুর থেকে অর্ডার দিয়ে সাড়ে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের মূর্তি আনা হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তা এসে পৌঁছে যাবে। পুজোর দিনই মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে।

পাটকাপাড়া বড় কালীবাড়ি

বড় কালীবাড়ি নতুন মন্দিরের সামনে শুরু হয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ।

এদিকে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত রায়ের কথায়, 'এবছরের পুজোর বাজেট অনেকটাই বেড়েছে। প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। মূর্তির দামই প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এছাড়াও পুজোর পরের পাঁচদিন যাত্রাপালা, আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে অনেক শিল্পীও আমন্ত্রিত থাকবেন।' পুজো কমিটির সদস্যরা জানাচ্ছেন, ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর নানা অনুষ্ঠান চলবে। মন্দিরের পাশে মেলাও বসবে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের অন্যতম পুরোনো এই পুজোয় পশুবলির প্রথাও রয়েছে। প্রতি বছর শতাধিক পাঁঠাবলি হয়। তবে এবার তা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২০ অক্টোবর রাত থেকে ২১ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত বলি চলবে। এছাড়াও কয়েকশো পায়রাও মন্দিরে উৎসর্গ করা হবে। পুজো কমিটির সদস্যদের কথায়, বলি প্রথা নিয়ে বিভিন্ন সময় জটিলতা হলেও পুরোনো রীতি এবং সাধারণ মানুষের আস্থার কথা মাথায় রেখে তা বন্ধ করা যায়নি।

বর্ষা বিদায়

পাকাপাকিভাবে দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যজুড়ে বিদায় নিল বর্ষা। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া ও রাতের দিকে শীতের আমেজ পাবেন রাজ্যবাসী।

বিজয়া সম্মিলনি

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার আমতলায় বিজয়া সম্মিলনি পালন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

মেট্রোর ঘোষণা

আগামী বছর জুলাই মাস থেকে ফের কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই কাজের অগ্রগতি অনেকটা হয়েছে। সমীক্ষক সংস্থা সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট দিয়েছে।

জামিন মঞ্জুর

কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে জামিন পেলেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে আলিপুর আদালত।

উত্তরবঙ্গে এসআইআর প্রস্তুতি ধীরগতিতে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দীপাবলি থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো, একটার পর একটা ছুটির কারণে চলতি মাসের মধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু করা সম্ভব নয়। এমনটাই মনে করছে নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের একাংশ। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ভোটার তালিকা ম্যাপিংয়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু কর্মী নিয়োগ সহ একাধিক জটিলতা থাকায় এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে কমিশনের কর্তাদের মধ্যে। এরই মধ্যে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানালেন, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ম্যাপিং ও আপলোডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ম্যাপিংয়ের কাজ চলছে ধীর গতিতে। প্রয়োজনে ওই দুই জেলায় ম্যাপিংয়ের জন্য কলকাতা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো হবে।

কমিশন কর্তাদের একাংশের ধারণা, নভেম্বরের আগে সারা রাজ্যে এসআইআর শুরু করা সম্ভব নয়। তবে এদিন সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের বৈঠকে মনোজ জানিয়েছেন, সব জেলাতেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। ঝাড়গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ ভোটার তালিকা মিলে গিয়েছে। ম্যাপিংয়ে মিল থাকা ভোটারদের নতুন করে নথিপত্র প্রমাণ বা যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে না। সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে বিএলও-দেরর অ্যাপে। তা দেখেই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলবে। গোটা পদ্ধতিতে সরাসরি নজর রাখবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত বিএলও-দের সঙ্গে নিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও ৮০,৬০০টি বিএলও পদের সামান্য কিছু ক্ষেত্রে এখনও নিয়োগ বাকি। প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি সবাইকে। উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিএলওদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেননি উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, কমিশনের সচিব এসবি যোশি, উপসচিব অভিনব আগরওয়াল ও কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে চলতি মাসের শেষে এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৫২টিতে কমিশনের গাইডলাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে জুনিয়ার আধিকারিকদের ইআরও হিসেবে নিয়োগ করা নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্যসচিব ও সিইও-র কাছে নির্দেশ এসেছে। এই পদগুলিতে পুনর্নিয়োগ না হলে এসআইআর প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল বলে মনে করছেন কমিশনের কর্তারা। কিন্তু এত জটিলতা পেরিয়ে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এদিনের বৈঠক থেকে স্পষ্ট, এসআইআর চালু নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে কমিশনের। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ করা আগামী মাসের মধ্যেও সম্ভব নয়। অকারণ গাজোয়ারি করে ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এসআইআর চালু হলে শাসকদল আরও দৃঢ়ভাবে আন্দোলনে নামবে।'

শ্রমশ্রীতে নাম ১০ শতাংশ

কাজের ব্যবস্থা না থাকায় অনাগ্রহ পরিযায়ীদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রকল্প ঘোষণার ২ মাস পরেও এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার হার অত্যন্ত হতাশাজনক। এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের কোনও বিকল্প সুযোগ না থাকাই পরিযায়ী শ্রমিকদের অনিচ্ছার প্রধান কারণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত। তাঁদের কয়েকজন বাংলাভাষী বলে অত্যাচারের শিকারও হয়েছিলেন। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য সরকারের প্যাকেজে আগ্রহী না হয়ে ওই রাজ্যেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্তত রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের তথ্য তাই বলছে।

রাজ্যে ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন বলে সমীক্ষায় জানতে পেরেছে নবান্ন। রাজ্যে ফিরে আসার জন্য তাঁদের আগামী এক বছর মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে রাজ্য। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী পোর্টালও চালু হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২,৫০৩ জন এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। যা মূল পরিযায়ী শ্রমিকের ১০ শতাংশও নয়। আবার নথিভুক্ত করা শ্রমিকদের অনেকেই নিজের কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা এই রাজ্যে কাজের জন্য ফিরে আসবেন কি না, তা নিয়েও সন্দিহান শ্রম দপ্তরের কর্তারা। অথচ তাঁদের ভাতা তাঁদের নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাচ্ছে। ফলে এই প্রকল্পের যৌক্তিকতা কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এই প্রকল্প যে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না, তা মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কী সুযোগ করা যায়, তা নিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিন্তাভাবনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

উদ্দেশ্য ব্যর্থ

- ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের পর শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার
- আগামী এক বছর ৫ হাজার টাকা করে মাসে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা
- ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন
- এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২৫০৩ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমশ্রী প্রকল্প নিয়েছিলেন। অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তবে গোটা বিষয়টি দেখছে শ্রম দপ্তর। তাই এই নিয়ে শ্রম দপ্তরই বিস্তারিত বলতে পারবে।' রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'ধীরে ধীরে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা নাম নথিভুক্ত করছেন। নথিভুক্ত হওয়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে এই প্রকল্প যে কার্যকর নয়, তা বলা যাবে না। আমরাও বিকল্প কাজের সন্ধান দিচ্ছি। ফলে ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরা পাকাপাকিভাবে এই রাজ্যে ফিরে আসার ভাবনাচিন্তা করছেন।'

আলোর মতন, হাসির মতন...

এত আলো আগে দেখিনি... *সোমবার কলকাতার এজরা স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

জ্বরে কাবু শমীক হাসপাতালে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : অসুস্থ হয়ে সোমবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। সোমবার সকালে আরও অসুস্থ বোধ করতে থাকেন শমীক। তারপরই তাঁকে বাইপাস সংলগ্ন একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করে নেন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন শমীক। সেখানে দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন তিনি। নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার পরই উত্তরবঙ্গে পৌঁছোন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র

আক্রমণ করেছিলেন শমীক। ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, টানা সফরের জন্য তাঁর ধকল চলছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে ফেরার পরই শরীর খারাপ হয় তাঁর। রবিবার রাত থেকেই জ্বরে আক্রান্ত হন। শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। ডেঙ্গি সহ বেশ কয়েকটি রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে তাঁর। রিপোর্ট এলে জ্বরের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন চিকিৎসকরা। বিজেপি সূত্রে খবর, এখন তাঁর পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে আপাতত কয়েকদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই থাকতে হবে তাঁকে।

এই হাত বানিয়েছিল সাত দরজাওয়ালা থিবস.. *সোমবার রামপুরহাটে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী*

ধর্ষণে তৃণমূল যোগের অভিযোগ শুভেন্দুর

নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা রাজ্যপালের

নয়নিকা নিয়োগী ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও দুর্গাপুর, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী পাঁচ অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার সকালে এই ঘটনায় তৃণমূল যোগের দাবি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ধৃত নাসিরুদ্দিন শেখের বাবা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডার।' এদিন দুর্গাপুর হাসপাতালে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কথা বলেন তাঁর মা-বাবার সঙ্গেও। রাজ্যপাল বলেন, 'পরিবার যাতে বিচার পায় তার জন্য আমার যতটুকু করার তার সবটুকুই করব। নির্যাতিতা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। যে বাংলার হাত ধরে নবজাগরণ এসেছিল, সেই বাংলায় এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত অনভিপ্রেত।'

ইতিমধ্যেই জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের জমা দেওয়া রিপোর্টের তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপালের কাছে ১১ দফা সুপারিশ পেশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। সেখানে নির্যাতিতার বিনামূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা, তাঁর জন্য বিশেষ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, হাসপাতালে পুলিশ ফাঁড়ি বা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র বসানো সহ একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে এদিন দফায় দফায় উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়। 'নারী নিগ্রহ বিরোধী দুর্গাপুর নাগরিক কমিটি', 'ভয়েস অফ অভয়া' ও 'ভয়েস অফ ওম্যান, কলকাতা' হাসপাতালে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। যদিও পরবর্তীতে হাসপাতাল সুপার তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। এসইউসিআই-এর কলকাতা ও দুর্গাপুরের প্রতিনিধিদল হাসপাতালে ঢুকতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের বাধা দেন।

এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন ও শেখ শফিকুলকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ। এদিন শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করে ওড়িশায় মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানালেন নির্যাতিতার বাবা। দুর্গাপুরে বিজেপির ধর্নামঞ্চ খুলতে আসায় কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ায় পুলিশ। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'ক্ষমতা থাকলে একটা চেয়ারও সরিয়ে দেখান।' নির্যাতিতাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে তাঁর বাবাকে আশ্বাসও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এদিন বিজেপির ধর্নামঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে নির্যাতিতার বাবাকে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, ধর্না চলবে।

এদিন রাজ্যপালের বক্তব্য, 'আমি পশ্চিমবঙ্গকে কন্যাসন্তানদের জন্য নিরাপদ বলতে পারছি না।' সোমবার দুর্গাপুরে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শোভনা মোহান্তির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল আসে। নির্যাতিতা ও তাঁর বাবা-মা সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তারা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নাসিরুদ্দিন দুর্গাপুর নগরনিগমের অস্থায়ী কর্মী। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ শেষ হলেই ওড়িশায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শুভেন্দুকে জানিয়েছেন তাঁর বাবা। সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত দু'জনের কথোপকথনের ভিডিওতে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতার প্রশ্নে নির্যাতিতার বাবা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এখনও কোনও যোগাযোগ হয়নি। দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের ক্রসিং থেকে মিছিল করে বিজেপি। সেখানে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ায় পুলিশ। একাধিক কর্মীকে প্রিজন ভ্যানেও তোলা হয়।

রাত্রিসাথী নিয়ে সংশয়, প্রশ্ন দাবির বাস্তবায়নে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মক্ষেত্রে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়েছিল রাজ্যজুড়ে। বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন চিকিৎসক ও নাগরিক সমাজ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশ কিছু দাবিদাওয়া তুলে ধরে টানা অনশনে বসেছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। বছর ঘুরেছে। আন্দোলনের গতি এখন স্তিমিত। এরই মধ্যে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া চিকিৎসককে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাতেও নারী নিরাপত্তা, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি ও সাধারণ মানুষ।

এই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও সুনিশ্চিত নয় বলে দাবি করছেন আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। আরজি কর আবহে তাঁদের তোলা দাবিগুলির বাস্তবায়ন না হওয়ারই প্রতিফলন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরও একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা। এমনটাই মনে করছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক ও বিরোধীরা।

আরজি কর আবহে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, হাসপাতাল ও হস্টেলে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা, সঠিক মনিটারিং সিস্টেম, মহিলা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ, হাসপাতাল ও হস্টেল এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু, রাতে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা সেফ জোন, চিকিৎসকদের জন্য সরাসরি হেল্পলাইন ও এসওএস অ্যাপ চালু, রেফারাল সিস্টেম সহ একাধিক দাবি তুলেছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ওই সময়ের দাবিগুলি কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোর বক্তব্য, 'ঘটনা ক্যাম্পাসের বাইরে বা ভিতরে যেখানেই হোক, রাজ্য সরকার সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। হাসপাতাল চত্বরেই এই ঘটনা প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে ধরেছে।'

চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, 'আমরা নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি করেছিলাম। আমাদের দাবির কোনওটি পূরণ হয়নি। এর ফলস্বরূপ একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে।' পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি লাগানো, চিকিৎসকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ একাধিক নির্দেশিকা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মেনে কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি করেছেন চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক।

চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'আমাদের দাবির ২০ শতাংশও পূরণ হয়নি। প্রশাসন ব্যর্থ। রাত্রিসাথী অ্যাপ সম্পর্কে কতজন জানেন? সরকার প্রচার চালিয়েছে?' একই মত পোষণ করেছেন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাত্রিসাথী নামে যে প্রকল্প আনা হয়েছিল, তাতেও বৈষম্য রয়েছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা পর পর এই ধর্ষণের ঘটনা।' একই বক্তব্য বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার। তিনি বলেন, 'সরকার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেয়। সেটা প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রমাণিত।'

পেঁয়াজ-গোলা গড়ছে রাজ্য সরকার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : বছরের নানা সময়ে পেঁয়াজের দাম চোখে জ্বালা ধরায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিতে কৃষি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে কাজও হয়েছে বলে দাবি করেছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। সোমবার তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে পেঁয়াজ চাষ বহুগুণ বেড়েছে। পেঁয়াজের ব্যাপারে আর আমাদের মহারাষ্ট্রের নাসিকের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

এবার তা সংরক্ষণের জন্য রাজ্যজুড়ে পেঁয়াজ-গোলা বা সংরক্ষণাগার গড়ার কাজ শুরু করা হচ্ছে। রাজ্যের ১০টি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের জন্য ৭৫০টি পেঁয়াজ-গোলা বা সংরক্ষণাগার গড়ার কাজ শুরু করা হচ্ছে। পেঁয়াজ-গোলা গড়তে রাজ্য সরকার ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এই টাকায় তৈরি হবে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন স্বল্প ব্যয়ের পেঁয়াজ-গোলা। উপভোক্তা কৃষকদের ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ভরতুকিও দেবে রাজ্য সরকার।

কৃষি বিপণনমন্ত্রীর দাবি, এখন থেকে রাজ্যবাসীকে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আর হতে হবে না। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদায় পেঁয়াজ-গোলা গড়া হবে। সংরক্ষণাগারে পেঁয়াজ ও রসুন মজুত থাকলে বাজারে এসবের দামও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৃষি বিপণন দপ্তরের নিয়মিত নজরদারিও থাকবে এইসব কিছুর ওপর। উপভোক্তা কৃষকদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে অনলাইন লটারির মাধ্যমে।

তবে এই পেঁয়াজ-গোলা গড়ার কাজ প্রথম শুরু হয় কৃষি বিপণনমন্ত্রীর নিজের জেলা হুগলি দিয়েই। মন্ত্রী সোমবার জানিয়েছেন, ৭৫০টি পেঁয়াজ-গোলার মধ্যে ১৭৫টি তাঁর হুগলি জেলায় তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে ২২৬১ জন উপভোক্তা কৃষক অনলাইনে আবেদনও করেছেন। তালিকা খতিয়ে দেখেই তা চূড়ান্ত করা হবে। এদিনই প্রথম হুগলি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে।

রাতে মেয়েদের বাইরে বেরোনোয় আপত্তি সৌগতরও

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : বেশি রাতে মেয়েদের কলেজের বাইরে বেরোনো উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে সোমবার একই নিদান দিলেন সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর এই মন্তব্যে ফের নারী নিরাপত্তায় তৃণমূলের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাংলা দেশের মধ্যে নিরাপদতম রাজ্য। আর তাঁর দলের সাংসদ বলছেন মেয়েদের সাবধান হওয়া উচিত। রাজ্যের মানুষ দ্বিচারিতা দেখছেন।'

সৌগতর এসআইআর সমর্থন সংক্রান্ত অপর একটি মন্তব্য নিয়েও যথেষ্ট সমালোচনা শুরু হয়েছিল শাসক শিবিরের অন্দরে। অস্বস্তি বেড়েছিল তৃণমূলের। ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর এমন একটি মন্তব্য যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছে দলকে। সৌগত বলেন, 'দেশের অন্যান্য প্রান্তের থেকে বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা অনেক ভালো। কিন্তু মহিলাদের অত রাতে কলেজ থেকে বেরোনো উচিত নয়। পুলিশ তো সব জায়গায় থাকে না। প্রতি ইঞ্চিতে নিরাপত্তাও দিতে পারে না। মহিলাদেরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর পালটা কটাক্ষ, 'দুর্গাপুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, সৌগতর কথায় তারই প্রতিফলন রয়েছে। এক সুরে গান না গাইলে নম্বর কাটা যেতে পারে। তাই তিনি ঝুঁকি নিতে পারেননি।' যদিও দুর্গাপুর

কাণ্ডের পর থেকেই তৃণমূলের সাফাই, অন্য রাজ্যে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয় না। কিন্তু বাংলায় যে কোনও অপরাধে পুলিশ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়। বিতর্কিত মন্তব্যের পর হাসিমারায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড্যামেজ কন্ট্রোল করে বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করা হচ্ছে। একই সুরে সৌগতও সাফাই গাইবেন কি না এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

রোগীর পরিজনের সেবায় 'হসপিটাল ম্যান'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা। চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার প্রতিষ্ঠানের বাইরে অপেক্ষায় থাকা বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশুর চোখে উৎকণ্ঠা। মাথায় হেড মাস্ক, চোখে চশমা পরা বছর ৫৫'র সুঠাম চেহারার ব্যক্তিটিকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন তাঁরা। নিয়ম মেনে লাইন করে দাঁড়িয়ে রোগীর কার্ড দেখিয়ে খাবার নিলেন তাঁরা। ওই ব্যক্তি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে তাঁর ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর থেকে বিনামূল্যে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ বের করে তাঁদের হাতে তুলে দেন। রোগীর পরিজনদের কাছে ত্রাতা এই পার্থ করচৌধুরী। ৩৬৫ দিন নিয়ম মেনে দু'বেলা খাবার পৌঁছে দেন হাসপাতালের বাইরে প্ল্যাস্টিক, খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে থাকা মানুষগুলির হাতে। এভাবেই কালীঘাটের মহামায়া লেনের বাসিন্দা পার্থবাবু হয়ে উঠেছেন 'হসপিটাল ম্যান'। দিনশেষে মানুষগুলির অমলিন হাসিই তাঁর প্রাপ্তি।

পার্থবাবু পেশায় পুলকার চালক। সকালে স্কুলের শিশুদের পৌঁছে দিয়ে এসে শুরু হয় তাঁর কর্মযজ্ঞ। পাড়ার দুই তরুণকে টাকার বিনিময়ে রান্না করান তিনি। তৈরি হওয়া খাবার ফুড ভ্যানে করে নিয়ে পৌঁছে যান হাসপাতালগুলির বাইরে। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'সাড়ে ন'টার মধ্যে সমস্ত খাবার তৈরি হয়ে যায়। তারপর ঘুরে ঘুরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, এসএসকেএম, বাঙুর সহ আরও কয়েকটি হাসপাতালের বাইরে গিয়ে দিনে অন্তত ১৫০ জনকে খাবার দিই। ৩টের মধ্যে ফিরে আসি। তারপর বিকেলের খাবার তৈরি হয়।'

প্রতিদিনের মতো কর্মব্যস্ত হসপিটাল ম্যান। সোমবার কলকাতায়।

২০১৬ সালে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। দেখেছিলেন, রোগীর পরিজনেরা কত রাত হাসপাতালের বাইরে পড়ে রয়েছেন। তারপরই এই উদ্যোগ নেন পার্থবাবু।

তিনি বললেন, 'হাসপাতালের ভিতরে রোগীর সঙ্গে পরিজনেরা থাকতে পারেন না। তাই বাইরে কখনও না খেয়ে, কখনও আধপেটা খেয়ে কাটিয়ে দেন। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে তাই প্রথমে মুড়ি, কলা, বিস্কুট প্যাকেট করে তাঁদের দেওয়া শুরু করি। এতে ২৫-৩০ জনের হলেও অভুক্ত অনেকগুলি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর থেকে সকালে ভাত ও বিকেলে রুটি, তরকারি দেওয়া শুরু করি।'

আপনার এই উদ্যোগে সহায়তা পান? তাঁর বক্তব্য, 'প্রথমে হোটেল, ছোট দোকানগুলিতে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যাতে তাঁদের খাবার অতিরিক্ত হলে নষ্ট না করে আমাকে দেন। তাঁরা অনেকে এখনও আমায় খাবার দেন। কেউ কেউ এসে চাল, ডাল দিয়ে যান। তাই মাসে ৩০ দিনই কোনও না কোনওভাবে আমি ওঁদের খাবার জোগাড় করতে পারি।'

করোনার সময় একমাত্র ভরসা সাইকেলে চেপে হাসপাতালে খাওয়ার দেওয়ার জন্য পৌঁছতে দেখে এক ব্যক্তি ফুডভ্যান উপহার দেন। তাতে করেই এখনও চলছে পার্থবাবুর স্বপ্নের ফেরি।

বললেন, 'ক্যান্সার হাসপাতালে অনেককে মাসে মাসে আসতে হয়। তাই রাজ্যের বাইরেও বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভালোবেসে অনেকে বাড়ির আম, কাঁঠাল, সবজি উপহার হিসেবে নিয়ে আসেন।' স্ত্রী, মেয়ে থাকেন পুনেতে। বাড়িতে বৃদ্ধ মাকে নিয়ে তাঁর জীবন। তাঁর মাঝে এই অভুক্ত মানুষগুলির আশীর্বাদ তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ আশ্বিন ১৪৩২

আপস

মোল্লাতন্ত্র আপস করল। নারী সম্পর্কিত অস্পৃশ্যতা সাময়িক স্থগিত থাকল। নয়াদিল্লির আফগান দূতাবাসে ডাক পেলেন মহিলা সাংবাদিকরা। যদিও এই ঘটনাকে তালিবানি নীতির বিরুদ্ধে চপেটাঘাত ভাবা ভুল হবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আফগান প্রশাসনের ভোলবদল নেহাতই কূটনৈতিক তাগিদে। একই কথা প্রযোজ্য ভারত সরকার সম্পর্কে। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা বহন করলেও এই সরকারের নীতিনির্ধারকরা হাত ধরলেন তালিবান শাসকদের সঙ্গে। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ।

এই আপস নিছকই কৌশলগত। আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে শেষপর্যন্ত মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ সেই কৌশলের অঙ্গ। তাই একে নারী স্বাধীনতার জয় বা মৌলবাদের পিছু হটা ভাবার অর্থ মূর্খের স্বর্গে বাস করা। ভারতে তালিবান বিদেশমন্ত্রীর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকরা ডাক পাননি। শুধু এজন্য প্রবল সমালোচনার জেরে দ্বিতীয় বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, মনে করার কারণ নেই।

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ তালিবানদের নীতির প্রশ্নে আপস করতে বাধ্য করেছে। কেন না, ঘটনাটি নয়াদিল্লির ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তাতে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিড়ম্বনা বাড়ছিল। যে সরকার নারীশক্তির জয়গান গায় বলে প্রচার করে, সেই সরকারের নাকের ডগায় মহিলা সাংবাদিকদের অস্পৃশ্য রাখার জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা ছিল। সেকারণে নেপথ্যে ভারতের পক্ষ থেকে তালিবানকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়।

ফলে ঢোক গিলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে দ্বিতীয়বার সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে হল আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে। যেখানে প্রথম সারিতে মহিলা সাংবাদিকদের উপস্থিতির ছবি ফলাও করে প্রচার হল। আগের বৈঠকে মহিলাদের না ডাকাকে পদ্ধতিগত ত্রুটি বলে হাস্যকর হলেও একটা যুক্তি খাড়া করতে হল মুত্তাকিকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তালিবানি শাসনের রীতি মেনেই প্রথমবার ব্রাত্য করা হয়েছিল মহিলা সাংবাদিকদের।

খুব সম্প্রতি আফগানিস্তানে ভূমিকম্প হয়েছিল। তাতে মৃতের পাশাপাশি আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। যাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ মহিলা। আহত হয়ে বা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকলেও তালিবান প্রশাসকরা তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টাও করেনি। নারীর স্পর্শকে পাপ মনে করে এই সিদ্ধান্ত তালিবানদের। কয়েক শত মহিলা সেই সময় বিনা চিকিৎসায়, চাপা পড়ে থেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন। এতে মহিলাদের প্রতি তালিবানের মানসিকতা স্পষ্ট।

মহিলা সাংবাদিকদের ডাকলেই সেই মানসিকতা বদলে যাওয়ার কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতে ওঠার জন্য কাবুলের বর্তমান তালিবান শাসকরা এখন ভারতকে আঁকড়ে ধরেছে। আবার পাকিস্তানকে চাপে রাখতে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ভারতের শাসকরা আফগানিস্তানের মোল্লাতন্ত্রের হাত ধরে রাখতে মরিয়া। নয়াদিল্লিতে বসে আফগান বিদেশমন্ত্রীর পাকিস্তানের উদ্দেশে বাক্যবাণ ছোড়ার মধ্যে সেই গাঁটছড়ার কৌশল স্পষ্ট। ভারতে হিন্দুত্ববাদী শাসক শিবির এমনিতে উঠতে বসতে ইসলাম ও মুসলমানদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেই শাসকরা এখন কট্টর মৌলবাদী তালিবানের হাত ধরে চলার চেষ্টা করেছে। মহিলা সাংবাদিকদের উপেক্ষা করে সেই গাঁটছড়ার ওপর জল ঢেলে দিয়েছিল তালিবানরা। নয়াদিল্লি প্রকাশ্যে বলেছে বটে, ভিনদেশের দূতাবাসের কার্যাবলীতে সরকারের হাত নেই। কিন্তু ঘটনাটির নিন্দায় একটি শব্দও খরচ না করে কাবুলকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কাবুলকে কোনওভাবে চটানো হবে না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে নয়াদিল্লির তরফে কাবুলকে বার্তা দিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে বাধ্য করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহিলাদের উপেক্ষার এই পদক্ষেপকে শুধু সহ্য করা নয়, সমালোচনায় একটি শব্দও খরচ করেনি ভারতের শাসক শিবির। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কূটনৈতিক প্রয়োজনে নারীকে অসম্মানিত হতে দিতে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। এখানেই যেন এক হয়ে যায় দুই বিপরীতমুখী মৌলবাদ।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

সাহিত্যের উত্তরণে বিপণনও জরুরি

বিপণনে ফেরিওয়ালার মতো কৌশলী আগ্রাসী না হলে, বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সাফল্য সীমিতই থেকে যাবে।

অভিষেক ঝা

মোটামুটি পরিচিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারগুলি ঘোষণার সময় বাংলা ভাষার সাহিত্যের বাজারজুড়ে বাৎসরিক একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়। এমনটি বাংলাদেশ ও ভারত দুই রাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সাহিত্য বাজারেই লক্ষ করা যায়। মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষার লেখক ও প্রকাশকরা প্রতি বছর একমত হন যে, অনুবাদ ঠিকমতো হলেই আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কার আসবে ঝুড়ি ঝুড়ি না হলেও, অন্তত এক ব্যাগ। প্রতি বছর রুটিন মাফিক এই চর্চা চলতে থাকে। এবং চর্চা চলতে চলতেই আরেকটি দীর্ঘশ্বাসের সময় এসে পড়ে।

একদম পরিসংখ্যানগতভাবে দেখলে শেষ চার-পাঁচ বছরে বাংলা ভাষার সাহিত্যের জাতীয় ও আন্তর্জার্তিক পরিসরে উপস্থিতি নেহাত ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অমর মিত্রের গল্প 'গাঁওবুড়ো' ২০২২ সালে ও'হেনরী পুরস্কার পেয়েছে। সানিয়া রুশদির 'হাসপাতাল' উপন্যাসটি ২০২৪ সালে স্টেলা পুরস্কার, মাইলস ফ্র্যাঙ্কলিন সাহিত্য পুরস্কার, ভস সাহিত্য পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পেয়েছিল। সাগুফতা শারমিন তানিয়ার লেখা গল্প ২০২১ সালের বিবিসি ছোটগল্প পুরস্কারের দীর্ঘ তালিকায়, ২০২২ সালের কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায়, ২০২২ সালের পেজ টার্নার পুরস্কারের অন্তিম তালিকায় স্থান পেয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে বেশি অর্থমূল্যের সাহিত্য পুরস্কার জেসিবি পুরস্কারের ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বই দুইবার সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন একবার এবং ইসমাইল দরবেশ দীর্ঘ তালিকাভুক্ত হয়েছেন একবার। সুতরাং যতটা নিরাশার ছবি প্রচার করা হয়, এই সমস্ত উদাহরণ দেখলে মনে হয় পরিস্থিতি বোধহয় ততটাও হতাশাজনক নয়। আসলে হতাশাজনক ব্যাপারটি লুকিয়ে রয়েছে অন্যত্র এবং তার কারণেই সার্বিকভাবে বাংলা ভাষার সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বাজারের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে না।

যে সমস্ত সাফল্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রতিটিই লেখক, অনুবাদক এবং অনুবাদকের সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যক্তিগত চেনাজানার ভিত্তিতেই এসেছে। সাহিত্য পুরস্কার জগতের বাজারের সূত্র মেনে বাজারজাতকরণের যে প্রচলিত ধারা রয়েছে সেগুলির সুবিধা কিন্তু এই বইগুলি পায়নি। এই সাফল্যগুলি তাই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সাফল্য হিসাবেই আমরা দেখব। আর ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সাফল্য কখনোই একটি নিয়মিত ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না। এইজন্যই নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষার সাহিত্যের উপস্থিতি বজায়ও থাকে না। একটি ধারাবাহিক নিয়মিত ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল আগ্রাসীভাবে বাজারমুখী হওয়া। মুশকিল হল বাজারমুখী শব্দটি শুনলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে দুটি প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত সরল মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে জনপ্রিয়তাকে অবিচ্ছেদ্য ভেবে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে ফেলেন এবং অপেক্ষাকৃত নার্সিসিস্ট মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে অগভীর হওয়াকে অভিন্ন দেখিয়ে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই দুটি প্রতিক্রিয়াই আসলে একই মানসিকতার এইপাশ আর ওইপাশ।

প্রথম ধরনের মানসিকতার লোকজন আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বাজার সম্পর্কে প্রায় কোনও ধারণা না থাকায় সেইটাকে একমাত্রিক একটি জায়গা ভাবেন। দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতার মানুষেরা আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে খানিক ধ্যানধারণা রাখায় বাজারজাত হওয়ার পর বাজারের নিয়মে বাতিল হওয়ার একটি আশঙ্কায় ভুগতে থাকেন। দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয় ওঠে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চাকারীদের আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা, সুস্পষ্ট ধারণা কখনোই দিতে চায়নি বাংলা ভাষার সাহিত্যের বাজার ব্যবস্থাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন। বিংশ শতাব্দীর দুনিয়ায় সাহিত্যে ইউরোপীয় (আমেরিকাকেও এরই অংশ ধরা যেতে পারে) আধিপত্যবাদ এতটাই নিরঙ্কুশ ছিল যে, সেই আধিপত্যজনিত 'সেভিয়ার-কমপ্লেক্স' থেকেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যকে দলিল-দস্তাবেজ সাহিত্য হিসাবে হলেও কিছুটা জায়গা দিত। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক অপরাধবোধ থেকেও উপনিবেশের সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গা দেওয়া হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। একবিংশ শতাব্দীর সিকি ভাগ পেরোতে না পেরোতে ইউরোপের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে কড়াভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে চৈনিক ও আরব ভাষার দুনিয়া। এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উদার মানবতার ভান প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজার ছাড় দেয়। বাজারে ভালো পুনরাবৃত্তিকে কখনোই বিক্রয়যোগ্য বলে ধরা হয় না। ভালো লেখার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেখানে অন্যরকম লেখা, অন্য ধরনের লেখা। সেই লেখা শৈলীর দিক দিয়ে, ভাষাগত দিক দিয়ে খানিক দুর্বল হলেও কোনও ক্ষতি নেই কারণ বিক্রয়যোগ্যতা যতটা নির্ভর করে 'অন্যরকম' হওয়ার উপর, ততটা নির্ভর করে না নিছক ভালো হওয়ার উপর। এই কারণেই ভারতের যে সাহিত্যের ধারা সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক বাজারে গৃহীত হয়েছে তা হল দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা ভিন্নতাই দলিত সাহিত্যকে বাকি ভারতীয় সাহিত্য ধারার তুলনায় অনেক বেশি বিক্রয়যোগ্য করে তুলেছে।

একটি ধারাবাহিক নিয়মিত ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল আগ্রাসীভাবে বাজারমুখী হওয়া। মুশকিল হল বাজারমুখী শব্দটি শুনলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে দুটি প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত সরল মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে জনপ্রিয়তাকে অবিচ্ছেদ্য ভেবে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে ফেলেন এবং অপেক্ষাকৃত নার্সিসিস্ট মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে অগভীর হওয়াকে অভিন্ন দেখিয়ে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই দুটি প্রতিক্রিয়াই আসলে একই মানসিকতার এইপাশ আর ওইপাশ।

ফলে আন্তর্জাতিক বাজারকে অহেতুক মহিমান্বিত করা কিংবা অকারণে হেয় করার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারবিমুখ হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার সাহিত্য। প্রতিক্রিয়া হিসেবে একইভাবে আন্তর্জাতিক বাজারও বিমুখ হয়েছে বাংলা ভাষার সাহিত্যের প্রতি।

আজকের দুনিয়ায় অ-ইউরোপীয়, অ-চৈনিক এবং অ-আরবীয় ভাষার লেখকদের আন্তর্জাতিক বাজারজাত করা আগের শতাব্দীর চেয়েও একটু কঠিন হয়ে উঠেছে। বলতে এখন বিংশ শতাব্দীর মতো একমাত্রিক একটি পরিসরকে বোঝায় না। আল জাজিরার মতো আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিসর নতুন পরিচয়ভিত্তিক সাহিত্যকে সহজে গ্রহণ করছে, অথচ ধ্রুপদি আঙ্গিকের বাংলা কবিতার জন্য সেই দরজা তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। বাজার আসলে সাহিত্য সমালোচনার চেয়েও নিষ্ঠুর একটা জায়গা।

সাহিত্য সমালোচনা পুরোনো ভালো লেখার নতুন ভালো পুনরাবৃত্তিকে অল্প হলেও

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর লেখার ভিন্নতা তাঁকে আন্তর্জাতিক বাজার পেতে অনেক বেশি সাহায্য করেছিল তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায়। সাম্প্রতিককালে অনুবাদের পর বাংলা ভাষার যে চারজন সাহিত্যিককে নিয়ে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খানিক হলেও চর্চা হয় তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবিমল মিশ্র এবং শহিদুল জহির। চারজনের বিক্রয়যোগ্যতাই কিন্তু গড়েছে তাঁদের লেখার সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ধরনের লেখা হয়ে ওঠায়। সবচেয়ে বড় কথা ভালো লেখার মানদণ্ড যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে সেই মানদণ্ডে এই চারজন কখনোই একসঙ্গে ভালো লেখক বলে বিবেচিতই হবেন না। একসঙ্গে ভালো লেখক হিসাবে বিবেচিত না হলেও, তাঁদের কিন্তু একইসঙ্গে বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠতে আটকাচ্ছে না। বাজার এমনই মজাদার এক পরিসর। এই মজাদার পরিসরে লেখক শুধু ভিন্ন হওয়াটুকু সচেতনভাবে করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব লেখার প্রকাশ, প্রচার, অনুবাদ ও বিপণনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষদের। প্রচারের সময় নিষ্ঠাবান দক্ষ হকারের মতো হেঁকে হেঁকে বারংবার সেই ভিন্নতাকে ঘোষণা না করলে বাজার সেই লেখার দিকে ফিরেও তাকাবে না। বিপণনে ফেরিওয়ালার মতো কৌশলী আগ্রাসী না হয়ে উঠতে পারলে বাংলা ভাষার সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সাফল্য নিছক কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

(লেখক শিক্ষক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক)

আজ

১৮৮৪

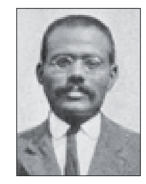

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা হরদয়াল।

১৯৮১

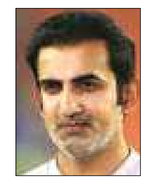

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি অভিনয় চালিয়ে যেতে চাই। আমাকে আরও উপার্জন করতে হবে। মন্ত্রী হয়ে আমার আয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ আমি কখনও মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করিনি। নির্বাচনের একদিন আগেও বলেছিলাম, আমি সিনেমাতেই কাজ করতে চাই। দল আমাকে মন্ত্রী করার প্রয়োজন মনে করেছিল।

- সুরেশ গোপী (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

ভাইরাল/১

নিয়মকানুন সব আমার জানা, এখন আর নতুন করে বোঝাবেন না! 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তে অংশ নিয়ে অমিতাভ বচ্চনকে 'অপমান' ইশিত ভট্ট নামে এক খুদের। সে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। বাড়ি গান্ধিনগরে। নিন্দার ঝড় সামাজিক মাধ্যমে। বিগবি অবশ্য গোটা বিষয়টিকে স্পোর্টিংলি নিয়েছেন।

ভাইরাল/২

টেক্সাসের চিড়িয়াখানায় গোরিলাকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন দুই কেয়ারটেকার। সুযোগ বুঝে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গোরিলা তাঁদের তাড়া করে। কেয়ারটেকারদের একজন পালিয়ে গেলেও অন্যজন গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়েন। গোরিলা তাঁকে খুঁজতে থাকে। কোনও রকমে প্রাণ বাঁচান কেয়ারটেকার।

জনমন

জনমত

বালাসনের চরে গজিয়ে ওঠা বাড়ি নিয়ে পদক্ষেপ করা হোক

গাছপালার প্রাণ আছে এটা তো আমাদের জানাই ছিল। কিন্তু নদীরও যে প্রাণ আছে তা জানা থাকলেও মানুষ একে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। ইদানীং জায়গায় জায়গায় নদীর চোখরাঙানি ভীষণভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এবারে উত্তরবঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিপর্যয় বহু মানুষকে শুধু বেঘরই করেনি, জলের তোড়ে হাতি, গন্ডার, বাইসন, হরিণ এমনকি চিতাবাঘকেও ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের পাশে পোড়াঝাড়েও এবারকার বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেকে। দালালদের খপ্পরে পড়ে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সস্তায় কেনা এই বাসস্থানে মানুষগুলো আজ একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করছেন। রাতের অন্ধকারে নদীর গতিপথ বন্ধ হলে নদী যে ছেড়ে কথা বলবে না সেটা এবার কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শুধু পোড়াঝাড় নয়, একই অবস্থা বালাসন সেতুর কাছেও। সেতুতে দাঁড়িয়ে ডানদিকে তাকালে দেখা যাবে বালাসন নদীর চরে নানান ধরনের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে, এমনকি দু'চারটা বড় বড় দোতলা বাড়িও দেখা যাবে। এবার কোনওদিন যদি বালাসন নদী তার নিজস্ব রূপ ধারণ করে নিজের ক্ষমতা দেখায় সেদিন কী হবে? খোঁজ নিলে জানা যাবে, এখানেও দালালচক্র একই কায়দায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পোড়াঝাড়ের মতো কিছু নির্বোধ মানুষের কাছে জমিগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল। আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা নির্বোধ মানুষগুলো নিজস্ব বাসস্থানের আশায় বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছেন। আমি বালাসন বা মহানন্দার নদীর চরে থাকা বোকা বা নির্বোধ মানুষজনের জন্য চিন্তিত। ভয় হয় সামনের দিনে কখনও মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতা-মন্ত্রী, মেয়র, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ত্রাণ নিয়ে না পৌঁছাতে হয়। শিলিগুড়ির মেয়রের কাছে আবেদন, এখনও সময় আছে সঠিক পদক্ষেপ করুন, তাহলে হয়তো আগামীদিনে এমনভাবে মানুষকে আর হাহাকার করতে হবে না।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ব্যবস্থা নিক বন দপ্তর

৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনজীবন বিপন্ন। জঙ্গল থেকে বহু বন্যপ্রাণী যেমন বাইসন, গন্ডার, হরিণ, কচ্ছপ, অজগর, বুনো শুয়োর বন্যায় ভেসে গিয়ে জীবনের অস্তিত্ব হারিয়েছে। বুনো হাতির পাল জলে আটকা পড়ে যাচ্ছে। বন্যার জলে ভেসে গিয়ে বহু বন্যপ্রাণীর প্রাণহানি ঘটেছে। কিছু কিছু বন্যপ্রাণী ভেসে গিয়ে পাড়ে আটকে রয়েছে।

গরুমারার জঙ্গল থেকে জীবিত অবস্থায় ভেসে আসা বাইসন, গন্ডার পাড়ে আটকে গিয়ে কোনওভাবে বেঁচে রয়েছে। লোকালয়ে চলে আসায় বন্যেরা যেমন বিপদগ্রস্ত, তেমনই সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত। এহেন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা বিষধর সাপ আস্তানা গেড়েছে মানুষের ঘরে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

লোকালয়ে চলে আসায় অত্যুৎসাহী মানুষের অত্যাচারে বুনোরা তিতিবিরক্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে বসছে। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তরের উচিত সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন করা, তেমনই বিপর্যস্ত বুনো জন্তুদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাল্যবিবাহমুক্ত ভারত-২০৩০ কি শুধুই স্বপ্ন?

বাল্যবিবাহকে পুরোপুরিভাবে রুখে দেওয়া সম্ভব। শুধু সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে সম্মিলিত উদ্যোগ চাই।

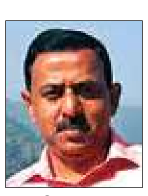

শেখর সাহা

শৈশবের স্বপ্নকে মাটিচাপা দিয়ে কিশোরী বয়সেই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা আজও আমাদের সমাজে এক ভয়াবহ ব্যাধি হয়ে রয়ে গিয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে আলাপ, সামাজিক মাধ্যমের ভার্চুয়াল সম্পর্ক কিংবা পারিবারিক চাপে কচিকাঁচারা হুহু করে জড়িয়ে পড়ছে বাল্যবিবাহের অন্ধকারে। শৈশব বিপন্ন হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান কিশোরী মায়ের সংখ্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সমাজের ব্যর্থতা।

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে শহরের নামী চিকিৎসালয় পর্যন্ত এক চিত্র স্পষ্ট— অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে কিশোরী মায়ের মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বাড়ছে, ঘটছে অস্বাস্থ্যকর ও বেআইনি গর্ভপাত। এই প্রবণতার ফাঁকে মানবপাচার কিংবা ধর্মান্তরণের মতো জঘন্য অপরাধও মাথাচাড়া দিচ্ছে। স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গোটা ভারতে বাল্যবিবাহের হার ২.১ শতাংশ হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা ৬.৩ শতাংশ। ঝাড়খাণ্ডে ৪.৬ শতাংশ। ওড়িশা, বিহার, অসম, ত্রিপুরার মতো পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতেও সংখ্যাটা উদ্বেগজনক। উন্নত রাজ্য কেরলে যেখানে হার ১ শতাংশের কম, সেখানে উত্তরপ্রদেশ-বিহার-অসমের মতো রাজ্যে বাল্যবিবাহ রিপোর্ট হয় না বললেই চলে।

এবার আসি আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কথায়। ভারতের অন্যতম অগ্রগামী সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প কন্যাশ্রী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ এখনও বাল্যবিবাহ রোধে পিছিয়ে। কন্যাশ্রী কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে মহৎ উদ্দেশ্যে— কিশোরীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও বাল্যবিবাহ রোধ। প্রায় ৯৩ লক্ষ কিশোরী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে, প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে প্রায় ১৬ লক্ষ নতুন কিশোরী। এ পর্যন্ত ২ লক্ষের বেশি মেয়ে এককালীন ২৫,০০০ টাকা পেয়েছে। এবছর বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৫৯৩.৫১ কোটি টাকা।

তবুও কেন পালিয়ে বিয়ে বা কম বয়সে বিয়ের প্রবণতা বাড়ছে? সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র পরিবারগুলো সঠিকভাবে সচেতন হয়নি। সামাজিক মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা কিশোরীদের অপ্রস্তুত সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবারে অস্থিরতা, মা-বাবার অক্ষমতা বা অবহেলায় মেয়েরা দিশাহীন হয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্বেষা ক্লিনিকগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। প্রকল্পগুলির যথাযথ মূল্যায়ন ও নজরদারি হচ্ছে না। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অর্থাভাবের কারণে আর আগের মতো সক্রিয় নেই। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকি : কিশোরী মায়েরা শারীরিকভাবে প্রস্তুত নয়, ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুণ বাড়ে। শিক্ষার ক্ষতি : বিয়ে হয়ে গেলে অধিকাংশ মেয়েকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। অপুষ্টি ও দারিদ্র্য : অল্পবয়সি মা ও শিশু দুজনেই অপুষ্টিতে ভোগে, পরিবার দারিদ্র্যের ফাঁদে বন্দি থাকে। সামাজিক অস্থিরতা : লিঙ্গবৈষম্য বাড়ে, সমাজে নারীশক্তির সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

এই সমস্যা মেটাতে হলে কন্যাশ্রী-রূপশ্রীর মতো প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রয়োগ ও মূল্যায়ন আরও শক্ত করতে হবে। মা-বাবা, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি জরুরি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন কঠোরভাবে মানতে হবে। মেয়েদের নিজেদের নেতৃত্ব গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে হবে।

২০১৩ সালে শুরু হওয়া কন্যাশ্রী আজ ১২ বছর পেরিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মেয়ে এর সুবিধা পেয়েছে, তবুও বাল্যবিবাহ এখনও সমাজের বড় চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহের অবসানে ভারত যে অঙ্গীকার করেছে তা পূরণ করতে হলে এখনই আরও সক্রিয় হতে হবে। শুধু সরকার নয়— পরিবার, শিক্ষক, সমাজকর্মী, জনপ্রতিনিধি, এমনকি কিশোরী-কিশোরীরা একসঙ্গে এগিয়ে এলে তবেই বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। যে দূত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পরাজয়ের খবর এনেছে ৩। হাঁচি বা নাক ঝাড়ার শব্দ ৫। নিজের কর্মের ফল ভোগ করা বা নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ৬। ঈশ্বরের উপাসনা, প্রার্থনা ৭। নৌকায় থাকে, এর তেলও হয় ৯। লঘুগুরু বোধ বা কাণ্ডজ্ঞান ১২। ঝঞ্ঝাট বা ঝামেলা ১৩। শান্তির প্রতীক যে পাখি।

উপর-নীচ : ১। বসত বাড়ি বা বাস্তুভিটে ২। চাকরি বা কাজের জন্য বেতন ৩। বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী ৪। সক্ষম, যোগ্য বা দক্ষ ৫। নিজের ছেলে বা পুত্রসন্তান ৭। নদীর জলস্ফীতি বা বন্যা ৮। মধুর সঙ্গে সম্পর্কিত পতঙ্গ ৯। কমতি, খর্বতা বা ক্ষুদ্রতা ১০। আকারে লম্বা বা দীর্ঘ ১১। যা তথ্য দেয় বা জানায়।

সমাধান ■ ৪২৬৪

পাশাপাশি : ১। নিমক ৪। রসুল ৫। মাঘ ৭। নারদ ৮। নোংরামি ৯। জিঘাংসা ১১। পালিত ১৩। পিলু ১৪। মেকুর ১৫। দঙ্গল।

উপর-নীচ : ১। নিশানা ২। করদ ৩। ঝলসানো ৬। ঘরামি ৯। জিলিপি ১০। সারমেয় ১১। পারদ ১২। তরল।

বিন্দুবিসর্গ

২০ ইজরায়েলিকে মুক্তি হামাসের

ট্রাম্প শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রশংসা নেতানিয়াহুর

মুক্তির আনন্দ... হামাসের হেপাজত থেকে মুক্ত ইজরায়েলিরা। নীচে সেই আনন্দে উল্লাস দেশের নাগরিকদের।

তেল আভিভ, ১৩ অক্টোবর : ১,২...৮। আরও এক যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে। আগামী বছর শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনাও জোরালো হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। গাজা যুদ্ধে ইতি টানার জন্য সোমবার সেই ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ইজরায়েলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন দুই ধাপে ২০ জন ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। প্রথম দফায় তারা ৭ জন বন্দিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হাতে তুলে দেয়। দ্বিতীয় দফায় হস্তান্তর করা হয় বাকিদের। রেডক্রসের প্রতিনিধিরা তাঁদের ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের হেপাজতে পৌঁছে দেন। ইজরায়েলি বন্দিদের ফেরত পাওয়ার কথা স্বীকার করে সেদেশের বিভিন্ন জেলে বন্দি প্রায় ১৯০০ প্যালেস্তিনীয়কে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার তেল আভিভ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সস্ত্রীক নেতানিয়াহু ও তাঁর গোটা মন্ত্রীসভা। বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় করেন বহু ইজরায়েলি। ট্রাম্পের সমর্থনে স্লোগান দেন তাঁরা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে চাননি ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। এদিন ইজরায়েলের আইনসভা নেসেটে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইজরায়েলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এখন হোয়াইট হাউসে রয়েছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ইজরায়েলকে সমর্থন করেছেন, আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিতভাবে ইহুদিদের প্রিয় বন্ধু।' তারপর ট্রাম্পের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, 'আপনি যেভাবে এই শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমিও সেইভাবে শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

স্পিকার আমির ওহানা বলেন, 'ট্রাম্পের মতো শক্তিশালী আমেরিকার সাহায্যে ইজরায়েল শান্তি অর্জন করেছে।' ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধে সহায়তার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ভাষণ চলাকালীন একটি মাত্র অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। পার্লামেন্টে এক বামপন্থী সাংসদ

> এই পবিত্র ভূমিতে আজ শান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি এখন শুধু আশাবাদ নয়, এটা বাস্তব
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
>
> ....
>
> ইজরায়েলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এখন হোয়াইট হাউসে রয়েছেন
> **বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু**
>
> ....
>
> এই বন্দি মুক্তি তাঁদের পরিবারের সাহস, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারাবাহিক শান্তি প্রচেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের ফল।
> **নরেন্দ্র মোদি**

নেতাদের প্রয়োজন বিশ্বের।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে বেশ কয়েকবার হাততালির ঝড় ওঠে ইজরায়েলি পার্লামেন্টে। গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আকাশ এখন মেঘমুক্ত। বন্দুকের গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। এই পবিত্র ভূমিতে আজ শান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি এখন শুধু আশাবাদ নয়, এটা বাস্তব। প্যালেস্তাইকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে স্লোগান দেন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে এবং আরও এক সাংসদকে দ্রুত সভা থেকে বার করে নিয়ে যান। ঘটনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন স্পিকার। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি ট্রাম্পও।

গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'দু-বছরের বেশি সময় পর সব বন্দির মুক্তিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুক্তি তাঁদের পরিবারের সাহস, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারাবাহিক শান্তি প্রচেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের ফল।'

এদিন শান্তির দূত হিসাবে ট্রাম্পকে একটি সোনার তৈরি পায়রা উপহার দিয়েছেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম প্রস্তাব করেন তিনি। বন্দিরা ফিরে আসায় খুশির হাওয়া ইজরায়েলে। দেশের নানা জায়গায় স্ক্রিন খাটিয়ে ইজরায়েলিদের ঘর ওয়াপসির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ফিরে আসা বন্দিদের জন্য বেশ কিছু উপহার তৈরি রেখেছেন নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী সারা। তার মধ্যে রয়েছে পোশাক, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ও একটি মোবাইল ফোন। ইজরায়েল থেকে মিশরের শার্ম আল শেখে গাজা শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন ট্রাম্প। তবে এত কিছুর পরেও ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে।

পাক-কাবুলের যুদ্ধ বন্ধে নজর মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ১৩ অক্টোবর : ভারত-পাকিস্তানকে এক পংক্তিতে ফেলার নীতি নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে পহলগাম হামলার জেরে দু-দেশের মধ্যে যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, তাতে রাশ টানার জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানান, ভারতের ওপর করের হার বাড়িয়ে ২০০ শতাংশ করার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই নাকি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়। যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান। বর্তমানে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করছে আমেরিকা। দিল্লিকে চাপে রাখতে সেই হার ৩-৪ গুণ বাড়াতে তিনি যে পিছপা হবেন না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প।

> যুদ্ধ থামানোর কাজটা আমি ভালোই করতে পারি। এটা অষ্টম যুদ্ধ (ইজরায়েল-হামাস), যা আমি থামিয়েছি। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা শুনেছি। দেশে ফিরে ওটাও থামিয়ে দেব।
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

সোমবার ওয়াশিংটন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলায় পুরোনো সুর। ট্রাম্প জানান, ব্যক্তিগতভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। বিশ্বে শান্তি বজায় রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্ধ করার পর এখন তাঁর মনোযোগ পাক-আফগান সংঘর্ষ থামানোর দিকে। তাঁর কথায়, 'যুদ্ধ থামানোর কাজটা আমি ভালোই করতে পারি। এটা অষ্টম যুদ্ধ (ইজরায়েল-হামাস), যা আমি থামিয়েছি। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা শুনেছি। দেশে ফিরে ওটাও থামিয়ে দেব।'

ভারতের উদ্দেশে ট্রাম্পের প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তা, 'শুল্ক আমাদের কূটনৈতিক এবং দরকষাকষির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। আমি শুল্ককে কাজে লাগিয়ে একাধিক যুদ্ধ বন্ধ করেছি। ভারত-পাকিস্তান এর উদাহরণ। আমি বলেছিলাম, তোমাদের কাছে পরমাণু

৪ গুণ শুল্কের হুমকিতে 'সংযত' ভারত!

অস্ত্র রয়েছে। তোমরা যদি যুদ্ধ করো, তাহলে তোমাদের দু-দেশের ওপর ১০০, ১৫০ বা ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাব।' তাঁর কথায়, 'ওদের বলেছিলাম, আমি শুল্কের নতুন হার কার্যকর করছি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ছিলাম। যদি আমার কাছে শুল্ক-অস্ত্র না থাকত, তাহলে কখনোই এই যুদ্ধ থামানো যেত না।'

নোবেল সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প কার্যত নোবেল কমিটির অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা পাওয়া সম্মানের ব্যাপার। আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছি। নোবেল কমিটি সংগতভাবে ২০২৪ সালের অবদানের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করেছে। আমি নোবেল পাওয়ার জন্য কিছু করিনি। যা করেছি সেটা শুধু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য।'

আসন বণ্টনে গোপন বৈঠক কংগ্রেস ও আরজেডি'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার এনডিএ আসনবণ্টন করে ফেলেছে। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-একাধিক দফায় বৈঠক করল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেনুগোপালের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গোপন বৈঠক করেন তেজস্বী যাদব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষ্ণ আল্লাভারু, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ রাম, কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ খান সহ আরও অনেকে। প্রথমে রাহুল গান্ধির সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও পরে কেসি বেনুগোপালের সঙ্গেই বৈঠক করেন তেজস্বী যাদব।

বিশেষ করে যেসব আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে চায়, সেই আসনগুলি নিয়েও আরজেডি আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানা গিয়েছে। বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র মুকেশ সাহানীর দাবিদাওয়াও আলোচনায় উঠে এসেছে। তেজস্বীর বৈঠকের আগে বিহার কংগ্রেস নেতারা বেনুগোপাল, স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারম্যান অজয় মাকেন ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। পরে কংগ্রেস নেতা রাজেশ রাম জানিয়েছেন, বিহার নেতারা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। রাহুল তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন, আসন বণ্টন আলোচনায় দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে। সূত্রের খবর, মহাগঠবন্ধন-এর আসন বণ্টনের রূপরেখা প্রায় তৈরি। তবে খাড়গে, রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবের চূড়ান্ত বৈঠকের পরেই তা ঘোষণা করা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে, আসন বণ্টনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে বিহারের রাজধানী পাটনায়।

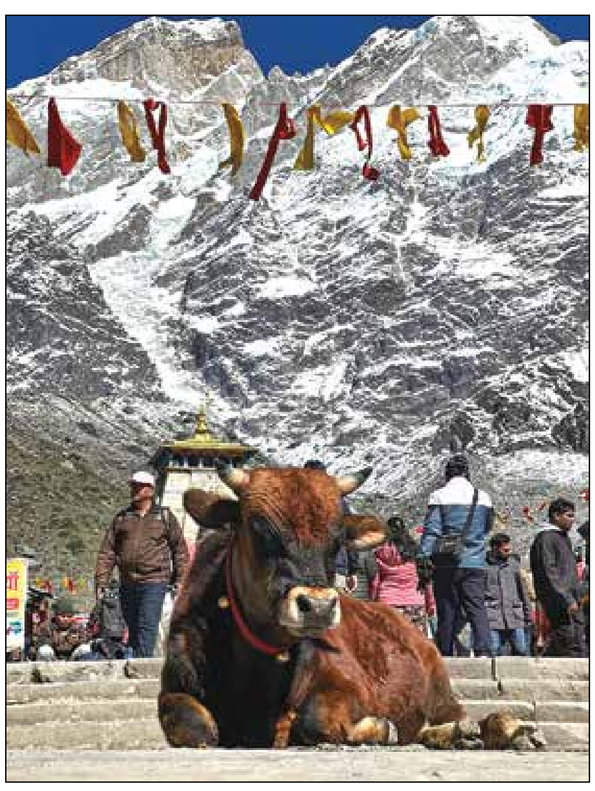

খানিক বিশ্রামে... *সোমবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে।*

সিবিআই তদন্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অভিনেতা, রাজনীতিবিদ তথা টিভিকে প্রধান বিজয়ের দলীয় সমাবেশে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব সোমবার সিবিআইকে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, দেশের নাগরিকদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়া জানিয়েছেন, তদন্ত করবে তিন সদস্যের একটি কমিটি। এর শীর্ষে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগি। সর্বোচ্চ আদালত রাস্তোগিকে দু'জন আইপিএস অফিসার বাছাই করতে বলেছে। আইপিএস অফিসাররা তামিলনাড়ু ক্যাডারের হতে পারবেন, কিন্তু তামিল হওয়া যাবে না।

মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় কারচুপির ইস্যুতে সিট গঠন করে তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন রোহিত পান্ডে নামে এক ব্যক্তি। সোমবার শীর্ষ আদালত তাঁর আর্জি নাকচ করল।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানিয়েছে, 'মামলাকারী যেখানে খুশি যেতে পারেন। এখানে জনস্বার্থ মামলা শোনা হবে না। আবেদনকারী চাইলে নির্বাচন কমিশনে যান।'

তল্লাশি ইডি'র

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর : বিষাক্ত কাশির সিরাপে ২২ জন শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তামিলনাড়ুর চেন্নাই এবং কাঞ্চিপুরমের অন্তত সাতটি জায়গায় ব্যাপক তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার ইডি-কর্তারা হানা দেন কোল্ডরিফ সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা শ্রীসান ফার্মার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি এবং তামিলনাড়ুর ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের পদস্থ কর্তার বাড়িতে।

নিয়োগে সময়সীমা বাঁধল না সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আর হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগ প্যানেল ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে নতুন করে মামলা চলতে পারে না।

মামলাকারীদের দাবি ছিল, শিক্ষক নিয়োগের মতোই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগেও সময়সীমা নির্ধারণ করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে। এদিন শীর্ষ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে, ' নতুন করে কোনও মামলার আবেদন শোনা হবে না। পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, একই বিষয়ে বারবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না।' তবে ভবিষ্যতে যদি নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে মামলা করা যেতে পারে।

এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল। 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' আখ্যা দিয়ে বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন, কেবলমাত্র যাঁরা

গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি

'অযোগ্য নন', তাঁদেরই আপাতত স্কুলে পড়াতে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশ কেবল শিক্ষক নিয়োগে প্রযোজ্য ছিল। এর প্রেক্ষিতে গ্রুপ সি ও ডি চাকরিপ্রার্থীরা একইভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন, যা সোমবার সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।

রাজীব কুমার মামলা
প্রশ্ন সিবিআইকে

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : সারদা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সোমবার সেই মামলায় শীর্ষ আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ৬ বছর পর এই মামলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যের পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তে তেমন গতি নজরে আসেনি। রাজীব কুমারকে জেরাও করা হয়নি।

সিবিআইয়ের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ৬ বছর পর এলেন কেন? জবাবে মেহতা বলেন, 'এটি শুধু আগাম জামিনের ব্যাপার নয়। সিবিআই তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমরা ছয় বছর পর আগাম জামিন নিয়ে কিছু বলছি না, কিন্তু সিবিআই আধিকারিকদের কাজে বাধা এসেছে।' একই সঙ্গে আদালত অবমাননার ব্যাপারেও শুনানির আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি পালটা বলেন, 'আমরা তো নোটিশ জারি করেছিলাম। ৬ বছর ধরে কী করছিলেন? এতদিন মামলা ঝুলিয়ে রাখার কারণ কী?' মেহতা বলেন, 'কেন মামলা ঝুলে রয়েছে? গোটা বিষয়টা জানলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

রাজীব কুমারের আইনজীবী পালটা সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেলের মানহানি করতেই নতুন করে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ৬ বছরে রাজীব কুমারকে একবারও তলব করেনি সিবিআই। তদন্তের কাজে তাঁর মক্কেল সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এখন তাঁকে হয়রান করতে মামলার বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে সিবিআই। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত।

ভোটের আগে লালুদের চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের মুখে অস্বস্তি বাড়ল লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের তো বটেই, এমনকি আরজেডিরও। বিহারে নির্বাচন দোরগোড়ায়। এবার রাজ্যে পালাবদলের ব্যাপারে আশাবাদী আরজেডি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট। তার আগে আইআরসিটিসি দুর্নীতি মামলায় লালু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে দিল্লির একটি আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো নানা অভিযোগ উঠে এসেছে দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লালু। সোমবার আইআরসিটিসি দুর্নীতি মামলায় লালু, তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। এছাড়া 'জমির বিনিময়ে চাকরি' মামলাতেও লালুর পরিবারের নাম জড়িয়েছে। দুই মামলাতেই তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ঘুষ নেওয়ার পক্ষে জোরালো প্রমাণ না মিললেও এই দুই মামলায় সরাসরি আর্থিক সুবিধা পেয়েছে লালুর পরিবার। যদিও লালু সহ সকলেই নিজেদের 'নির্দোষ' বলে দাবি করেছেন। রাবড়ি এবং তেজস্বী একসুরে জানিয়েছেন, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই 'মিথ্যা' মামলায় আমাদের ফাঁসানো হয়েছে।'

আর মাত্র কয়েকটা দিন পর দীপাবলি। তার আগে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে মুম্বইতে।

শুনানি পিছোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সংক্রান্ত মামলার শুনানি আবারও পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার নির্ধারিত শুনানির দিন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সময় চেয়ে আবেদন জানান। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির শুনানি হবে ২৭ অক্টোবর। পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছর ধরে কার্যত বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রের 'মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প' বা ১০০ দিনের কাজ। এই নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলছে।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৪২

কেপ টাউন, ১৩ অক্টোবর : ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকায়। রবিবার রাতে জিম্বাবোয়ে থেকে যাত্রী বোঝাই বাসটি আসছিল। লিমপোপো প্রদেশের পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের। সকলে জিম্বাবোয়ে ও মালাউইয়ের বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা ও ৭টি শিশু রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দুর্ঘটনার খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তদন্ত চলছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা।

মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ১.৫৪

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আরও নামল মূল্যবৃদ্ধির হার। সোমবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস (এনএসও) জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ১.৫৪ শতাংশ। যা গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূলত তেল, ফল, ডাল সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম কমায় মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে। শাকসবজির দাম সেপ্টেম্বরে ২১.৩৮ শতাংশ কমেছে। ডাল জাতীয় খাদ্যপণ্যে দাম কমেছে ১৫.৯২ শতাংশ। সবমিলিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম অনেকটাই কমেছে। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার অগাস্টের (৫.৭ শতাংশ) তুলনায় বেড়ে ৯.২ শতাংশ হয়েছিল। এবার তাই বেস প্রাইসের সুবিধা নিয়ে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও কম দেখিয়েছে। অক্টোবরের ঋণনীতিতে চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ২.৬ থেকে ৩.১ শতাংশে থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

অর্থনীতিতে নোবেল তিন গবেষকের

স্টকহোম, ১৩ অক্টোবর : এবারের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন দিকপাল গবেষক— জোয়েল মোকির, ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট। প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতি কীভাবে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, সেই যুগান্তকারী গবেষণা ব্যাখ্যা করার জন্য রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁদের এই সম্মানে ভূষিত করেছে। এই তিন অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন, উদ্ভাবন এবং নতুনত্বের পথে হেঁটে কীভাবে মানবজাতি যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্যকে জয় করে সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

নোবেল পুরস্কারের অর্ধেকটা পেয়েছেন জোয়েল মোকির, যিনি দেখিয়েছেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে ক্রমাগত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য ঠিক কী কী শর্ত বা পরিবেশ প্রয়োজন। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, সমাজে যখন জ্ঞান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিবর্তনের প্রতি সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি থাকে, তখনই উদ্ভাবন গতি পায়।

জোয়েল মোকির, ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট।

অন্যদিকে, পুরস্কারের বাকি অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছেন ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট। তাঁদের গবেষণার মূল ভিত্তি হল 'সৃজনশীল বিনাশ' তত্ত্ব। এই তত্ত্বে তাঁরা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনীতিতে নতুন ও উন্নত উদ্ভাবন আসে এবং পুরোনো প্রযুক্তি ও শিল্পগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। এই প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতিকর মনে হলেও, এটিই দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও প্রগতিকে চালিত করে।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, এই তিন গবেষকের কাজ নীতি নির্ধারক এবং অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁদের গবেষণা থেকে স্পষ্ট, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এড়াতে হলে বাজারের একচেটিয়া প্রবণতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক বাধাগুলিকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এই পুরস্কার আবারও প্রমাণ করল যে, উদ্ভাবন কেবল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণশক্তি।

স্বার্থপর
অর্থের লড়াই, স্মৃতির লড়াই

মা-বাবার স্মৃতি বনাম অর্থ। প্রতিপক্ষ ভাই-বোন। লড়াই গড়ায় আদালতে। অপর্ণা চরিত্রে কোয়েল মল্লিক। পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর প্রথম ছবি। বহুদিন পর পর্দায় আইনজীবীর চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক। বাড়ি মানে কি শুধুই ইট-কাঠের কাঠামো নাকি আজন্মলালিত স্মৃতি? শিকড় উথালপাতাল করা ছবির কথায়
শবরী চক্রবর্তী

বাড়ি মানে কি শুধু ইট-কাঠের কাঠামো নাকি নেহাতই মাথা গোঁজার জায়গা? বাড়ি মানে কি আদরের শৈশব, ভাইবোনের খেলা, খাওয়া, ঝগড়া, ভাইফোঁটা, আর দরজা-জানলা-সিঁড়িতে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া মা-বাবার আজন্মলালিত স্মৃতি নয়? তাকে কি এমন করে ঘাড় ধরে বিক্রি করে দেওয়া যায়? এরকমই চেনা অথচ চিরকালীন প্রশ্ন নিয়ে অন্নপূর্ণা বসুর প্রথম ফিচার ফিল্ম 'স্বার্থপর'।

সুরিন্দর ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত ছবির প্রধান ভূমিকায় কোয়েল মল্লিক। ছবির বড় প্রাপ্তি সৎ আইনজীবীর ভূমিকায় রঞ্জিত মল্লিক। আছেন কৌশিক সেন, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী প্রমুখ। ২১ অক্টোবর ছবির মুক্তি। অতি সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী সহ মিউজিক কম্পোজার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, গায়িকা ইমন চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর কথায়, 'এটি আমার প্রথম ছবি। ছবিতে দেখাতে চেয়েছি, একটা বাড়ি শুধু সম্পত্তি হিসেবেই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগকেও উত্তরাধিকার সূত্রেই আমরা পাই। এই আবেগকে কীভাবে বাড়ির মেয়ে ধারন করে, তাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করে, এই বাড়িতে বড় হওয়া ভাইবোনের ভালোবাসা কীভাবে সব সৌন্দর্য হারিয়ে কদর্য একটা জায়গায় চলে যায় তাই ছবির বিষয়। এটা সব বাড়ির গল্প, প্রায় সব ভাইবোনের গল্প।'

ছবিতে কোয়েল চরিত্রে অপর্ণা। তিনি বলেন, 'ট্রেলার প্রকাশের পর থেকে অনেক কমেন্ট পাচ্ছি যে, এটা তো আমাদের বাড়ির গল্প। এই ছবির সবথেকে বড় আকর্ষণ এটাই। আমার মনে হয়, ভাইবোনের সম্পর্কের এই দিকটা নিয়ে এরকম ছবি আগে বোধহয় হয়নি। কেন হয়নি, জানি না। খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। আমার ভাগ্য এরকম ছবির অংশ হতে পেরেছি। ছবির ভিতর একটা সততা আছে, যেটা প্রত্যেক ফ্রেমে বোঝা যাচ্ছে। আর এই সততার জন্যই ছবিটা করেছি। অন্নপূর্ণা বা চিত্রনাট্যকার সদীপ খুব প্রতিভাবান, খুব যত্ন নিয়ে গল্প আর চিত্রনাট্যটা লিখেছে। খুব কষ্ট হয়েছে ছবিটা করে। অপর্ণাকে ফিল করেছি। কষ্ট করতে হয়নি, এমনিই চরিত্রে ঢুকে গিয়েছি। অপর্ণার আত্মসম্মানের জায়গায় ঘা দিয়েছে এই বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্তটা। আমি সমঝোতা করি না, অপর্ণাও করেনি। অনেকদিন পর বাবার সঙ্গে কাজ করলাম। এটা উপরি পাওনা।'

রঞ্জিত মল্লিক অনেকদিন পর আবার বাংলা ছবিতে। তিনি সৎ আইনজীবীর ভূমিকায়। তিনি ছবি প্রসঙ্গে বলেন, 'গল্পটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। ভাইবোনের গল্প, কত ভালোবাসা থাকে ওদের মধ্যে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন সম্পর্কই নষ্ট হতে বসে। বাবার বাড়ি, এখানে বোনের কোনও লোভ নেই। কিন্তু মা-বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, বোনের একটা সেন্টিমেন্ট আছে, সেটা দাদা বোনকে জিজ্ঞাসা না করেই বিক্রি করে দিল? দাদা আর বোন দুজনেই ঠিক। দাদার টাকার দরকার, বোনেরও দরকার, তার সঙ্গে সে মা-বাবার আবেগকে বাঁচাতে চাইছে। বিষয়টা খুব ভালো লেগেছে। ছবিতে আমি উকিল। চরিত্রটি ১০০ শতাংশ সৎ। আর একটা কথা, এই ছবিটা ১০০ শতাংশ বাংলা ছবি। সেই বাংলা সেন্টিমেন্ট, চালচলন আবার পর্দায়। এখন যেসব বাংলা ছবি হয়, আমার ভালো লাগে না, বাংলা ছবির সেই নিজস্বতা এগুলোতে নেই। কিন্তু অন্নপূর্ণা বা সদীপ এত সুন্দর করে লিখেছে, যে স্বার্থপর সেই পুরনো বাংলা ছবির স্বাদ এনে দেবে।'

ছবির আর এক প্রধান অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী। তিনিও আইনজীবী এবং রঞ্জিত মল্লিকের প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন, 'ছবিতে ভাইবোনের দ্বন্দ্বকে অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। আবার এদের পাশে থাকা অন্য চরিত্রগুলো কীভাবে এদের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে, তাকেও অন্য আলোকে দেখানো হয়েছে। রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য পুরো টিমকে অনেক ধন্যবাদ। সব চরিত্রে একটা লেয়ার আছে। এটা অভিনেতাদের কাছে বড় পাওনা।'

আদ্যন্ত বাংলা ছবি বলে অভিভূত মিউজিক কম্পোজার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'অনেক দিন পর একটা বিশুদ্ধ বাংলা ছবি আসছে, আপনারা দেখবেন।' উপস্থিত ছবির গায়িকা ইমন চক্রবর্তী এবং স্বয়ং জিৎ ছবির দুটি গান উপস্থাপনা করেন। জিৎ-এর গাওয়া 'বল মন' বাস্তবিকই শ্রুতিসুখকর।

প্রায় সকলেই বাংলা ছবির হারানো দিন ফিরে আনার দাবি করলেন 'স্বার্থপর' মারফত। কতটা ফিরল, কতটা পরবর্তীতে এই ধাঁচের ছবি আরও আসার পথ তৈরি করল এই ছবি, তা জানা যাবে ২১ অক্টোবর।

সলমন খানের সপাট জবাব

সলমন খান চটেছেন। না, এমনিতে তাঁর রাগটা বিশেষ বোঝা যায় না। কারও নামে সরাসরি নিন্দেমন্দ করেন না। কিন্তু পরিচালক এ আর মুরুগাদুস তাঁর নামে অভিযোগ এনেছেন যে, রাত ৯টায় 'সিকন্দর' ছবির সেটে আসতেন সলমন খান। সেইজন্যে এই ছবিটা ঠিক করে দাঁড়াল না। তিনি নিজের মতো করে ছবিটা তৈরি করতে পারলেন না।

এ কথা শুনেছেন সলমন খান। এক সাক্ষাৎকারে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সলমন হাসতে হাসতে বলেন, সে সময় তাঁর পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু মুরুগাদুস নিজেই এই ছবি থেকে মাঝপথে সরে গিয়ে দক্ষিণের একটা ছবিতে হাত দিয়ে ফেললেন। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা, মানে যিনি প্রযোজক, তিনিও সরে গেলেন। তার পরও ছবি হিট হবে?

শুধু তাই নয়, সলমন খান আরও জানিয়েছেন, 'মাধারাসি' নামে মুরুগাদুসের সাম্প্রতিক যে ছবি, তার অভিনেতা তো সকাল ৬টায় সেটে আসতেন। তাই কি সেই ছবিটা 'সিকান্দার'-এর থেকে আরও বড় ব্লকবাস্টার হয়েছে?

প্রসঙ্গত, এই 'মাধারাসি' ছবিটি দক্ষিণের সিনেমা হলে খুঁজেই পাওয়া যায়নি ঠিক করে।

শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন সলমন

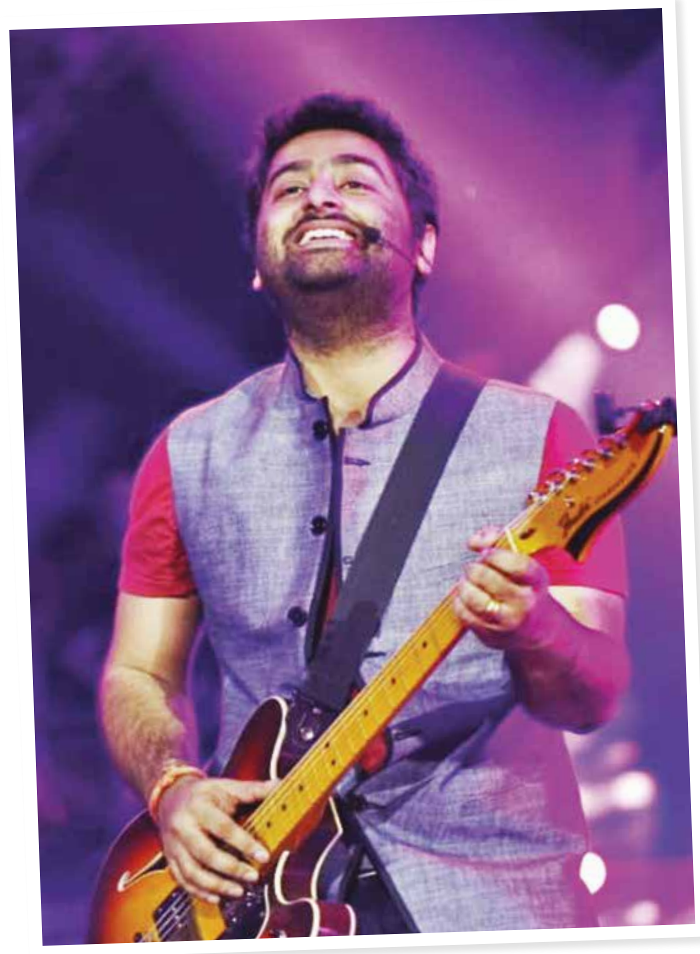

অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে সলমন খানের শত্রুতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, মিয়াঁ চুপ করেই ছিলেন। এতদিনে তিনি এই বিষয়ে কথা বললেন। বিগ বস ১৯-এ কমেডিয়ান রবি গুপ্তাকে তিনি বলেন, 'অরিজিৎ আমার খুব ভালো বন্ধু। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল আর সেটা হয়েছিল আমার তরফেই। এরপরেও ও আমার ছবিতে গান করেছে। টাইগার ৩-এ করেছে, ব্যাটল অফ গালওয়ান ছবিতেও করেছে।'

প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৪ সালে, স্টার গিল্ড অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে। সলমন ছিলেন অন্যতম সঞ্চালক। অরিজিতের নাম সেরা গায়ক হিসেবে ঘোষণার বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি খুবই সাধারণভাবে মঞ্চে আসেন, খুবই ক্লান্ত লাগছিল তাঁকে। কারণ পরপর অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে অরিজিতকে।

সলমন তাঁকে বলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? অরিজিৎ বলেন, আপনারাই ঘুম পাড়িয়ে দিলেন! এই কথা মজা করে বললেও সলমন ভালোভাবে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে বজরঙ্গী ভাইজান, কিক ইত্যাদি ছবি থেকে অরিজিতের গান বাদ যায়, জল্পনা শুরু হয় সলমন এই কাজ করেছেন। পরে অরিজিৎ সলমনের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান, তাতেও বরফ গলেনি। এতদিন পর সলমন জানালেন ভুলটা তিনিই বুঝেছিলেন!

সেরার পুরস্কার উৎসর্গ অ্যাশ, আরাধ্যাকে

২৫ বছরের কেরিয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন অভিষেক বচ্চন, ছবি আই ওয়ান্ট টু টক। সেই সেরার শিরোপা উৎসর্গ করলেন তিনি স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও মেয়ে আরাধ্যাকে। ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পুরস্কার নেবার সময় দর্শকাসন থেকে তাঁকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানানো হয়। দৃশ্যতই আবেগতাড়িত অভিষেক বলেন, 'কতদিন ধরে এই কথাগুলো আমি প্র্যাকটিস করেছি এখানে দাঁড়িয়ে বলব বলে। পরিবারের সামনে এই পুরস্কার নেওয়া আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি। আমি স্ত্রী ঐশ্বর্য ও মেয়ে আরাধ্যাকে ধন্যবাদ দেব আমার স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য। অনেক বলিদান আছে ওদের। এই ছবি বাবা আর মেয়ের। আমার পুরস্কার আমি আমার এক হিরো আমার বাবাকে, আর অন্য হিরো আমার মেয়েকে উৎসর্গ করতে চাই।' ছবির পরিচালক সুজিত সরকার। ছবির বিষয়বস্তু—অর্জুন সেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের দৌড়ে নেমেছে, যখন তার আয়ু মাত্র ১০০ দিনের। এই পথে তার সঙ্গী তার ৭ বছরের মেয়ে। এই অর্জুনই হয়েছেন অভিষেক।

একনজরে সেরা ৫

রাঘব, আলিজেহ একসঙ্গে

রাঘব জুয়েল ও সলমন খানের ভাগ্নি আলিজেহ অগ্নিহোত্রী একসঙ্গে ছবি করবেন। পরিচালক বিকাশ বহেল। তিনি ২০১৪ সালের ফ্রেঞ্চ-বেলজিয়ান কমেডি ছবির ভারতীয় ভার্সান বানাচ্ছেন। এই কমেডি ছবির কেন্দ্রে আছে এক বধির পরিবারের একমাত্র শ্রবণশক্তির অধিকারিণী কন্যা, যে পরিবারের ব্যবসা সামলানোর পাশে গায়িকা হবার স্বপ্ন পূরণের লড়াই করছে। রাঘবের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

ধুরন্ধরের গান

রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ছবির গান না দে দিল পরদেশি মুক্তি পাবে ১৫ অক্টোবর। শোনা গিয়েছিল, ছবি নির্ধারিত ৫ অক্টোবর মুক্তি পাবে না—নির্মাতাদের বক্তব্য, এই গান সেই জল্পনায় জল ঢালবে, ছবি সম্বন্ধে দর্শকও আরও বেশি জানতে পারবেন। ছবিতে আছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্নাও।

প্রতিনিধি কৃতি

বার্লিনের ওয়ার্ল্ড হেলথ সামিটে ভারতীয় প্রতিনিধি হচ্ছেন কৃতি শ্যানন। বিশ্বের তাবড় নেতা, পলিসি মেকারদের সঙ্গে তিনি বিশ্ববলয়ে নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন এবং এই পর্যায়ে কিভাবে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া যাবে, তাও দেখবেন। ভারতীয় সেলেবদের মধ্যে এর ফলে তিনি একটি মানদণ্ড স্থাপন করলেন।

তুলসী আর পার্বতী

কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থির তুলসী আর ঘর ঘর কি কহানি-র পার্বতীর দেখা হবে। দুটিরই নির্মাতা একতা কাপুর। নির্মাতাদের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, পার্বতী আর তুলসীর দেখা হবে। ২৫ বছর পর আবার তুলসী বা স্মৃতি ইরানি ও পার্বতী বা সাক্ষী তনওয়ার-এর দেখা হচ্ছে।

রিমেকে অক্ষয়

২০২৪ সালের সবথেকে বড় তেলুগু হিট ভেঙ্কটেশ অভিনীত সংক্রানথিকি বাস্তুনাম-এর হিন্দি রিমেক করবেন অক্ষয় কুমার। প্রযোজক দিল রাজু এই খবর নিশ্চিত করে বলেছেন, বিশিষ্ট পরিচালককে নির্বাচন করা হচ্ছে পরিচালনার জন্য। ছবিতে এক পুলিশ, অপরাধীকে ধরতে যায়। সঙ্গে যোগ দেয় তার স্ত্রী ও প্রাক্তন প্রেমিকা। আবারও কমেডিতে নিজের আধিপত্য দেখাতে আসছেন অক্ষয়।

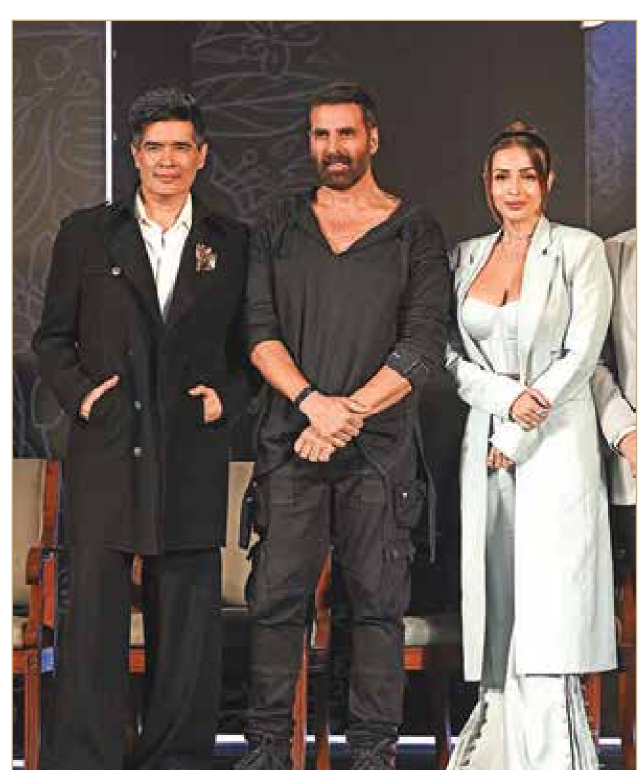

একটি রিয়েলিটি শো নিয়ে মুম্বইয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার সঙ্গে অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও মালাইকা অরোরা।

বিশাল রেকর্ডের অপেক্ষায়

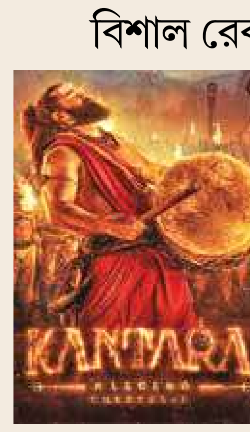

মাত্র এগারো দিনের দৌড়। এর মধ্যেই সারা দেশ থেকে ৬০০ কোটি টাকার বক্স অফিস ব্যবসা তুলে নিল 'কান্তারা চ্যাপ্টার ১'। ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ছবি হয়তো আরামসে ৬৫০ কোটি টাকাও তুলে নিতে পারবে। অন্তত তার দৌড় তো সেরকমই। এখনো অবধি এ বছরের সবচেয়ে সফল বক্স অফিসের তালিকায় রয়েছে 'ছাবা'। তার পকেটে এসেছে ৬৯০ কোটি টাকা। কিন্তু তাকেও হারিয়ে দেওয়ার জন্যে আর মাত্র কয়েকটাই শো বাকি। 'কান্তারা' টিম একদম নিশ্চিন্ত।

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ারের ঘাগড়া এলাকার বাসিন্দা ৮ বছর বয়সি অস্মিতা সূত্রধর তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্য, অঙ্কন ও সংগীতে পারদর্শী।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালীপুজোর সেই ভয়ংকর রাত আজ পরিণত হয়েছে রঙিন উৎসবে। ঢাকের তালে আর ভয়ের রেশ নেই। আছে আনন্দ, আছে আলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মুখ, সাজগোজে নানা পরিবর্তন আনা হয়েছে। রূপান্তরের এই গল্পে নানা জনের নানা মত। কেউ ভয়ে ভক্তি খোঁজেন। কেউ আবার দেবীকে ভালোবাসা দিয়ে দেখাকেই আদর্শ বলছেন।

উন্মত্ত রাগের বদলে দেবীর মুখে কোমল হাসি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : সে কী ভয়ংকর দৃশ্য। এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। কালী ঠাকুরের মুখে রক্তের মতো লাল রং, দাঁতগুলো যেন ঝলসে উঠছে আলোয়, আর তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে ডাকিনী ও যোগিনী। তাদের গলায় মুণ্ডমালা, চোখ দুটো রক্তচক্ষুর মতো জ্বলছে। 'আমি তখন ৪-৫ বছরের হব। ঠাকুর দেখে এমন ভয় পেয়েছিলাম যে মা-এর আঁচল না ধরলে এক পা-ও নড়তে পারছিলাম না', এদিন সেই কাহিনীই শোনালেন নিউটাউনের বাসিন্দা বিপ্লব ঘোষ (৩৫)।

একই কথা বললেন নন্দিনী বর্মন, যাঁর ছোটবেলা কেটেছে সলসলাবাড়ি গ্রামে। তাঁর কথায়, 'আমাদের পাড়ার কালী ঠাকুরের সামনে তখন রক্তমাখানো কুমড়ো রাখা হত। ডাকিনী-যোগিনীর মুখে লাল রঙে রক্তের দাগ আঁকা থাকত। আমি এত ভয় পেতাম যে দূর থেকে ঠাকুর দেখতাম। রাতে ঘুমোতাম আলো জ্বেলে।'

মায়ের রূপ দেখে আগে এমন ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ কালী মা-কে দেখা হত ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবী হিসেবে। ভয়ংকর অথচ মমতাময়ী। সেই ভয়ের মধ্যেই ছিল ভক্তি, ছিল অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান।

কিন্তু সেই কালীরূপ এখন অনেকটা বদলে গিয়েছে। এখনকার কালী ঠাকুরের মুখে নেই আগেকার সেই উন্মত্ত রাগ। চোখে নেই আগুন, বরং রয়েছে এক ধরনের শান্ত আলো। গলায় মুণ্ডমালা থাকলেও সেটি এখন গয়নার মতো, ভয়ংকর নয়- শৈল্পিক। এই বদল সম্পর্কে আলিপুরদুয়ারের মৃৎশিল্পী গোপাল পাল বললেন, 'আগে মূর্তি গড়ার সময় লক্ষ্য থাকত কালী যেন ভয় দেখায়। রক্তচক্ষু, দাঁত বেরিয়ে আছে, চুল এলোমেলো। এখন মায়ের মুখে দিই কোমল হাসি, চুলে দিই সাজানো জটা, চোখে টানি কাজল।'

এখন কালী ঠাকুরের সাজসজ্জা প্রায় দুর্গার মতোই। গয়না, মুকুট, এমনকি চূড়াতেও এসেছে আধুনিক ছোঁয়া। আগে ডাকিনী-যোগিনীর মুখে ছিল উন্মত্ততা, এখন তাদের মুখেও শান্ত ভাব।

বাবুপাড়ার বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অর্ণব দে'র কথায়, 'আমাদের পাড়ার কালী ঠাকুর একদম সুন্দর। আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি। একটুও ভয় পাই না।' ছয় বছরের রূপসা সরকার বলে, 'কই ঠাকুরের চোখে তো লাল আলো জ্বলে না, বরং ঠাকুর তো হাসে। আমি তো পুজোর সময় প্রতিদিন ফুল দিতে যাই আমাদের বাড়ির সামনে মন্দিরে।'

তবে এই পরিবর্তনটা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন অনেকেই।

আগে ঠাকুর দেখলে শিশুরা কাঁদত। এখন তারা আনন্দ পায়। দেবীকে ভয় নয়, ভালোবাসা দিয়ে দেখাই এখনকার শিক্ষা, বলছেন অভিভাবক সুস্মিতা দে।

তবুও কিছু মানুষ আক্ষেপ করেন সেই পুরোনো রূপ হারানোর জন্য। ৬৫ বছরের প্রতিমা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কালী মা মানে তো ভয়। সেই ভয় থেকেই ভক্তি জাগত। এখনকার ঠাকুরের মুখে সেসব নেই। আগের সেই শিহরন জাগানো অনুভূতিটাও নেই।'

ভয়ের রেশ উধাও

- আগে মূর্তি গড়ার সময় লক্ষ্য থাকত কালী যেন ভয় দেখায়
- রক্তচক্ষু, দাঁত বেরিয়ে আছে, চুল এলোমেলো
- এখন কালী ঠাকুরের সাজসজ্জা প্রায় দুর্গার মতোই
- গয়না, মুকুট, এমনকি চূড়াতেও এসেছে আধুনিক ছোঁয়া
- এখন কালী ঠাকুরের মুখে নেই আগেকার সেই উন্মত্ত রাগ

নোনাই পত্রিকা ও নোনাই সাহিত্য চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হারাধন।

কবি হারাধন পালের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শহর

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : রবিবার রাতে প্রয়াত হলেন নোনাই সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্য বাসরের পুরোধা হারাধন পাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। আলিপুরদুয়ার রেল হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমবার সকালে কবি, সাহিত্যিক ও সম্পাদক হারাধন পালের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আলিপুরদুয়ারজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। কবির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছিল। বেশি অসুস্থ বোধ করায় রবিবার তাঁকে রেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে এবং দুই মেয়েকে রেখে গেলেন।

এই কবি নোনাই পত্রিকা ও নোনাই সাহিত্য চক্রের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে যুক্ত ছিলেন। এর প্রধান কান্ডারি হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া করেছেন সম্পাদনাও। দীর্ঘদিন ধরে আলিপুরদুয়ার বেসরকারি গ্রন্থমেলা কমিটির একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে স্বভাবতই শোকস্তব্ধ সাহিত্য মহল। আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট কবি মানবেন্দ্র দাস এদিন বলেন, 'হারাধন রেল দপ্তরের কর্মী হলেও সাহিত্যের প্রতি ওঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। তিনি ছিলেন ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, কবি, ভ্রমণকারী ও পত্রিকার সম্পাদক। এমন একজন মানুষ চলে যাওয়ায় প্রিয়জন হারানোর বেদনা অনুভব করছি।'

অন্যদিকে শহরের আরেক সাহিত্যিক অম্বরীশ ঘোষের কথায়, 'সংগীতের প্রতিও নিখাদ ভালোবাসা ছিল তাঁর। গান গাওয়া ছিল অত্যন্ত পছন্দের বিষয়। তাঁর প্রয়াণে এবার লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনও ধাক্কা খাবে।' মুর্শিদাবাদ জেলার কাক গ্রামে হারাধন পালের জন্ম। বাবা বলরাম পাল ছিলেন রেলকর্মী। সেই সুবাদেই অসম, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি থেকেছেন। পরে নিজেও রেলের হেড ক্লার্ক হিসেবে চাকরি করেছেন। শহর সংলগ্ন ভোলারডাবরিতে হারাধনের বাড়ি ছিল। একেবারে ছোট থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। পরবর্তীতে নোনাই সহ সংস্কৃতি সংহতি, বিনিদ্র, দৃশ্যমুখ, তৃণভূমি, মাটির ছোঁয়া, এক পশলা বৃষ্টি, হরিণ প্রভৃতি অসংখ্য পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। ২০২৪ সালে ডুয়ার্স উৎসব কমিটি হারাধনকে ডুয়ার্স সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়াও লেখক জীবনে তিনি অসংখ্য সম্মান পেয়েছেন।

থিম লক্ষ্মীনারায়ণী গোল্ডেন টেম্পল

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : স্বর্ণমন্দির বলতেই মনে পড়ে অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পল। কিন্তু তামিলনাড়ুতেও একটি গোল্ডেন টেম্পল আছে। ভেলোরের এই মন্দিরটির নাম লক্ষ্মীনারায়ণী গোল্ডেন টেম্পল। ভেলোরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেকেই এই মন্দিরটি ঘুরে এসেছেন। অনেকে আবার দেখেননি। এবার এই মন্দির দেখা যাবে আলিপুরদুয়ারেই। জংশনের এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজোর থিম এটাই।

শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলার মানুষজনই নন, নিম্ন অসম থেকেও এই কালীপুজোর মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা। প্রতিবছরই নতুন নতুন ভাবনায় দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে এই ক্লাব। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যে মণ্ডপের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। সময় বেশি না থাকায় রাতদিন এক করে কাজ চলছে এই মুহূর্তে।

এবছর মণ্ডপের উচ্চতা ৮৫ ফিট এবং চওড়া ১৬০ ফিট। প্লাস্টার অফ প্যারিস, গোল্ডেন প্লাই, গোল্ডেন শিট, ফোম, বাঁশ সহ একাধিক সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। ১৭ ফিটের কালীপ্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপে থাকবে মহালক্ষ্মীর মূর্তিও। নোনাইয়ের কুমোরটুলিতে তৈরি হচ্ছে কালীপ্রতিমা। মণ্ডপে নিয়ে আসা হবে চলতি মাসের ১৭ তারিখে।

মণ্ডপের পাশাপাশি আলোকসজ্জায়ও চমক থাকছে। চন্দননগরের জমকালো আলোকসজ্জা থাকছে। আলোর তোরণও বসানো হচ্ছে। আয়োজকরা জানালেন, এবারের পুজোর বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ১৮ তারিখ পুজোর উদ্বোধন হবে। সেদিন থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠান থাকছে কলাশ্রী ডান্স অ্যাকাডেমি, স্টেপ আপ ডান্স অ্যাকাডেমি এবং ত্রিতাল ব্যান্ডের। ১৯ অক্টোবর স্থানীয় ব্যান্ডের অনুষ্ঠান থাকবে। ২০ অক্টোবর সংগীতশিল্পী বিনীতা চট্টোপাধ্যায় এবং কেশব দে মঞ্চ মাতাবেন। আয়োজন করা হচ্ছে ফ্যাশন শোয়েরও। ২৪ অক্টোবর বিসর্জন রয়েছে।

মণ্ডপশিল্পী বাবাই পাল জানালেন, এবারের মণ্ডপ সবার খুব ভালো লাগবে বলে আশাবাদী তাঁরা। প্রতিবারই দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারও সেরকমই হবে। তাঁর কথায়, 'মণ্ডপের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। দুই শিফটে কাজ চলছে। উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এই পুজোর একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে সবাই মণ্ডপ এবং প্রতিমা দেখতে আসেন।' একই কথা বললেন অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বাদশা রায়। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও অনেক চমক থাকবে আমাদের পুজোয়। কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। সবার ভালো লাগবে বলে আমাদের আশা।'

এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

আকর্ষণ

- প্লাস্টার অফ প্যারিস, গোল্ডেন প্লাই, গোল্ডেন শিট, ফোম, বাঁশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ৮৫ ফিটের মণ্ডপ
- ১৭ ফিটের কালীপ্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপে থাকবে মহালক্ষ্মীর মূর্তিও
- চন্দননগরের চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা

কুম্ভমেলার দৃশ্যপট মোনালিসা ক্লাবে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মহাকুম্ভ মানেই সন্ন্যাসীদের স্নানযাত্রা, পুজো, ধ্যান, যজ্ঞ ও গঙ্গার তীরের পরিবেশ। এবার মোনালিসা ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপে কুম্ভমেলার বিভিন্ন দৃশ্যপট তুলে ধরা হবে। ৫১তম বর্ষে তারা মণ্ডপ থেকে শুরু করে মূর্তিতে নানা চমক রেখেছে। ক্লাবের সম্পাদক সুশান্ত কর্মকার বলেন, 'এবছরের পুজোর বাজেট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কয়েক মাস আগে থেকেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এখন শেষপর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে।'

প্রতি বছরের মতো এবছরও কামাখ্যাগুড়ি মোনালিসা ক্লাবের পুজো জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ৫১তম বর্ষে ওই ক্লাব থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে মহাকুম্ভ। যেখানে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হবে সন্ন্যাসীদের স্নানযাত্রা থেকে শুরু করে যজ্ঞের দৃশ্য। ওই থিমের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা পৌঁছে দিতে চায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলে জানিয়েছে।

হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি পুজোর। তাই প্যান্ডেলের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। বাঁশ, কাপড়, মাটি ও থার্মোকল দিয়ে তৈরি মণ্ডপ ইতিমধ্যেই এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সাধুসন্তের মূর্তিও তৈরি করা হয়েছে। এই মূর্তিগুলোর মাধ্যমে কুম্ভমেলার আধ্যাত্মিক পরিবেশ আরও বাস্তব রূপ পাবে।

> মহাকুম্ভ থিমের মাধ্যমে আমরা ধর্ম ও মানবতার মিলন ঘটাতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য, উৎসব যেন মানুষকে আরও কাছাকাছি আনে।
>
> **সম্রাট ঘোষ**, *সদস্য, মোনালিসা ক্লাব*

এবছরও সাবেকি প্রতিমা তৈরি হবে। তিলেরডাঙ্গার খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পালের হাতে প্রতিমায় সূক্ষ্ম কারুকাজ থাকবে। মূর্তির উচ্চতা ১২ ফুট এবং প্রস্থ ১৮ ফুট। ক্লাবের সদস্য শুভদীপ ঘোষের কথায়, 'এই পুজো আমাদের এলাকার ঐতিহ্য বহন করে। ৫১ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি সমাজের ঐক্য ও আনন্দ বজায় রাখতে।'

পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। গান, নাচ, আবৃত্তি, কুইজ প্রতিযোগিতা হবে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফ থেকেও নেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

সদস্য সম্রাট ঘোষ বলেন, 'মহাকুম্ভ থিমের মাধ্যমে আমরা ধর্ম ও মানবতার মিলন ঘটাতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য, উৎসব যেন মানুষকে আরও কাছাকাছি আনে।'

জয়গাঁয় তোর্ষার পাড়ে ১২০০ ঘাট

জয়গাঁ, ১৩ অক্টোবর : সম্প্রতি উত্তরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে তোর্ষা নদীর রূপ দেখে ভয় পেয়েছিলেন ছটব্রতী সহ ছটপুজো কমিটির সদস্যরা। তবে গত কয়েকদিনে তোর্ষা নদীর জল কিছুটা কমায় পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সোমবার জয়গাঁতে তোর্ষা নদীর পাড়ে ভূমিপুজো করা হল।

ছটপুজো ঘাট কমিটির সদস্য টিঙ্কু জয়সওয়াল বলেন, 'তোর্ষা নদীর জল কখন বেড়ে যাবে তার ঠিক নেই। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছটঘাট তৈরি হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তারা পরিদর্শনে আসবেন শীঘ্রই। তাঁরা যা নির্দেশ দেবেন সেভাবে কাজ চালিয়ে যাব।'

> তোর্ষা নদীর জল কখন বেড়ে যাবে তার ঠিক নেই। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছটঘাট তৈরি হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তারা পরিদর্শনে আসবেন শীঘ্রই। তাঁরা যা নির্দেশ দেবেন সেভাবে কাজ চালিয়ে যাব।
>
> **টিঙ্কু জয়সওয়াল**, *সদস্য, ছটপুজো ঘাট কমিটি*

প্রতিবছর জয়গাঁতে তোর্ষা নদীর পাড়ে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ৬ হাজার পুণ্যার্থী ব্রত করেন। তোর্ষার পাড়ে এবছর ১২০০টি ছটঘাট তৈরি করা হবে। নদীর জল যে স্থানে কম সেখানে ছটঘাট তৈরি করা হবে অস্থায়ীভাবে। তোর্ষা নদী দিয়ে আসা পলি, বালি ছটঘাট নির্মাণে সহায়তা করবে বলে জানান ছটঘাট কমিটির সদস্যরা।

নদীর জল যেখানে বেশি আছে তার থেকে ৫০ মিটার ছেড়ে যেখানে জল কম সেখানে ছটঘাট তৈরি হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, জলে নেমে সূর্যদেবকে পুজো করতে হবে। আগের দিন বিকেলে আরতি হয়, পরের দিন ভোরে সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে পুজো সম্পন্ন করতে হয়। কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, সব ছটব্রতীকে অল্প জলে নেমে পুজো করার জন্য আগেই সতর্ক করে দেওয়া হবে।

পুরসভার উদ্যোগে ছটঘাট পরিষ্কার

১০ নম্বর ওয়ার্ডে ডিমা নদীর ঘাটে ভাঙা সাঁকো। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর সমাপ্তিতে এবার শুরু হয়েছে শ্যামাপুজো ও ছটপুজোর প্রস্তুতি। অন্যান্য সব উৎসবের মতো ছটপুজো ঘিরে জাঁকজমক হয়। আলিপুরদুয়ারে ছটপুজো শুধু ধর্মীয় নয়, একটি সামাজিক উৎসব। প্রতি বছর কালজানি, নোনাই ও তোর্ষা নদীর ধারে হাজার হাজার মানুষ সূর্য আরাধনায় মাতেন। তিনদিনের এই ব্রতকে ঘিরে শহরবাসী উৎসবে মেতে ওঠেন। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ঘাটগুলি পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরসভার ৬০ থেকে ৭০ জন সাফাইকর্মী প্রতিদিন সকাল থেকে ঘাট পরিষ্কার করার কাজে লেগে পড়েছেন।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'ছটপুজো শহরের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব। পুজোর দিন যাতে কেউ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তাই আগের থেকে ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই কাজের জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, কালীপুজোর পর থেকে সমস্ত ঘাটে আলোর ব্যবস্থা করা হবে, যাতে সন্ধ্যা ও ভোরের সময় ঘাটে পুজো করতে আসা ভক্তরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন।

ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বলেন, 'শহরে বেশ কয়েকটি বড় ছটঘাট রয়েছে। ঘাটগুলিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই এলাকাগুলির ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হবে। আলোর পাশাপাশি আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।' পাশাপাশি কালজানি ও নোনাই নদীর ধারে ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হবে। এবারের ছটপুজো যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় পুর কর্তৃপক্ষ সেই চেষ্টা করছে।

আলিপুরদুয়ার শহরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৪টি ছটঘাট রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই কালজানি, নোনাই ও ডিমা নদীর ধারে অবস্থিত। প্রতি বছর প্রায় ৩ হাজার পরিবার এই ব্রত পালন করে। পুজোর কয়েকদিন আগের থেকে ঘাট সাজানো শুরু হয়ে যায়। এবারেও যাতে শহরে নির্বিঘ্নে ছটপুজো সম্পন্ন হয় সেই লক্ষ্যে আগের থেকে কাজ শুরু করেছে পুরসভা।

সাফাইকর্মীদের বিভিন্ন দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে ঘাটে যাতায়াতের রাস্তা পরিষ্কার করা, রাস্তার আশপাশের আগাছা কেটে সাফ করা, নদীতে নামার পথ সমান করে দেওয়া এবং ঘাটে যে গর্ত বা খানাখন্দ রয়েছে সেগুলি ভরাট করে দেওয়া। পুজোর সময় ঘাটে ভিড় সামলাতে আগের থেকে পুর কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করছে।

টেন্ডার

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে সম্পন্ন হল আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে ইলেক্ট্রিক চুল্লি মেরামতের টেন্ডার প্রক্রিয়া। এটি ছিল পুরসভার তৃতীয় দফার টেন্ডার আহ্বান। গত সপ্তাহে ঘোষিত টেন্ডারে মোট পাঁচজন অংশগ্রহণ করেন। সোমবার সেই টেন্ডার খোলা হয়। সর্বনিম্ন ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার বিডে কাজটি নির্ধারিত হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'চলতি সপ্তাহেই ঠিকাদারি সংস্থাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে।'

অবসর চেয়ে আবেদন আখতারের

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগাম অবসরগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করে স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিত আবেদন করলেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে পরিচিত আখতার সোমবার এই আবেদন করেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারের মাধ্যমে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ জয়দেব রায়ের বক্তব্য, 'ডেপুটি সুপার একটি চিঠি আমাকে দিয়েছেন। আমি চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানি না। ওই চিঠি আমি দ্রুত দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দেব।' আখতার বলছেন, 'রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অসহযোগিতার কারণে চাকরি জীবনে অবসরগ্রহণের ১২ বছর আগে এই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলাম। রাজ্য সরকার যদি আমার স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের আর্জি গ্রহণ না করে, তাহলে আমি আদালতের দ্বারস্থ হব।'

অভয়া কাণ্ডের পরই স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি ঘটছে বলে অভিযোগ তোলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৎকালীন ডেপুটি সুপার আখতার। নিজের দপ্তরের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ খোলা ভালোভাবে নেয়নি দপ্তরের শীর্ষকর্তারা। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটি সুপার হিসাবে বদলি করা হয়। সম্প্রতি অনলাইনে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতির প্রতিবাদ এবং মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। আখতার বলছেন, 'আমি দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলাম। দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি। আমি যখন পদক্ষেপ করেছি, তখন দপ্তর আমার পেছনে লেগেছে। আমার ছুটির আবেদন ইচ্ছাকৃত বাতিল করা হয়েছে। অবসরের পর আমি বেসরকারি চাকরি করব অথবা রাজনীতিতে সরাসরি যোগ দেব।'

বর্ষার বিদায়

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : তিনদিন পিছিয়ে বিদায় নিল বর্ষা। সোমবার দুপুরে রাজ্য থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায় নিয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। বর্ষা বিদায় নিয়েছে সিকিম থেকেও। ফলে দুর্যোগের মেঘ কাটল বলা যায়। তবে বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি আর হবে না, তা বলা যাবে না। স্থানীয় স্তরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি হতেই পারে। শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্জার প্রভাবেও অনেক সময় বৃষ্টি হয়ে থাকে। এদিকে, আগামী তিন-চারদিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। যে কারণে মূলত পাহাড়ি এলাকায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় ১০ অক্টোবরের মধ্যে। এবছর ৮ জুনের পরিবর্তে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটেছিল ৩১ মে।

দেশে এক লক্ষের

প্রথম পাতার পর

২০২২-'২৩ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটি ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার। তবুও এখনকার চিত্রটি ছাত্র-শিক্ষকের আদর্শ অনুপাত থেকে অনেক দূরে।

পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতের গড়ে ছোট রাজ্যগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। এক-শিক্ষকের স্কুলে গড় পড়ুয়ার নিরিখে চণ্ডীগড় ও দিল্লি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দিল্লিতে মাত্র ৯টি এমন স্কুল থাকলেও প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৮০৮ জন পড়ুয়া। এই তথ্য স্পষ্ট করে যে, শুধু শিক্ষকের সংখ্যা নয়, শিক্ষকের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকায় ভালো মানের শিক্ষা দেওয়াটা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

চায়ের কাপে বিষণ্ণতা দূর

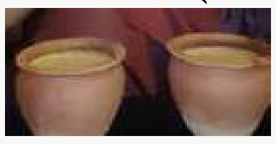

এক কাপ চা বা কফি কি আপনার বিষণ্ণতা দূর করতে পারে? জাপানে করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন চার বা তার বেশি কাপ গ্রিন টি পান করেন, তাঁদের বিষণ্ণতার লক্ষণ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। কফির ক্ষেত্রে, প্রতিদিন দুই বা তার বেশি কাপ পান করলে এই ঝুঁকি ৩৯ শতাংশ কমে। গবেষকদের মতে, গ্রিন টি'র ক্যাটেকিন, থিয়ানিন এবং ক্যাফিনের মতো যৌগগুলো মস্তিষ্কের 'ডোপামিন' ও 'সেরোটোনিন'-এর মতো নিউরো ট্রান্সমিটারকে প্রভাবিত করে। যদিও এটা কেবল একটি প্রাথমিক গবেষণা, তবুও এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্যকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে।

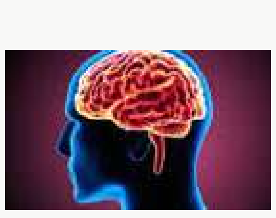

মন রাখতে গিয়ে বিপদ

সবাইকে খুশি করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছেন না তো? গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সবসময় অন্যের প্রয়োজনকে নিজের আগে রাখলে মানসিক ক্লান্তি, অস্পষ্ট সীমানা আর দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এই চাপ শারীরিক প্রদাহ বাড়ায় আর অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার, বার্ন আউট বা দুশ্চিন্তার মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। নিজের অনুভূতি চেপে রাখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনাকে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। নিজের জন্য সীমানা তৈরি করা, 'না' বলতে শেখা আর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের খেয়াল রাখা স্বার্থপরতা নয়, বরং সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য।

নাড়ির স্পন্দনে মস্তিষ্কের রহস্য

আপনার রাতের পালসের রহস্যময় স্পন্দন আপনার মস্তিষ্কের ভবিষ্যতের গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতের পালস রেটের জটিলতা মস্তিষ্কের ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই জটিলতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা 'ডিস্ট্রিবিউশন এন্ট্রপি' নামক একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এটি প্রচলিত হার্ট রেট পরিমাপের থেকেও বেশি সংবেদনশীল। এই গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয় যে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের নমনীয়তার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। ভবিষ্যতে হয়তো একটি সাধারণ ঘুম মনিটর ব্যবহার করে ডিমেনশিয়ার মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষার বদলে মূল্যবোধ

জাপানে ১০ বছর বয়সের আগে, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হয় না। প্রথম তিন বছর সেখানকার স্কুলগুলোতে শিশুদের শিষ্টাচার, সহানুভূতি আর শ্রদ্ধার মতো জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল, শিশুদের আবেগিক বুদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্য আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। জাপানিরা মনে করেন, সহযোগিতা, ইতিবাচক আচরণ আর মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মজবুত ভিত্তি ভবিষ্যতের অ্যাকাডেমিক সাফল্যের জন্য জরুরি।

অভিযুক্ত সোনালিরা

প্রথম পাতার পর

র‍্যাডক্লিফ সাহেবের এক কলমের খোঁচায় দু'টুকরো হওয়া দেশে তাঁরা দু'পারেই হয়ে গেলেন অনুপ্রবেশকারী।

মামলা গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে, চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালিদের এদেশে ফেরত আনতে হবে। আদালত বলেছে, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে তাড়াহুড়োয় তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। দিল্লি পুলিশের নথিতে বলা হয়েছে, জেরায় সোনালি তাদের জানিয়েছেন, তাঁরা ১৯৯৮ সালে বর্ডার পেরিয়ে এদেশে এসেছেন। অথচ তখন সোনালির জন্মই হয়নি। এরপর কী হচ্ছে তা জানা যায়নি।

ওদিকে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সোনালিরা ভারতীয়। কোর্টের আদেশ পাঠিয়ে ভারতের দূতাবাসকে তাঁদের ফেরাতে বলা হয়েছে। সেই আদেশে তাঁদের নামের সঙ্গে তাঁদের ঠিকানা ও আধার কার্ডের নম্বর দেওয়া হয়েছে।

এমন কাণ্ড যে এই প্রথম হল, তা নয়। দিল্লি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে গত জুন থেকে কম করে ১৫ জনকে ফেরত আনা হয়েছে ওপার থেকে। এঁদের বেশিরভাগকে হয় অসম, নয়তো ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে 'পুশব্যাক' করা হয়েছিল। দুটোই বিজেপি শাসিত রাজ্য। সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনও কথা না বলে, না জানিয়ে।

গত মে মাসে অসমের ৪৯ জন বাঙালি মুসলিমকে বাংলাদেশে ধাক্কা মেরে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের হদিস পেতে ছুটতে হয়েছিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে। অনেককে খোলা আকাশের নীচে আটকে পড়তে হয়েছিল দু'দেশের কাঁটাতারের মাঝে।

ঘরে ফিরতে এখনও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে সোনালিদের। ২৩ অক্টোবর পরের শুনানি। তবে সমস্যা বাড়িয়েছেন ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি। এর মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে কোন দেশের নাগরিক হবে, নতুন করে আবার জট পাকবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় এপারের পরিবার।

ত্রাণ বিলিতেও বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

তবে হেঁটে সেতু পারাপারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এজন্য লোহার একটি ছোট সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওই সিঁড়ি দিয়েই হেঁটে অ্যাপ্রোচ রোড পেরিয়ে বাগানে ঢোকেন। প্রথমে টন্ডু ডিভিশন পড়লেও তিনি চলে যান মডেল ভিলেজে। সেখানে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে রাতারাতি তৈরি করা অস্থায়ী তাঁবুতে এনে রাখা গৃহহীন বা প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্তদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। মডেল ভিলেজ থেকে মমতা চলে আসেন ৬ কিলোমিটার দূরে টন্ডুতে। সেখানেও অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়াদের কাছ থেকে অভাব অভিযোগের কথা শুনতে চান তিনি। খেরকাটার এক মহিলা গ্রামে হাইস্কুল না থাকার সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকের পড়া শেষ করে জঙ্গলের পথ ধরে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের দূরে যেতে হয়। ওই রাস্তায় চিতাবাঘ, হাতির মতো বুনোদের নিত্য আনাগোনা। ফলে পড়ুয়াদের যাতায়াতে বড় ঝুঁকি থাকে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ওই গ্রামে একটি হাইস্কুল করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সঙ্গী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বর্তমানে সেখানে যে প্রাথমিক স্কুলটি রয়েছে সেটির নাম লিখে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিন সকাল থেকেই জল্পনা ছিল, নাগরাকাটা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে যেতে পারেন। সেইমতো দুই বিডিও অফিসে তৈরি ছিল ব্লক প্রশাসন। ময়নাগুড়িতে দুর্গতদের আনা হয়েছিল ব্লক অফিসে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান চালসার দিকে। মহাবাড়ি এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখানে তিনি আসার আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়। বিধায়কের মাধ্যমে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি বন্যাদুর্গত এক হাজার মানুষের জন্য ত্রাণ পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। পরে বিধায়ক বলেন, 'ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোগলাপাড়া, অধিকারীটারি, ধাপ্পাডাঙ্গা, কুল্লাপাড়া এবং ময়নাগুড়ির বন্যাদুর্গতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ দিয়েছেন। তা দ্রুত বিলি করে দেওয়া হবে।' মালবাজারে মুখ্যমন্ত্রী ক্রান্তি ব্লকের জন্য ত্রাণের দায়িত্ব দিয়েছেন মাল থানার আইসি সৌমজিৎ মল্লিক এবং মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই পুরসভার চেয়ারম্যান কাউন্সিলাররা ক্রান্তির উদ্দেশে রওনা হন।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কী করতে এসেছিলেন বোধগম্য নয়। এদিকে, মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে এখন হাহাকার করছে। এদিনও ধূপগুড়ির হোগলাপাতায় দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার সময় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত একজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁদের প্রশ্ন, এখন কোথায় থাকবেন? জাতীয় বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতিটি রাজ্য টাকা পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। সেই টাকা দিয়ে দ্রুত কেন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরগুলি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য যদি মনে করে এটা মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় তবে কেন্দ্রকে তা ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছে না কেন? অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে ভরতুকিতে ঋণের সংস্থানও রয়েছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে তুলে ধরা হয়নি এমন অভিযোগও আমাদের কাছে রয়েছে।'

মালে মুখ্যমন্ত্রী ঘণ্টাখানেক সময় কাটান। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণস্বরূপ নিগম, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশকুমার সিনহা, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মালবাজারের এসডিও শুভম কুন্ডল সহ আরও অনেকে।

মেডিকেলে 'প্লাজমা'-র নামে টাকা দাবি

ফের থ্রেট কালচার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ফের হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ২০২৫ ব্যাচের পড়ুয়াদের রাতে নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় ডেকে অশালীন কথাবার্তা এবং কাজকর্ম করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অভিযুক্ত সেই গত বছরের থ্রেট কালচারের জেরে বহিষ্কার হওয়া পড়ুয়ারা।

অভিযোগ, রাত দেড়টা, দুটো পর্যন্ত 'দাদা-দিদিরা' বিভিন্ন হস্টেল, মাল্টিপারপাস হলঘরে ডেকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করছেন। গত ৯ অক্টোবর দুই পড়ুয়াকে ডেকে মারাত্মক অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কলেজের ফেস্ট 'প্লাজমা'-র জন্য প্রত্যেকের কাছে তিন-চার হাজার টাকা করে দাবি করা হচ্ছে। টাকা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন ওই কমিটিতে থাকা একাধিক সদস্য। সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দুপুরে মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। পরে তাঁরা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে একাধিকজনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা কেউ ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

> আমার কাছেও প্লাজমার জন্য ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে। কিন্তু আমি অত টাকা দিতে পারব না বলে দিয়েছি।
>
> **অনুপম নাথগুপ্ত**
> ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স

তবে, কলেজের ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স অনুপম নাথগুপ্ত বলেছেন, 'আমার কাছেও প্লাজমার জন্য ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে। কিন্তু আমি অত টাকা দিতে পারব না বলে দিয়েছি।'

প্রশ্ন, কার মদতে ওই গোষ্ঠীর চিকিৎসক পড়ুয়ারা ফের কলেজে জাঁকিয়ে বসেছেন? পুরো ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের মদতপুষ্ট কয়েকজন হাউস স্টাফ, ইন্টার্ন এবং চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া নিয়মিত নতুনদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে হেনস্তা করা, তাঁদের কথামতো না চললে পরীক্ষায় ফেল করানো সহ বিভিন্ন হুমকি দেওয়া এবং রাতের অন্ধকারে ডেকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগও তুলেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বহিষ্কৃত পড়ুয়ারা উচ্চ আদালতে গিয়ে পরীক্ষায় বসার অনুমতি পান।

কিন্তু সেই পড়ুয়ারাই আবার কলেজে নতুন ছাত্রছাত্রীদের ওপরে অত্যাচার শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। প্রথম বর্ষের একাধিক পড়ুয়া এদিন বলেছেন, রাতে মাল্টিপারপাস হলে ডেকে অথবা হস্টেলের অন্য ঘরে ডেকে দাদা-দিদিরা অশালীন কাজকর্ম করতে বলেন।

ভেসে যাওয়া গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ১৩ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগ ও প্রবল বৃষ্টিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বেশ কয়েকটি গন্ডার নদীতে ভেসে গিয়েছিল।

এক-এক করে প্রায় ছয়টি গন্ডারকে উদ্ধার করেছিল বন দপ্তর। সোমবার আরও একটি গন্ডারকে কোচবিহার জেলার পাতলাখাওয়ার রসমতি থেকে উদ্ধার করা হল। এনিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, গন্ডারটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। অপরদিকে, কোদালবস্তি রেঞ্জে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে গুরুতর জখম হয়েছে আরও একটি গন্ডার। বর্তমানে সেটির চিকিৎসা করা হচ্ছে।

দুর্যোগে তোর্ষা ও শিলতোর্ষা নদীতে ভেসে গিয়েছিল কয়েকটি গন্ডার। এদিনের গন্ডারটিকে নিয়ে মোট ৭টি গন্ডার উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা। এদিকে বিভাগীয় বনাধিকারিক জানিয়েছেন, জখম গন্ডারটির চিকিৎসা চলছে।

ভেসে যাওয়া এই গণ্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরানো হয়েছে।

পরিদর্শনে সুমন

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : সোমবার নোনাই নদীর ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নোনাই নদীর ভাঙনের সমস্যা দীর্ঘদিনের। গত সপ্তাহের দুর্যোগের পর জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করা হয়। এই বিষয়ে সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত ভৌমিক ব্যস্ত থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বিধায়ক বলেন, 'নোনাই নদীর ভাঙনের খবর পেয়ে জরুরিভিত্তিতে কাজের জন্য সেচ দপ্তরকে জানাই। এখন সেখানে বোল্ডার বাঁধ তৈরির কাজ চলছে।'

জল অমিল

প্রথম পাতার পর

বীরপাড়ার লঙ্কাপাড়া, বান্দাপানি এলাকাতেও পানীয় জলের পাইপলাইনে ক্ষতি হয়েছে। ফালাকাটা ব্লকের ছোট শালকুমার এলাকাতেও একই দশা।

দপ্তর সূত্রে খবর, জেলায় প্রায় ১০০ জায়গায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের পাইপলাইনে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। সেগুলি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তবে এই কাজে এখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। টাকার অভাবে অনেক জায়গায় বাঁশ দিয়ে জলের পাইপে ঠ্যাকনা দিয়ে ধরে রাখার কাজ করা হচ্ছে। দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অনেক জায়গায় নতুন করে পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর মিলছে। আবার কাজ করতে গিয়েও অনেক সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে নদী এবং ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাজ করা এখন বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। তার মধ্যেও অবশ্য দপ্তরের কর্মী ও শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। সব জায়গার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তাই চলতি বছর পার হয়ে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ির বাসিন্দা পার্বতী রায়ের কথায়, 'নদীর জলে আমাদের বাড়ির জলের কল ডুবে গিয়েছিল। এখন কল থেকে শুধু ঘোলা জল বের হচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন আমাদের জলের ব্যবস্থা করে দিক।'

পিএইচই দপ্তর এখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ট্যাংকের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়াও পাউচ করে জল দেওয়া হচ্ছে। তবে এটা তো কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। পাইপলাইনের মাধ্যমেই পানীয় জল সরবরাহ চান বাসিন্দারা। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

পুজোর প্রস্তুতি সেবকেশ্বরীতে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : কালীপুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এর মধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। শিলিগুড়ির অদূরে সেবকের সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। এই মন্দিরের পুজোকে ঘিরে হাজার হাজার ভক্তের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। এবছর ইতিমধ্যেই মন্দিরে পুজোর আয়োজন শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কালীপুজোর দিন রাতভর পুজো হবে। প্রতিবছর এই দিনে মন্দিরে ব্যাপক ভিড় হয়। দুপুর থেকেই ভক্তরা মন্দিরে পৌঁছে যান। এরপর সারারাত পুজো চলে। ভোরবেলায় প্রসাদ নিয়ে সকলে ফিরে আসেন। যদিও কালীপুজোর পরের দিনও সারাদিন পুজো ও আরতির আয়োজন থাকে।

১৯৫০ সালে তৈরি হয়েছিল সেবকেশ্বরী কালী মন্দির। দীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছর ধরে ওই মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এবার পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরের রেলিং থেকে শুরু করে আরও কিছু জিনিস সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিবছর শিলিগুড়ি থেকে সপরিবারে পুজোর রাতে মন্দিরে যান আশুতোষ সাহা। তিনি এবছরও যাবেন। আশুতোষের কথায়, 'আমি গত ২০ বছর ধরে মায়ের পুজোয় যাই। ওই মন্দিরে না গেলে পুজো অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সারারাত জেগে পুজো দেখে সকালে ফিরে আসি।'

সেবকেশ্বরী মন্দিরের দেবীমূর্তি।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, আগে এই মন্দিরে বলিপ্রথার চল থাকলেও ২০২৩ সাল থেকে তা বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে চালকুমড়ো, অন্যান্য ফল ও সবজি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এবার রাত আটটা থেকে পুজো শুরু হয়ে রাতভর চলবে। সকালে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হবে। পরেরদিনও একাধিক আয়োজন থাকবে। মন্দিরের পুরোহিত নন্দকুমার গোস্বামীর কথায়, 'আমাদের এই মন্দিরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আস্থা, ভরসা জড়িয়ে আছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও পুজোর আয়োজন ভালোই চলছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তের ঢলে আমাদের পুজোর শোভা আরও বাড়ে।'

মমতার 'সৌজন্যে' যানজটমুক্ত

বীরপাড়া, ১৩ অক্টোবর : সোমবার ঘণ্টাখানেক যানজটমুক্ত থাকল বীরপাড়ার কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা নদীর সড়কসেতু। 'সৌজন্যে' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১ মে থেকে তিনবার হড়পায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই সেতু এবং অ্যাপ্রোচ রোড। ১ জুন থেকে ওই সেতুতে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন পারাপার করানো হচ্ছে। ফলে সেতুর দুই মুখে যানজট লেগেই থাকে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তি পোহান। সোমবার হাসিমারা থেকে সড়কপথে নাগরাকাটা যান মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য আগেভাগেই বীরপাড়া চৌপথিতে এবং ভগৎপাড়ায় ভারী যানবাহনগুলিকে আটকে দেয় পুলিশ। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ গ্যারগান্ডা সড়কসেতু পেরোয় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। পুলিশ ভারী যানবাহনগুলিকে আটকে রাখায় এদিন ঘণ্টাখানেক ওই সড়কসেতুতে যানজট হয়নি।

কুকুরের ময়নাতদন্ত

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : কয়েক মাস আগে আলিপুরদুয়ার থেকে একটি বিদেশি প্রজাতির কুকুর উদ্ধার করে জীবসেবা নামে একটি ট্রাস্ট। কিছুদিন রাখার পর কুকুরটিকে কামাখ্যাগুড়ির একটি বাড়িতে দত্তক দেওয়া হয়। অভিযোগ, রবিবার ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা ওই বাড়িতে কুকুরটিকে দেখতে গিয়ে দেখেন কুকুরটির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেটিকে সংস্থার কর্মীরা নিয়ে আসেন। সোমবার কুকুরটির মৃত্যু হয়। সংস্থার সদস্যরা কুকুরটির ময়নাতদন্তের জন্য কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে দাবি জানান। এরপর বারবিশা পশু হাসপাতালে কুকুরটির ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

পাড়ায় সমাধান

কুমারগ্রাম, ১৩ অক্টোবর : কুমারগ্রামের দক্ষিণ হলদিবাড়ি জুনিয়ার প্রাইমারি স্কুলে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মাণ সহায়ক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীরা। গ্রামবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। স্থানীয় ডবলু বর্মন সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতির কারণে গ্রামের একাধিক রাস্তা ভেঙে বেহাল হয়ে পড়ার কথা বলেছেন। আবুল হোসেনের কথায়, 'দক্ষিণ হলদিবাড়ি বনজঙ্গল লাগোয়া গ্রাম। সূর্যাস্তের পর প্রায়শই বন্যপ্রাণীরা গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। তাই সৌরবাতি বসানোর কথা বলেছি।' তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চল চেয়ারম্যান খোকন সরকার জানিয়েছেন, রাস্তা সংস্কার ও সৌরবাতি বসানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতি পাড়ায় ৪-৫টি করে সৌরবাতি বসানো হবে।

বিশেষ শিবির

কুমারগ্রাম, ১৩ অক্টোবর : সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের দক্ষিণ হলদিবাড়ি, মুসলিমচর ও মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করেছিল ব্লক প্রশাসন। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতির কারণে বহু মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনকি হারিয়েও গিয়েছে। সেসব নথিপত্র ফের ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দিতেই এই বিশেষ শিবির বলে জানিয়েছেন কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা। শিবিরে হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেন। দক্ষিণ হলদিবাড়ির অনীতা বিশ্বাস তপশিলি জাতির শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। আর রামধন সরকার, সুরেশ বিশ্বাসের মতো কৃষকরা ফসলের ক্ষতিপূরণ পেতে আবেদন করেছেন।

নিমতলার আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

বিধায়কের সংযোজন, 'তৃণমূলের নেতারা সাধারণ মানুষকে নদীর চরে বসিয়ে কার্যত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। যাঁরা টাকা নিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত।'

যে সময়ে নদীর একের পর এক পাকা ঘরবাড়ি গড়ে উঠছিল সেই সময় প্রশাসনের তরফে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'প্রধান হয়ে আসার পর থেকে এই এলাকায় নতুন করে কোনও ঘরবাড়ি তৈরি হয়নি। জায়গা কেনাবেচা নিয়েও কোনও খবর নেই। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাঁধের সংস্কার করা গেলে ভালো হয়। কিন্তু কেন্দ্র থেকে কোনও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।'

সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল বালাসন নদী থেকে খুব বেশি হলে ২০ মিটার দূরে চরের মধ্যে পরপর বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। কাওয়াখালির বাসিন্দা পঙ্কজ সরকার এদিন নিমতলা এলাকায় গিয়েছিলেন। পঙ্কজের কথায়, 'শাসকদলের কিছু নেতা নদীর চর দখল করে বিক্রি করে দিয়েছেন। যাঁদের এখানে বসানো হয়েছে, তাঁরা সকলেই বহিরাগত। শিলিগুড়ির বাইরে থেকে এসে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকছেন। আগামীতে নদীতে জলস্ফীতি হলে আবারও একই ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।'

নদীর চরে বাড়ি বানিয়ে বীথিকা রায় বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। কাজের খোঁজে স্বামীর সঙ্গে মাথাভাঙ্গা থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। এলাকার এক ব্যক্তির হাতে টাকা দিয়ে চরের মধ্যে বাড়ি বানিয়েছিলেন। সেই থেকেই এখানে বসবাস। এভাবে বাড়ি তৈরি যে বেআইনি সেটি বীথিকার ভালোমতোই জানা আছে। তিনি বললেন, 'জমির কোনও কাগজপত্র নেই। কোনওমতে মাথা গুঁজে রয়েছি। এখানে নদীর জল ঢুকে পড়ার পর থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।' উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বাসিন্দা প্রতিমা বর্মন, শম্পা বর্মন, ধূপগুড়ির বাসিন্দা রণজিৎ রায়, শর্মিলা দাসরাও এখানে এভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। প্রতিমা বললেন, 'নদীর চরে বাড়ি তৈরির পর থেকে কোনওদিন সমস্যা হয়নি। এবারই প্রথম। সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিলে খুবই সমস্যা হবে। অন্তত এখানে বাঁধ করে দেওয়া প্রয়োজন।' রণজিতের বক্তব্য, 'অন্যত্র গিয়ে যে থাকব সেই আর্থিক অবস্থা নেই। কোনও রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। সরকার চাইলে বাঁধ দিয়ে জল ঢোকা কিছুটা হলেও আটকাতে পারে।'

কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা কি আদৌ নেওয়া হবে? শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের আশ্বাস, 'মহকুমাজুড়ে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ চেয়ে সেচ দপ্তরের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সেচ দপ্তর প্রয়োজন মনে করলে বালাসন নদীতেও বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।'

ট্রাংকে ফিরল বাঘের মূর্তি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাজগঞ্জের শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক মন্দিরের ছয়টি পাথরের বাঘ ফের ট্রাংকবন্দি হল। সম্প্রতি জেলা শাসকের হেপাজত থেকে বাঘের মডেলগুলিকে নিয়ে এসেছিল মন্দির কমিটি। মন্দিরে সেগুলি একদিন মাত্র সাজিয়ে রাখার পর ফের ট্রাংকে ভরে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর এতেই এলাকাবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এর আগে মন্দির পুনর্নির্মাণ ও বিগ্রহ বসানোর পরেও কেন বাঘগুলি জেলা শাসকের হেপাজত থেকে আনা হচ্ছে না সেই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন মন্দিরের পুরোহিত থেকে কমিটির সদস্য সকলেই। কিন্তু সেগুলি নিয়ে আসার পরও কেন এখনও সিঁড়িতে বসানো হল না তা নিয়ে স্থানীয় মহলে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। এনিয়ে মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, 'মন্দিরের জন্য বাঘের মডেলগুলি আনার পরও দ্রুত বসানো না হওয়ায় পুজো অসম্পূর্ণ থাকছে।'

এই ৬টি বাঘের মূর্তি নিয়েই শোরগোল শুরু হয়েছে।

মন্দিরের কেয়ারটেকার ভোলা ওরাওঁয়ের মতে, বাঘের বিষয়ে মন্দির কমিটি বলতে পারবে।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধ্বংসী আগুনে মন্দির ও মন্দিরের ভিতরে থাকা কাঠের বিগ্রহ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভাস্কর্যশিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ মন্দির ও বিগ্রহ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরুর আগে মন্দির কমিটির মাধ্যমে জেলা শাসকের হেপাজতে ২০১৯ সালে বাঘের মডেলগুলি জমা করা হয়েছিল। তবে নির্মাণকাজ ২০২২ সালে শেষ হয়ে যায়। তারপরেও বাঘগুলি অনেকদিন মন্দিরে বসানো হয়নি। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে মন্দির কমিটি বাঘের মূর্তিগুলিকে ট্রাংকে ভরে নিয়ে আসেন। পরের দিন বিধায়ক মন্দিরে পুজোও দেন। সেদিন বাঘগুলিকে মন্দিরের সিঁড়িতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ফের সেগুলিকে মন্দিরের ভিতর একটি ট্রাংকে ভরে রাখা হয়েছে।

তবে এবিষয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেছেন, 'ছয়টি বাঘের মূর্তি খুব শীঘ্রই প্রতিস্থাপন করা হবে। মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজ যিনি করছেন, তাঁকেই বাঘগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য বলা হয়েছে।'

ক্যাম্পবেলদের রঙিন ক্রিকেট

দীর্ঘ গিলদের অপেক্ষা

মন্থর পিচেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নিলেন কুলদীপ যাদব। নয়াদিল্লিতে।

ভারত : ৫১৮/৫ ডি. ও ৬৩/১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৪৮ ও ৩৯০
(চতুর্থ দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক শুভমান গিলের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও কিছুটা দীর্ঘ। একসময় মনে হচ্ছিল তৃতীয় দিনেই ম্যাচ ও সিরিজে পর্দা পড়তে চলেছে। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপ্নের প্রত্যাঘাতে অঙ্কটা বদলে দেয়।

গতকাল অন্তিম সেশনের পর আজ চতুর্থ দিন। জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপ, জাস্টিন গ্রিভসদের নাছোড় মনোভাবের ফল ম্যাচ গড়াল পঞ্চম দিনে! ইনিংস হারের লজ্জা সরিয়ে ভারতকে বাধ্য করল চতুর্থ ইনিংসে নামতে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯০ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭০ রানের ব্যবধান ঘুচিয়ে ভারতের সামনে টার্গেট দেয় ১২১। যে লক্ষ্যে চতুর্থ দিনের শেষে শুভমানের দল ৬৩/১। দরকার আর মাত্র ৫৮। মঙ্গলবার শেষ দিনে ২-০ সিরিজ জয় কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

লোকেশ রাহুলের (২৫) সঙ্গে ক্রিজে বি সাই সুদর্শন (৩০)। আউট হয়ে ফিরেছেন যশস্বী জয়সওয়াল (৮)। এদিনই ম্যাচ শেষ করার ছটফটানিতে নিজের উইকেট খোয়ান। লোকেশ-সুদর্শন যদিও তাড়াহুড়োর পথে হাঁটেননি। এদিনের বাকি সময় ধীরেসুস্থে খেলে আগামীকাল ফের নামবেন সিরিজে ইতি টানতে।

আহমেদাবাদের প্রথম টেস্ট স্থায়ী হয়েছিল তিনদিন। নয়াদিল্লি টেস্টও তৃতীয় দিনের চা পানের বিরতি পর্যন্ত সেদিকেই এগোচ্ছিল। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট, ১৭৭ রানের মহাকাব্যিক জুটিতে ম্যাচের রং বদলে দেন হোপ-ক্যাম্পবেল। যে লড়াই বজায় রেখে শেষ উইকেটে গ্রিভস-জেডন সিলসের ৭৯ রানের চমকে দেওয়া যুগলবন্দি।

এদিন ১৭৩/২ স্কোর থেকে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংস হার বাঁচাতে তখনও দরকার ৯৭। শুধু ক্যাম্পবেলের উইকেট হারিয়েই ব্যবধানে মুছে ফেলে তাঁরা। রবীন্দ্র জাদেজাকে রিভার্স সুইপে ঝুঁকি নিতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে লেগবিফোর হন ২৫তম টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পাওয়া ক্যাম্পবেল (১১৫)।

২১২/৩ থেকে রোস্টন চেজকে নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করে দেন হোপ। একসময় স্কোর ছিল ২৭১/৩। ১ রানের লিড। হাতে সাত-সাতটা উইকেট। উলটো দিকে ক্লান্ত ভারতীয় বোলাররা। টানা পরিশ্রম, উইকেটে না আসায় ঝুঁকে পড়া কাঁধ। যার সুবাদে কমেন্ট্রি বক্স থেকে গ্যালারি-গৌতম গম্ভীরদের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমতো তোলপাড়।

শতরানের পর শাই হোপ। তিন অঙ্কের রান পেলেন জন ক্যাম্পবেলও।

গতকাল সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট ভুল স্বীকার করেছিলেন। ভুলের খেসারত আজ ভালোমতো চুকোতে হল। প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংস মিলিয়ে টানা ২০০ ওভারের বেশি বোলিংয়ের ধকল! মহম্মদ সিরাজ তো সুযোগ পেলেই সাজঘরে দৌড়োলেন ম্যাসাজ নিতে। বুমরাহকে দেখা গেল মেজাজ হারাতে। তর্ক জুড়লেন আম্পায়ারদের সঙ্গেও।

শেষপর্যন্ত স্বস্তির অক্সিজেন দ্বিতীয় নতুন বলে সিরাজের প্রত্যাবর্তন স্পেলে হোপের (১০৩) আউটে। বল কিছুটা নীচু। দূর থেকে খেলতে গিয়ে ভিতরের কানায় লেগে সোজা উইকেটে। তার আগে অবশ্য টেস্ট সেঞ্চুরির জন্য ৮ বছর ৪৫ দিনের লম্বা প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফেলেছেন হোপ।

হোপ ফিরতেই ধস ক্যারিবিয়ান ইনিংসে। কুলদীপ যাদবের (১০৪/৩) 'রহস্য স্পিনে' একে একে প্যাভিলিয়নে টেভিন ইমলাচ (১২), চেজ (৪০), খারি পিয়েরে (০)। পঞ্চাশতম টেস্টে উইকেটহীন থাকার হতাশা কাটিয়ে বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩১১/৯।

লিড সবে ৪১। ক্রিজে শেষ জুটি গ্রিভস, সিলস। এখান থেকে 'কাহানি মে নয়া টুইস্ট'। দ্রুত ক্যারিবিয়ান ইনিংস গুটিয়ে দিতে মাঝের সেশন আধঘণ্টা বাড়ানো হয়। কিন্তু নড়ানো যায়নি গ্রিভসদের। বুমরাহ (৪৪/৩) যখন জুটি ভাঙেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৯০-এ! দশম উইকেটে যোগ আরও ৭৯!

ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে এগারো নম্বর ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক রানের নজির সিলসের (৩২)। গ্রিভস অপরাজিত ৫০-এ। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে ২২ ওভার ক্রিজে কাটানোর মরিয়া প্রয়াস, যা প্রশংসা কুড়িয়ে নিল সিরাজদেরও! ফলস্বরূপ, ১৩ বছর পর ঘরের মাঠে ফলোঅন করানোর পর চতুর্থ ইনিংসে ভারতকে ব্যাটিং করতে হচ্ছে। শেষবার যা ঘটেছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ (২০১২) টেস্টে।

নজির ক্যাম্পবেল, হোপের সেঞ্চুরিতে। ভারতের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে দুইজন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার সেঞ্চুরি (গর্ডন গ্রিনিজ, ক্লাইভ লয়েড) করেছিল ৫১ বছর আগে। আজ দুই কিংবদন্তির পাশে ক্যাম্পবেল, হোপ। দুইজনের প্রচেষ্টা, দলগত তাগিদ ক্ষয়িষ্ণু ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে নিশ্চিতভাবে রসদ জোগাবে। গৌতম গম্ভীরদের জন্য সেখানে ফলোঅন নিয়ে বড় শিক্ষা। ক্রিকেটীয় ছক ভাঙার প্রচেষ্টা সবসময় চলে না। পরিস্থিতি, পরিবেশ বুঝে পা না ফেললে 'পচা শামুকে পা কাটার' আশঙ্কা থেকে যায়।

পিচকে দুষে বোলারদের কৃতিত্ব সুন্দরের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মন্থর পিচ। বাউন্স নেই বললেই চলে।

সেই 'মরা' পিচে টানা দুইশো ওভারের বেশি বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া!

চতুর্থ দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় বোলারদের যে প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে সমালোচনার সুরে বছর ছাব্বিশের স্পিন অলরাউন্ডার বলেছেন, 'এই ধরনের উইকেটে ধৈর্য ধরে বোলিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টানা বল ফেলে যেতে হয়। লম্বা স্পেলের ধকল সামলানো এবং ঘাম না ঝরালে ২০ উইকেট নেওয়া সহজ নয়। বোলাররা যা দারুণভাবে সামলাল। স্পিনাররা শুধু নয়, কঠিন পিচে পেসাররা প্রতিটি স্পেলে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে।'

> এই ধরনের উইকেটে ধৈর্য ধরে বোলিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টানা বল ফেলে যেতে হয়। লম্বা স্পেলের ধকল সামলানো এবং ঘাম না ঝরালে ২০ উইকেট নেওয়া সহজ নয়। বোলাররা যা দারুণভাবে সামলাল। স্পিনাররা শুধু নয়, কঠিন পিচে পেসাররা প্রতিটি স্পেলে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। -ওয়াশিংটন সুন্দর

৮১.৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের প্রথম ইনিংস ২৪৮ রানে গুটিয়ে দেয় ভারত। ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের দ্বিতীয় ইনিংস (৩৯০) স্থায়ী হয় ১১৮.৫ ওভার। ফলোঅন করানোর ফলে টানা দুইশো ওভারের ধকল। প্রাক্তনদের অভিযোগ, গৌতম গম্ভীরদের অহেতুক ফলোঅনের ভুলে যে চাপ সামলাতে হয়েছে বোলারদের।

ক্লান্তির ছাপ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদবদের শরীরী ভাষায়। যদিও সুন্দরের যুক্তি, কঠিন উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন। বলেছেন, 'বিভিন্ন পরিবেশে আমাদের খেলতে হয়। ঘরের মাঠ আর বিদেশ সফর- পরিবেশ এক থাকে না। ক্রিকেটারদের জন্য যা পরীক্ষাও বটে। টেস্ট ক্রিকেটের এটাই মজা। ইংল্যান্ড সিরিজে প্রতি ম্যাচ পাঁচদিন গড়িয়েছিল। প্রতিটি ম্যাচে আমাদের ১৮০-২০০ ওভার মতো ফিল্ডিং করতে হয়েছিল। ফলে চলতি নয়াদিল্লি টেস্টে ২০০ ওভার ফিল্ডিং মোটেই নতুন নয় আমাদের কাছে।'

অপরদিকে, দলের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াকু সেঞ্চুরির উচ্ছ্বাসে ভাসছেন জন ক্যাম্পবেল। ২৫তম টেস্টে প্রথম শতরানের স্বাদ। ২০০২ সালের পর ভারতের মাটিতে ক্যারিবিয়ান ওপেনার হিসেবে সেঞ্চুরির নজির। খুশিটা তাই কয়েকগুণ বেশি, যা প্রকাশে ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না ক্যাম্পবেল।

ফেরার বিমানে ওঠার আগে যে রসদ নতুন দিশা দেখাচ্ছে। দিনের শেষে ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'সত্যি বলতে, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আগামীকাল হয়তো এই ইনিংসটা নিয়ে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারব। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে ব্যাটিং উইকেট। আর ব্যাটার হিসেবে বলতে পারি, ক্রিজে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। থিতু হওয়ার পর চেষ্টা করেছি শট খেলতে। তবে শট নির্বাচনে অযথা ঝুঁকির পথে হাঁটিনি। সুইপ মারতে বরাবর ভালোবাসি। এই ইনিংসে যা দারুণভাবে কাজে এল।'

রবীন্দ্র জাদেজাকে ছক্কা মেরে প্রথম টেস্ট শতরানে পা রাখেন। ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'বলের আগে দেখছিলাম, জাদেজা মিড অনের ফিল্ডারকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল, সুযোগটা নেওয়া যেতে পারে। সেটাই করেছি। মাথার ওপর দিয়ে মেরেছি। সবমিলিয়ে দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে।'

নতুন বলে তিন উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সোমবার।

বৈভব বিহারের সহ অধিনায়ক

পাটনা, ১৩ অক্টোবর : আসন্ন রনজি ট্রফিতে বিহার দলের সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন বৈভব সূর্যবংশী।

ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে 'বিস্ময়বালক' বৈভব। বয়স মাত্র ১৪। গত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে বাইশ গজে ঝড় তুলে নজর কেড়েছিলেন। এরপর অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরেও প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন সূর্যবংশী। সম্ভবত তারই পুরস্কারস্বরূপ বৈভবের মুকুটে আরও একটা পালক জুড়ছে।

বিহার ক্রিকেট সংস্থার তরফে রনজিতে প্রথম দুই পর্বের জন্য সাকিবুল গনিকে অধিনায়ক এবং বৈভবকে তাঁর ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সুবাদে রনজি ট্রফির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সহ অধিনায়ক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় নাম তোলার পথে বিহারের ১৪ বছরের ক্রিকেটার।

পারফরমেন্সের নিরিখে যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি বৈভব। বিহারের হয়ে ৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন। ১০ ইনিংসে রান ১০০। সর্বোচ্চ ৪১। তবে, গত আইপিএলের পর থেকে যে ছন্দে বৈভব খেলছে তাতে রনজিতে তার ব্যাটে রানের বন্যা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় হারের পর হরমনপ্রীত কাউর।

হরমনের কাঠগড়ায় লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং

ভাইজ্যাগ, ১৩ অক্টোবর : স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়ালের ১৫৫ রানের ওপেনিং জুটি বাকিদের জন্য বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দিয়েছিল। মিডল অর্ডারে হার্লিন দেওল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, রিচা ঘোষরা ছোট ছোট ইনিংসে দলকে ট্র্যাকে রেখেছিলেন। যার ফলে ৪২ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ২৮৭/৪। হাতে ৮ ওভার, ৬ উইকেট। যে কোনও দলই অন্তত ৩৫০-এর স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে ৩৬ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৩০-এই থেমে যায় ভারত। পরে অ্যালিসা হিলির ব্যাটিং তাণ্ডবে ম্যাচ হেরে ফিরতে হয় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে।

অজিদের বিরুদ্ধে হারের জন্য দলের লোয়ার অর্ডারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বলেছেন, 'ওপেনাররা দুর্দান্ত শুরু করেছিল। ওদের জন্যই আমরা ৩০০ পার করতে পেরেছি। কিন্তু শেষ ৫ ওভারে সব গোলমাল হয়ে যায়। গত তিন ম্যাচে মিডল অর্ডার দায়িত্ব নিতে পারেনি। লোয়ার অর্ডার সেই ঘাটতি মিটিয়েছিল। এদিন প্রথম ৪০ ওভার ঠিকঠাক গিয়েছে। কিন্তু লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতা আমাদের ভোগাল।'

চলতি টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় হার। যার ফলে সেমিফাইনালের কঠিন হয়েছে ভারতের। আগামী তিন ম্যাচই ভারতের মেয়েদের কাছে বাঁচার লড়াই। হরমনপ্রীতের মাত্র পাঁচ বোলার খেলানোর স্ট্র্যাটেজিও সমালোচনার মুখে। যা নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'পাঁচ বোলারের কম্বিনেশনে আগেও সাফল্য পেয়েছি আমরা। দুই ম্যাচ হারলেই কম্বিনেশন খারাপ হয়ে যায় না। তবুও আমরা ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'

বিশ্বকাপের মূল পর্বে ঘানা

আক্রা, ১৩ অক্টোবর : আফ্রিকা মহাদেশের পঞ্চম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ঘানা।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে 'আই' গ্রুপের শেষ ম্যাচে ঘানা ১-০ গোলে হারিয়েছে কোমরসকে। জয়সূচক গোলটি করেন টটেনহাম হটস্পারের মহম্মদ কুদুস। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে আগামী বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে ঘানা। এর আগে তারা ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলেছিল। তার মধ্যে ২০১০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

ঘানা ছাড়া ইতিমধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে আলজিরিয়া, মিশর, মরক্কো ও তিউনিশিয়া।

বাংলাকে রনজি জেতানোর প্রতিশ্রুতি আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দশ টেস্টে মোট উইকেট ২৮। যার মধ্যে রয়েছে বিলেত সফরের তিন টেস্টে ১৩ উইকেট। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের দাবি, টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আবিষ্কার বাংলার আকাশ দীপ।

শেষ কয়েক মাসে জীবনটাই বদলে গিয়েছে তাঁর। মোবাইল ক্রমাগত বেজে চলেছে। তার মাঝেই ইংল্যান্ড সফর থেকে দেশে ফিরে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করে নিজেকে একশো শতাংশ ফিট করে তুলেছেন আকাশ। আপাতত তাঁর লক্ষ্য বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফি। মহম্মদ সামির সঙ্গে বাংলার জার্সিতে নতুন বল ভাগ করে নেবেন আকাশ। তার আগে

আউট সুইংয়ে জোর দিচ্ছেন

> সামিভাইয়ের সঙ্গে আগেও খেলেছি। আবারও মাঠে নামতে চলেছি। দেখা যাক কেমন হয়। তবে সামিভাইয়ের সঙ্গে নতুন বলটা ভাগ করে নেওয়ার পরই সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারব।

গতকালের পর আজ সকালের ইডেনেও দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করলেন। দুপুর দুটো নাগাদ ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চওড়া হাসি ও ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুখোমুখি হলেন সাংবাদিকদের। নিজের আগামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আকাশ জানিয়ে দিলেন জোড়া তথ্য। এক, বাংলাকে রনজি ট্রফি জেতাতে চান। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রতিশ্রুতিও দিলেন বাংলাকে ভারতসেরা করার। দুই, ইংল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা থেকে আকাশের মনে হয়েছে, তাঁর বোলিং বৈচিত্র্য আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যপূরণে আপাতত আউট সুইংকে আরও ধারালো করার ব্রত নিয়েছেন তিনি।

নতুন মরশুম, নতুন লক্ষ্য

আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজিতেও সেই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব। চেষ্টা করব, বাংলাকে রনজি জেতাতে। অতীতে ফাইনাল খেললেও ট্রফি জেতা হয়নি। এবার সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাই।

সামির সঙ্গে জুটিতে নতুন বল

সামিভাইয়ের সঙ্গে আগেও খেলেছি। আবারও মাঠে নামতে চলেছি। দেখা যাক কেমন হয়। তবে সামিভাইয়ের সঙ্গে নতুন বলটা ভাগ করে নেওয়ার পরই সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারব।

বদলে যাওয়া জীবন

(হাসি) জীবন অবশ্যই বদলেছে। এই দেখুন আমার মোবাইল। ৬২৭টি মিসড কল রয়েছে। সারাদিন কত ফোন ধরব বলুন তো (ফের হাসি)।

ইংল্যান্ড সফরের শিক্ষা

অনেক কিছু শিখেছি। সঙ্গে এটাও বুঝেছি, আমায় থেমে থাকলে চলবে না। নিজেকে আরও উন্নত করতে হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই নিয়মিত অনুশীলন করছি আমি।

বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানো

ইংল্যান্ড সফর শেষে দেশে ফেরার পর আমার মনে হয়েছে, নিজের বোলিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে আমি আউট সুইংটাকে আরও ধারালো করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। আসলে জানেন তো, সবসময় তো আর ইংল্যান্ডের মতো পরিবেশ পাব না। ফলে নিজেকে সব পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য তৈরি রাখতে হবে।

ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

আমি স্কোয়াডে থাকব কি না, থাকলে প্রথম একাদশে সুযোগ আসবে কি না, এসব আমার হাতে নেই। ওসব নিয়ে ভাবিও না। আমার কাজ পারফর্ম করে যাওয়া। বল হাতে নিজের সেরাটা দেওয়াই আমার কাজ। বাকি কিছুই আমার নিয়মন্ত্রণে নেই।

রনজিতে ব্যক্তিগত লক্ষ্য

দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া। বাংলাকে রনজি জেতানো। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আপাতত।

সৌরভ স্যারের পরামর্শ

সৌরভ স্যার সবসময় উৎসাহ দেন। আজও উনি আমাদের অনুশীলনে হাজির হয়ে উৎসাহিত করেছেন। সৌরভ স্যারের পরামর্শ সবসময় মাথায় থাকে আমার।

বাংলার নেটে বল হাতে আকাশ দীপ। ছবি : সিএবি মিডিয়া

ফলোঅনের সিদ্ধান্ত সঠিক : সৌরভ

'বাংলার বোলিং দেশের সেরা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুভমান গিলদের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। বাংলার পেস আক্রমণ দেশের সেরা। আসন্ন রনজি ট্রফি মরশুমে ভালো পারফর্ম করবে টিম বাংলা। দলে প্রচুর প্রতিভা।

সোমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে বেলা থেকেই ইতিউতি ভিড়। সৌজন্যে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকাই ইডেন গার্ডেন্সে চলে আসেন তিনি। সোজা ঢুকে যান মাঠে। সেখানে তখন বাংলা ক্রিকেট দলের অনুশীলন চলছে পুরোদমে। মাঠের ধার থেকে সামান্য সময় অনুশীলন দেখার পরই মাঠে ঢুকলেন মহারাজ। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ডেকে নিলেন আলাদা করে। দিলেন মূল্যবান পরামর্শ। তারপরই সোজা চলে গেলেন ইডেনের বাইশ গজে। যেখানে ঘাস রয়েছে ভালোরকম। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পিচ নিয়ে কিছু আলোচনা সেরে নিলেন। পরে কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে গেলেন। পরে আবার বাংলার সাজঘরে কোচ লক্ষ্মীরতনের আহ্বানে হাজির হলেন সিএবি সভাপতি। পুরো দলকে বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি মরশুমের আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশে দিলেন পেপটকও।

মহারাজকীয় শুভেচ্ছা ও পরামর্শে খুশির হাওয়া বাংলা দলের অন্দরে। দুপুরের দিকে সিএবি-তে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন মহারাজ। সেখানেই তিনি ভারত ও বাংলা ক্রিকেট নিয়ে মুখ খুলেছেন। নয়াদিল্লিতে চলতি টেস্টে ক্যারিবিয়ানদের ফলোঅন করিয়ে সমালোচনার মুখে শুভমান। ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত কি সঠিক? জবাবে শুভমানের হয়ে ব্যাট ধরে সৌরভ বলে দিলেন, 'সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভমান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পুরো দিন তো নয়ই, একটা সেশনও ব্যাটিং করতে পারে না। এমন দলের বিরুদ্ধে ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই।' আহমেদাবাদ টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এমনটা হয়নি। ফলোঅনের পর ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে রোস্টন চেজের দল। ভারতের জয়ের জন্য এখনও প্রয়োজন ৫৮ রান। সৌরভের কথায়, 'ভারত অনায়াসেই জিতবে। আবারও বলছি, শুভমানের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না।'

বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে পরামর্শ দিচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : সিএবি মিডিয়া

বুধবার থেকে ঘরের মাঠে রনজি অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ড। এমন দলের বিরুদ্ধে খেলার লক্ষ্যে আজ বেলার দিকেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন মহম্মদ সামি। মঙ্গলবার তাঁর অনুশীলনে নামার কথা। আকাশ দীপের সঙ্গে সামি, ঈশান পোড়েলরা তো রয়েইছেন। সঙ্গে ফিট হয়ে গেলে মুকেশ কুমারকেও পেয়ে যাবে বাংলা। টিম বাংলার এমন পেস আক্রমণকে দেশের সেরা আখ্যা দিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, 'সামি-আকাশদের জুটি দারুণ হবে। বাংলার বোলিং আক্রমণ এখন দেশের সেরা। আমার মনে হয়, এমন বোলিং আক্রমণ আসন্ন রনজিতে বাংলাকে সাফল্য এনে দেবে।' সামিও আজ কলকাতায় হাজির হয়ে গিয়েছেন। দলীপ ট্রফির পর ফের বল হাতে সামিকে দেখা যাবে। সৌরভের কথায়, 'সামি দেশের অন্যতম সেরা পেসার। আশা করব, আসন্ন রনজিতে ভালো পারফর্ম করবে ও।'

আজ টিকে থাকার লড়াই ভারতের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া ভারতীয় দল।

ঘরের মাঠে খেলার দিন পাঁচেক আগে সিঙ্গাপুর থেকে শেষমুহূর্তের গোলে এক পয়েন্ট তুলে এনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে ফিরেছেন রহিম আলি-লিস্টন কোলাসোরা। ভারতের মাটিতে কোচ হিসাবে প্রথম ম্যাচ খালিদের। ম্যাচটা সেদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই খালিদ জামিল বলেছেন, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কিন্তু যেহেতু আমাদের ঘরের মাঠে ম্যাচ, তাই পজিটিভ থাকতে হবে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে চাই। গত ম্যাচের লড়াইটা দরকার। আর দেশের মাটিতে জাতীয় দলের কোচ হিসাবে কাজ করব, এটা আমাদের কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার।' সুনীল ছেত্রী নাকি আগের ম্যাচের গোলস্কোরার রহিম, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই দোটানায় থাকবেন খালিদ। আগের ম্যাচে সেভাবে কিছুই করতে পারেননি অবসর ভেঙে ফিরে আসা ৪২ বছরের এই তারকা। সেই প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে গিয়ে খালিদ শুধু বলেছেন, 'সুনীলকে আমার আগামীকালের ম্যাচে দরকার। তারপরের কথা পরে ভাবা যাবে।'

আপুইয়া জাতীয় দলে যোগ দিতেই ছেড়ে দেওয়া হয় ম্যাকার্টন লুইস নিকসনকে। এছাড়া আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় নেই সন্দেশ ঝিংগানও। তাঁর না থাকা নিশ্চিতভাবেই দলের জন্য বড় ধাক্কা। সন্দেশের জায়গায় আর এক সিনিয়ার শুভাশিস বসুকে ডেকে নেওয়া হলেও তাঁকে কতটা সময় খেলানো যাবে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত নন কেউই। গত এপ্রিলের পর থেকে দেড়খানা ম্যাচ খেলেছেন। এএফসি কাপের ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে এবং আইএফএ শিল্ডে গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিরুদ্ধে। খালিদ একই ছকে খেলাবেন কিনা সেই প্রশ্ন এখন ফতোরদার ইতিউতি। কারণ গোয়ায় মঙ্গলবারের ম্যাচ ভারতকে জিততেই হবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে গেলে। ধরে নেওয়াই যায় মাঝমাঠে আপুইয়ার অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে। আর সেন্টার ব্যাক পজিশনে আনোয়ার আলির সঙ্গে খেলবেন রাহুল ভেকেই। ডানদিকে ভালপুইয়াকে আনতে হবে খালিদকে।

এর বাইরে আক্রমণাত্মক ফুটবলের কথা বলা খালিদ কী কী পরিবর্তন করেন, সেটাই এখন দেখার। তিনি অবশ্য ভাঙলেন না কী কী পরিবর্তন দলে আনতে চলেছেন। শুধু বলেছেন, 'সবটাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। বিশেষ করে মঙ্গলবার সকালে ফুটবলারদের অবস্থা দেখে প্রথম একাদশ ঠিক করব।'

সিঙ্গাপুর নিজেদের মাঠে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে শেষমুহূর্তের অমনযোগিতায়। যার ফলে হংকং ইতিমধ্যেই গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। কোনও দ্বিধা না করে হংকংয়ের কোচ গাভিন লি পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আগের ম্যাচে কী হয়েছে না হয়েছে সেসব ভুলে এখানে আমরা তিন পয়েন্টের লক্ষ্যেই এসেছি। তবে ভারতীয় দলকে খাটো করার কোনও প্রশ্নই নেই।'

গোয়া এখন উত্তাল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরের বিপক্ষে এফসি গোয়ার ম্যাচ নিয়ে। ওই ম্যাচের টিকিটের দাম বিশাল হলেও চাহিদা আকাশছোঁয়া। তবু গোয়া বলেই হয়ত ভারতের ম্যাচেও মাঠ ভরবে। শুধু খালিদের স্ট্র্যাটেজিই নয়, হয়ত গ্যালারির এই দ্বাদশ ব্যক্তিরাও ফ্যাক্টর হতে পারেন ম্যাচে।

এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব
ভারত বনাম **সিঙ্গাপুর**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মারগাঁও
স্থান : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আরও একবার ভারতীয় গোলপোস্টের তলায় প্রাচীর হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

অজি দ্বৈরথে সেরার মুকুট বিরাটের!

বিশ্বাস প্রাক্তনদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মাঝে আর ঠিক ৫ দিন। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে শেষবার খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। ভাসছে 'ফেয়ারওয়েল সিরিজ'-এর ভাবনাও। প্রাক্তনদের মতে, যে মঞ্চকে রঙিন করে রাখতে মরিয়া থাকবেন দুই মহাতারকা।

হরভজন সিং, সঞ্জয় বাঙ্গাররা একধাপ এগিয়ে বলেও দিলেন, সিরিজে রানের ফোয়ারা ছোটাবেন কোহলি। ওডিআই দ্বৈরথে সেরার মুকুটও শোভা পাবে তাঁর মাথায়। ১৯ অক্টোবর পারথে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে সাফল্যের নিরিখে পিছিয়ে থাকবেন না রোহিতও।

অনিল কুম্বলের পরামর্শ ফলাফল ভুলে ক্রিকেট উপভোগ করুক বিরাট, রোহিতরা। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুক ২০২৭ বিশ্বকাপও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, 'দুইজনকে বলব মাঠে নামাটা উপভোগ করতে। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। বছরের পর বছর ধরে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বকাপ এখনও ২ বছর বাকি। তার আগে অনেক ম্যাচ রয়েছে। ওদের উচিত সেই ম্যাচগুলিতে মনোনিবেশ করুক। রোহিত এখন অধিনায়ক নয়। ফলে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিংয়ে মন দিক। বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই ভাবতে বসার কোনও মানে হয় না।'

কুম্বলের কথায়, ২০২৩ সালে ফাইনালে হেরে ট্রফি হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল। সেই আক্ষেপ হয়তো আগামী বিশ্বকাপে মেটাতে চাইছে বিরাট-রোহিত। দুইজনেই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। তাই ব্যাট হাতে সাফল্যের ঘোড়া ছোটানোর তাগিদ প্রত্যাশিত। প্রাক্তনের বিশ্বাস, আসন্ন ওডিআই সিরিজে নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে বিরাট-রোহিত।

কোহলিকে নিয়ে হরভজন সিংয়ের আবার বিরাট পূর্বাভাস। প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট বরাবর সফল। আইপিএলের পর লম্বা ছুটি কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনটি ওডিআই ম্যাচে ওর ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। বিশ্বাস, তিন ম্যাচের মধ্যে দুইটিতে সেঞ্চুরি দেখব ওর।'

২০২৭ বিশ্বকাপেও কি দেখা যাবে বিরাটকে? হরভজনের মতে ফিটনেস কোনও সমস্যা নয়। এদিক থেকে বাকিদের কাছে বিরাট হল 'গুরু'। বাকিরা বিরাটকে অনুসরণ করে। চান, যতদিন সম্ভব, বিরাটকে মাঠে দেখতে। হরভজন বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটকে যখন বিদায় জানায়, তখনও আমার মনে হয়েছিল, আরও ৪-৫ বছর অনায়াসে খেলতে পারত। সামনে অস্ট্রেলিয়া সফর। নিজের পছন্দের মঞ্চ পাবে। বিশ্বাস দুই হাত ভরে রান করবে বিরাট। রোহিতকে নিয়েও একই কথা বলব।'

রোহিত যেভাবে ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করছে, তা তুলে ধরলেন সঞ্জয় বাঙ্গার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বলেছেন, '২০১১ বিশ্বকাপ দলে ডাক না পাওয়ায় প্র্যাকটিসে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল রোহিত। সুফল পেয়েছিল পরবর্তী বছরগুলিতে। এবারও একই পথে ও। রোহিতের মধ্যে খিদেটা দেখে ভালো লাগছে। নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছে সবদিক থেকে।'

> দুইজনকে বলব মাঠে নামাটা উপভোগ করতে। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। বছরের পর বছর ধরে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বকাপ এখনও ২ বছর বাকি। তার আগে অনেক ম্যাচ রয়েছে। ওদের উচিত সেই ম্যাচগুলিতে মনোনিবেশ করুক। রোহিত এখন অধিনায়ক নয়। ফলে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিংয়ে মন দিক। বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই ভাবতে বসার কোনও মানে হয় না। -অনিল কুম্বলে

গোলের পর নেদারল্যান্ডসের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

বড় জয় নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়ার

আমস্টারডাম ও জাগ্রেব, ১৩ অক্টোবর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ফিনল্যান্ডকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করল নেদারল্যান্ডস। ক্রোয়েশিয়া ৩-০ গোলে হারিয়েছে জিব্রাল্টারকে।

ঘরের মাঠে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ডাচরা। ৮ মিনিটে ডনইয়েল মালেনের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডায়েক। ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোল অধিনায়ক মেম্ফিস ডিপের। ৮৪ মিনিটে ডাচদের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন কোডি গাকপো। বাছাই পর্বে গ্রুপ 'জি'-তে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডিপেরা।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ড ২-০ গোলে হারিয়েছে লিথুয়ানিয়াকে। গোল করেছেন সেবাস্তিয়ান সিজাইমানস্কি ও রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় পোল্যান্ড।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব

অন্য ম্যাচে জিব্রাল্টারের বিরুদ্ধে ৩-০ ফলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি লুকা মডরিচ, ইভান পেরিসিচদের। তারপরেও ম্যাচ জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ক্রোটদের। তাদের হয়ে গোল করেছেন টনি ফ্রুক, লুকা সুচিচ ও মার্টিন এরলিক। বাছাই পর্বে 'এল' গ্রুপে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ক্রোয়েশিয়া।

'সি' গ্রুপের ম্যাচে ডেনমার্ক ৩-১ গোলে হারিয়েছে গ্রিসকে। ড্যানিশদের হয়ে গোল করেন রাসমুস হোজলুন্ড, জোয়াকিম অ্যান্ডারসন ও মিকেল ড্রামসগার্ড। গ্রিকদের গোলস্কোরার ক্রিস্টোস জোলিস। গ্রুপের অন্য ম্যাচে স্কটল্যান্ড ২-১ গোলে জিতেছে বেলারুশের বিরুদ্ধে। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন চি অ্যাডামস ও স্কট ম্যাকটোমিনে। বেলারুশের গোলটি গ্লেব কুচকোর। ডেনমার্ক ও স্কটল্যান্ড ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ড্যানিশরা।

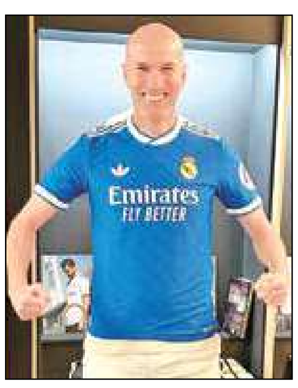

ফ্রান্সের কোচ হতে চান জিদান

প্যারিস, ১৩ অক্টোবর : কোচ হিসেবে ক্লাব ফুটবলে সব প্রায় ট্রফিই জেতা হয়ে গিয়েছে ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের। এবার তাঁর লক্ষ্য ফ্রান্সের কোচ হওয়া।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জিদান বলেছেন, 'ভবিষ্যতে আমি পুনরায় কোচিংয়ে ফিরে আসব। আমার লক্ষ্য, জাতীয় দলের কোচ হওয়া। তবে সেটা এখন সম্ভব হবে কি না বলতে পারছি না।' ক্লাব ফুটবলে কোচ হিসেবে দুই দফায় রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি দুইটি করে লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। তাঁর কোচিংয়ে ২৬৩টি ম্যাচ খেলে রিয়াল ১৭২টিতেই জয় পেয়েছে।

বর্তমানে ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন দিদিয়ের দেশঁ। তাঁর অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ও ২০২২ বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছেন কিলিয়ান এমবাপেরা। শোনা যাচ্ছে, আগামী বিশ্বকাপের পরেই তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। তখন ফ্রান্সের দায়িত্ব নিতে পারেন জিদান।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ড্র ভারতের

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৪৭ মিনিটে কোরোউ সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় নৌশাদ মুসার ছেলেরা। ৭০ মিনিটে ইন্দোনেশিয়াকে সমতায় ফেরান ডনি পামুঙ্গাস। প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সুহেল আহমেদ বাটের জোড়া গোলে জিতেছিল ভারত।

এদিকে, মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে কিরগিজস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়েছেন ভারতের মেয়েরা। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ ও জুলান নংমেইথেম। কিরগিজস্তানের গোলটি আকমারাল সাইয়াকবিয়েভার।

হিরোশিকে ছাড়াই নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : শক্তির নিরিখে আইএফএ শিল্ডে খেলা দলগুলোর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরই থাকবে নামধারী এফসি। তাদের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক তো থাকতেই হয়।

মঙ্গলবার শিল্ডে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি। ডুরান্ড কাপে এই নামধারীকে হারাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল অস্কার ব্রুজোঁর দলকে। এবার আরও তৈরি হয়ে কলকাতায় এসেছে তারা। শুধু তাই নয় শিল্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালের পথ খুলে রেখেছে পঞ্জাবের ক্লাবটি।

ইস্টবেঙ্গলের জন্য যদিও কাজটা তুলনামূলকভাবে সহজ। ড্র করলেই ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবে মশাল বাহিনী। তবুও নামধারীর বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ শিবিরজুড়ে বাড়তি সতর্কতা। ব্রুজোঁ বলেছেন, 'ডুরান্ডে আমাদের অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল নামধারী। ওদের রক্ষণ খুবই শক্তিশালী। আক্রমণভাগও বেশ বিপজ্জনক।' ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণকে অস্ত্র করে ফায়দা তোলার চেষ্টায় থাকবে নামধারী। অস্কার অবশ্য প্রতিপক্ষকে সেই সুযোগই দিতে চাইছেন না। বরং মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোদের বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

নামধারী ম্যাচের আগে লাল-হলুদ সমর্থকদের যত আগ্রহ নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে ঘিরে। যদিও ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেও শিল্ডের জন্য তাঁর নাম নথিভুক্ত করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এখনও না এসে পৌঁছানোয় তাঁর রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব হয়নি। ফলে শিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হাতে পাঁচ বিদেশি নিয়েই নামতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। এই পরিস্থিতিতে মুখে বললেও লাল-হলুদের প্রথম একাদশে অস্কার বড়সড়ো পরিবর্তন আনবেন বলে মনে হয় না। গোলের নীচে ফিরতে পারেন প্রভসুখান সিং গিল। নামধারীর বিরুদ্ধেও মাঝমাঠে তিন বিদেশি রশিদ, মিগুয়েল ও সাউল ক্রেসপোকে রেখে শুরু করার সম্ভাবনাই বেশি। একইসঙ্গে দ্রুত গোল তুলে নিতে হামিদ আহদাদকেই হয়তো শুরু থেকে খেলাবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে কেভিন সিবলে আসবেন পরিবর্ত হিসাবে।

শিল্ড ফাইনালে ডার্বি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। যদিও এখনই তা ভেবে ফুটবলারদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চাইছেন না ব্রুজোঁ। এই মুহূর্তে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নামধারী-বধ।

সতর্ক ব্রুজোঁ

আইএফএ শিল্ডে আজ
ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম নামধারী এফসি
সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

নামধারী এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নজর অস্কার ব্রুজোঁর।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে জয় রায়। ছবি : দীপেন রায়

সেমিতে হলদিবাড়ি এনএসএস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল হলদিবাড়ি এনএসএস। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে টাকাহারা মিরাজ ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা জয় রায়।

ফাইনালে উঠল বাংলা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ১৪ বছর পর মহিলাদের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা 'রাজমাতা জিজাবাই ট্রফি'-র ফাইনালে উঠল বাংলা। সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে উত্তরপ্রদেশকে। বাংলার হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও রিম্পা হালদার। উত্তরপ্রদেশের গোলটি সন্তোষের। তবে ৬৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন বাংলার সংগীত বাসফোর। বুধবার বাংলা ফাইনালে খেলবে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন মণিপুরের বিরুদ্ধে।

পাক খেলোয়াড়দের পরামর্শ হকি ফেডারেশনের

'ভারত হ্যান্ডশেক না করলে অগ্রাহ্য করো'

লাহোর, ১৩ অক্টোবর : এশিয়া কাপ ক্রিকেটে পরপর তিন রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলেও একবারও সলমন আলি আঘাদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। মালয়েশিয়ায় সুলতান অফ জোহর কাপ হকিতে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি দেশ। এই ম্যাচেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা হ্যান্ডশেক করবেন না বলেই মনে করে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। ধারণা সত্যি হলে পাক হকি খেলোয়াড়দের বিষয়টি অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিয়েছে সেই দেশের ফেডারেশন। পাক হকি ফেডারেশনের এক কর্তা বলেছেন, 'ভারতীয়দের নো হ্যান্ডশেক নীতি নিয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের সতর্ক করা হয়েছে। ম্যাচের আগে-পরে ওদের খেলোয়াড়রা হ্যান্ডশেক না করলে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার।'

লাহোর টেস্টে চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা

লাহোর, ১৩ অক্টোবর : ব্যাট হাতে ভালো শুরুর পরও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৬২ রানে পিছিয়ে প্রোটিয়া ব্রিগেড। হাতে ৪ উইকেট। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ৩১৩। মহম্মদ রিজওয়ান ৬২ ও সলমন আলি আঘা ৫২ রানে অপরাজিত ছিলেন। এদিন রিজওয়ান আউট হন ৭৫ রানে। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন সলমন (৯৩)। এরপর কেউই দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেননি। সব মিলিয়ে স্কোরবোর্ডে এদিন ৬৫ রান যোগ করে পাক ব্রিগেড। তাদের ইনিংস শেষ হয় ৩৭৮ রানে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরুর পরও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৬ উইকেটে ২১৬। ক্রিজে টনি ডি জর্জি (৮১) ও সেনুরান মুথুস্বামী (৬)। অধিনায়ক আইডেন মার্করাম ২০ রানে ফিরলেও অপর ওপেনার রায়ান রিকেলটন ৭১ রান করেন। ৪ উইকেট নিয়েছেন নোমান আলি।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে অসমের বারদোই শুক্লা দল। ছবি : ভাস্কর শর্মা

রানার্স ওয়াইবিএসসি

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : সোনারায়েরধাম প্লেয়ার্স অ্যাকাডেমির নৈশ ফুটবলে রানার্স হল কোচবিহারের ওয়াইবিএসসি। রবিবার রাতে ফাইনালে তারা ১-২ গোলে অসমের বারদোই শুক্লার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। ফাইনালের সেরা ওয়াইবিএসসি-র অভিজিৎ বিশ্বাস। প্রতিযোগিতার সেরা বারদোইয়ের গিমো তাও। সর্বাধিক গোলস্কোরার সেভ্রো। সেরা ডিফেন্ডার বীরবল নার্জিনারি। প্রথম সেমিফাইনালে বারদোই ৪-০ গোলে শিলিগুড়ির হিলস বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছিল। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা সেভ্রো। বারদোইয়ের অন্য গোলটি বারলা হুজুইয়ের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওয়াইবিএসসি ৪-০ গোলে হাওড়ার রেড বুল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা ওয়াইবিএসসি-র রাহুল রায়।

মউ সাক্ষর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : বনচুকামারির জীবনদীপ ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে মউ সাক্ষর করল আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট শব্দ নামে একটি সংস্থা। মউ সাক্ষরিত হওয়ায় এই ফুটবল অ্যাকাডেমির নতুন নাম হয়েছে 'শব্দ জীবনদীপ ফুটবল অ্যাকাডেমি।'

ZEE
৫ কোটির বেশি সন্তুষ্ট ব্যবহারকারী
MYFAIR
ত্বকের গঠন উন্নত করে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়

ক্রিম • সাবান • ফেস-ওয়াস
www.wellncare.com
9896277535 & 9896134500
এখুনি কেনার জন্য কোডটি স্ক্যান করুন

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা শুকুর আলি শেখ - কে 21.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88E 50357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়া আমার জীবনে অনেক বড়ো একটি আশীর্বাদ। মাত্র একটি টিকিটের মাধ্যমে আমার অনেক উদ্বেগ দূর হয়েছে। আমি এখন আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত এবং সুরক্ষিত একটি ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাবাদী বোধ করছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।